LIFE

OF

Her Majesty Empress Victoria.

ভারতেশ্বরী

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।
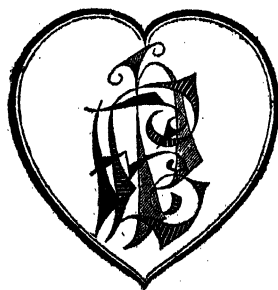
CALCUTTA:

S. K. LAHIRI AND CO.,

54, COLLEGE STREET.

JUBILEE YEAR, 1887.
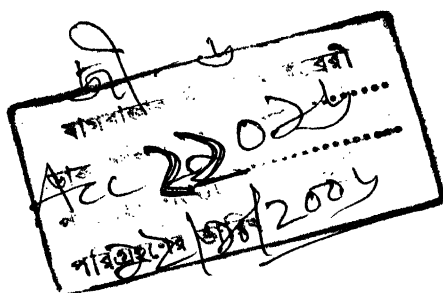
স্নেহোপহার।

রমণীর মণি রাণী, তাঁর এ জীবনী খানি,
কাহারে দিব গো বোন্, তোমা বিনা আর?
—চরিত মাধুরী হেন কে বুঝিবে তাঁর?
এই ক্ষুদ্র উপহার, তাই আজি হাতে লয়ে,
আসিলাম তব পাশে, তব স্নেহ-মুখ চেয়ে;
নিরখি স্নেহের চোখে, লও যদি হাসি মুখে,
হাসি মুখে ফিরে যাই, পরম কৃতার্থ হয়ে।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্ম ও শৈশব-জীবন।

সপ্তম অধ্যায়।

অভিষেক।

অষ্টম অধ্যায়।

শয়নাগার ষড়যন্ত্র।

নবম অধ্যায়।

প্রণয় ও পরিণয়।

দশম অধ্যায়।

বৈবাহিক জীবন।

একাদশ অধ্যায়।

মন্ত্রিপরিবর্ত্তন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পারিবারিক সুখ ও রাজকীয় অশান্তি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অন্তর্জ্জাতীর প্রদর্শনী।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈবাহিক জীবনের শেষভাগ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ।

ষোড়শ অধ্যায়।

মৃত্যু-শয্যা পার্শ্বে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আদর্শ জননী।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

আধুনিক ঘটনা।

প্রতিকৃতির সূচী।

ভারতেশ্বরী

মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

ভগবানের মঙ্গল বিধানে ইংলণ্ডের রাণী আজ ভারতের অধীশ্বরী। যে গরীয়সী রমণীর গৌরব-প্রভায় ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন আজ দীপ্তিমান, চিরসূর্য্য-বিভাসিত দ্বি-লোক-ব্যাপী মহারাজ্যে যাঁহার অদ্বিতীয়া প্রভুশক্তি প্রতিষ্ঠিত; কুলে শীলে যিনি সভ্য জগতের রাজন্য-সমাজের বরণীয়া; মণির মণি কোহিনূর যাঁহার মুকুট-ভূষণ, সেই অসামান্য-প্রতাপ-শালিনী রমণীকে ভারতের অগণিত প্রজাপুঞ্জ জাতিগত, দেশগত ও ধর্ম্মগত সমুদায় পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া, সতত সরল শ্রদ্ধা-ভক্তি উপহার প্রদান করিয়া থাকে। যেমন ইংলণ্ডবাসী, সেইরূপ ভারতবাসীও রাজ-দত্ত সুখ-সৌভাগ্যে ঊর্দ্ধহস্তে তাঁহাকেই আশীর্ব্বাদ করে এবং রাজকীয় অত্যাচার অবিচারে

বিশ্বাসভরে তাঁহারই শরণাপন্ন হয়। ইংলণ্ডের অধীশ্বরী ভারতবাসীর প্রিয় এবং পূজ্য; তাঁহার জীবন-কাহিনী শ্রবণে ভারতবাসীর ইংরাজোপম ঔৎসুক্য জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

আজ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অধীশ্বরী ইংরাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। এই অর্দ্ধ শতাব্দী জগতের ইতিহাসে বিবিধ-উন্নতি-সূচক বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে। এই অর্দ্ধ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের, শিল্প ও দর্শনের এমন অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, তাহার সমতুল চিত্র জগতের ভূত ইতিহাসের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই অর্দ্ধ শতাব্দীতে ভারতে নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া-রাজত্ব যেমন ইংলণ্ডবাসীর সেইরূপ ভারতবাসীরও নিরতিশয় প্রিয়। এই রাজত্বের অর্দ্ধ-শতাব্দীয় আনন্দোৎসবে ইংরাজের সরল ও উন্মত্ত উৎসাহ সহকারে ভারতের নিরুৎসাহী প্রজাবর্গও মাতিয়াছে এবং যাঁহার রাজত্বে ভারতের অসাড় দেহে জীবনের প্রথম প্রবাহ সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, যাঁহার অপ্রতিহত-প্রতাপ-শালিনী প্রভু-শক্তি ভগবানের মঙ্গল হস্তে ভারতের নবজীবনের মূল যন্ত্র, তাঁহার জীবন-কথা শুনিতে ভারত-বাসীর সরল আগ্রহ না হইলে, আর কাহার হইবে?

রমণী চরিত্রের মাধুর্য্য ভারত-ক্ষেত্রে চির বিকশিত। নারী-পূজা ভারতের প্রাচীন ধর্ম্ম। শক্তিরূপে ভগবতী, সতীরূপে সীতা, সাবিত্রী ভারতের চিরারাধ্যা দেবতা। নারী-চরিত্রের পরম মাধুর্য্যে বিমোহিত হওয়া কবিত্ব-প্রধান ভারতবাসীর পৈত্রিক প্রকৃতি। মহারাণী ভিক্টোরিয়া আদর্শ-রমণী। তাঁহার রমণী-জনোচিত চরিত্র-প্রভাবে আজ ইংরাজ রমণী-সমাজের মুখোজ্জ্বল। তাঁহার সরল ভক্তি-মাধুর্য্যে ইংরাজ ধার্ম্মিক-সমাজ আজ বিমোহিত। কন্যারূপে তিনি দুহিতৃকুলের শিরোভূষণ; পত্নীরূপে তিনি একাগ্রমনা পতিপরায়ণতার পরম দৃষ্টান্ত-স্থল; বৈধব্যে তিনি প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র আদর্শ; এবং জননীরূপে তিনি মাতৃসমাজের শিরোমণি। এই রমণী-শিরোমণির সুমধুর চরিত্রের আদর ভারতবাসী না করিলে আর কে করিবে?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিবিধ-গুণ-বিভূষিতা রমণীর রমণীয় চরিতাখ্যান আজি পর্য্যন্ত এদেশের জন-সাধারণে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয় নাই। সাধারণ লোকে কেবল তাঁহাকে মহারাণী বলিয়াই জানে; রাজ-ভক্তি-প্রধান ভারত সন্তান কেবল রাজ্ঞী বলিয়াই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকে। তাহাদের অপেক্ষাকৃত অজ্ঞতা-নিবন্ধন, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের মাধুর্য্যগুণে তাঁহার

উজ্জ্বল চরিত্রের প্রতি তাহারা এখনও বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় নাই। রাজ্ঞীরূপে তিনি আমাদিগের যতটুকু বরণীয়া, আদর্শ-রমণীরূপে যে ততোধিক পূজনীয়া, ইহা আমরা এখনও ভাল করিয়া জানি না।

এই অভাব মোচনোদ্দেশেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই জীবন-কাহিনী বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকা সমাজে প্রচারিত হইল।

এই সুন্দর জীবনের এই সামান্য চিত্রে যদি ঈশ্বর কৃপায় একটী পাঠকের প্রাণেও নারী-ভক্তির সঞ্চার হয়; মহারাণীর মধুর চরিতের এই অসম্পূর্ণ প্রতিলিপিতে, ভগবানের আশীর্ব্বাদে, একজন পাঠিকার প্রাণেও যদি সদ্ভাব জাগিয়া উঠে, আমার সমুদায় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আর এই সামান্য চিত্রে যদি এই মহৎ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ না হয়, তবে চিত্রকরের অনিপুণ তুলিকাদোষেই তাহা ঘটিয়াছে, কিন্তু মূল বিষয়ের সৌন্দর্য্যাভাবে নহে,—ইহা স্মরণ রাখিয়া পাঠক পাঠিকা তজ্জন্য কেবল আমাকেই দায়ী করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্ম ও শৈশব-জীবন।

১৭৪০ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ মাসে, ইংরাজি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ মে দিবসে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী কেন্‌সিংটন্ রাজপ্রাসাদে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রাজকুমার এড্ওয়ার্ড ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজা তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতা ভিক্টোরিয়া মেরি লুইসা জর্ম্মান দেশের অন্তর্গত সেক্স-কোবার্গ সেলফিল্ডাধিপতির দুহিতা, এবং বেলজিয়মের সুপ্রসিদ্ধ রাজা লিওপোল্ডের সহোদরা ছিলেন।

রাজকুমার এডওয়ার্ড নিরতিশয় সত্যনিষ্ঠ, সহৃদয় এবং উদার-প্রকৃতি ছিলেন। রাজ-কুলোচিত আভিজাত্য এবং অহঙ্কার তাঁহার আচারআচরণে প্রায়শঃ দৃষ্ট হইত না। জন-সাধারণের প্রতি তাঁহার এমন উদার প্রেম ছিল, তাহাদের উন্নতি কল্পে তাঁহার প্রাণে এমন সরল আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহাদের ন্যায়-সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকার লাভে তাঁহার এমন গভীর সহানুভূতি ছিল যে, তজ্জন্য তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই পিতার স্নেহ এবং পরিবারবর্গের সদ্ভাব হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বঞ্চিত হন।

এই কারণে তদানীন্তন রাজ-মন্ত্রি-সমাজও বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে তাঁহার পদোপযোগী রাজকীয় বৃত্তি হইতে বঞ্চিত রাখিয়া ঘোরতর অর্থ-কষ্টে নিপাতিত করেন। কিন্তু এই অন্যায় নির্যাতনেও রাজকুমার এড্ওয়ার্ডের সত্য-নিষ্ঠা, বা সদাশয়তা বিনষ্ট হয় নাই। প্রত্যুত এই পরীক্ষায় তাঁহার চরিত্রের মহৎগুণাবলী আরো সমধিক উজ্জ্বল হইয়াছিল।

শৈশবাবধিই রাজকুমার এড্ওয়ার্ড সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতার জন্য রাজপরিবারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে একটী ঘটনায় তাঁহার সত্যনিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকুমার তখন কিউ-রাজবাটীতে বাস করিতেছিলেন। এই প্রাসাদে একটী অতি প্রাচীন ঘড়ি ছিল। যৎপরোনাস্তি কদাকার হইলেও রাজ্ঞী এনের রাজত্বকালে ইহা প্রথম ক্রীত হইয়াছিল বলিয়া, সেই প্রাচীনকালের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ তৃতীয় জর্জ্জ এই ঘড়িটীকে অতি মূল্যবান মনে করিতেন। সহসা একদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল যে, এই মূল্যবান প্রাচীন ঘড়িটী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গৃহাভ্যন্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাতে মহারাজের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। অনেকক্ষণ নিষ্ফল অনুসন্ধানের পরে ঘটনা-ক্রমে এক ব্যক্তি রাজকুমার এডওয়ার্ডকে ভগ্ন ঘড়ি

সম্বন্ধে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন "আমি ভাঙ্গিয়াছি"। উপস্থিত ব্যক্তিগণ মধ্যে একজন নির্ভীক রাজকুমারের দোষ-ক্ষালণোদ্দেশে বলিয়া উঠিলেন,—"রাজকুমার, আপনি অবশ্য অজ্ঞানতঃ ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন?"

"না; আমি জানিয়া শুনিয়া ইহা ভাঙ্গিয়াছি।"

"কিন্তু রাজকুমার আপনি যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য এখন দুঃখিত হইয়াছেন।"

"না; বিন্দুমাত্রও নয়।"

"দুঃখিত হন নাই?"

"না। আগামী কল্য আমি এজন্য দুঃখিত হইতে পারি, কিন্তু এখন আমি নিশ্চয়ই ইহার জন্য দুঃখিত হই নাই।"

মহারাজের নিকট হইতে রাজকুমারের এই আত্ম-দোষ-স্বীকার গোপন রাখা অসাধ্য হইল। মহারাজা যথা সময়ে তাহা জানিতে পারিলেন এবং রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ড আপন দুষ্ক্রিয়ার জন্য বিশেষরূপে দণ্ডিত হইলেন।

রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ডের শৈশব-শিক্ষক পাদ্রি ফিশার, তাঁহার মৃত্যুর পরে, একদিন এই ঘটনাটী বিবৃত করিয়া, ভাবের আবেগে, গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন:—

"কি শৈশবে, কি পরিণত বয়সে, কখন্ ইহার

ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল?—কখন্ এবং কোথায়?—এই বালকের অভ্যন্তরে পরবর্ত্তী কালের পরিণত পুরুষ লুক্কায়িত ছিল। তাঁহার চরিত্রের এই স্থলেই পরজীবনের অনেক দুঃখকষ্টের বীজ নিহিত হইয়াছিল। সত্যের অপলাপ করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না।”

রাজকুমার এড্ওয়ার্ডের প্রাণে ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে সেনাপতি পদে বৃত হইয়া জিব্রল্টারের শাসনকর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার চরিত্রের এই মহৎ ভাব অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। জিব্রল্টার প্রধানতঃ একটী সৈনিক নিবাস; এবং কু-শাসন গুণে মদ্যপায়ী, হীন-নীতিপরায়ণ ইংরাজ সৈনিকগণের কৃপায়, এই স্থান সর্ব্বপ্রকার পৈশাচিক ব্যাপারের লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। রাজমন্ত্রীগণ এবং ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব্ ইয়র্ক, ইহাঁরা সকলে মিলিয়া এই সৈনিক নিবাসের নৈতিক সংস্কার সাধনোদ্দেশে রাজকুমার এড্ওয়ার্ডকে এই স্থানের শাসনকর্ত্তা পদে বরণ করিয়াছিলেন। রাজকুমারের প্রবর্ত্তিত সুনিয়মে অত্যল্পকাল মধ্যেই জিব্রল্টারে মদ্যপায়ী প্রমত্ত সৈনিকগণের অত্যাচার কমিয়া গেল। কিন্তু এই সংস্কার সাধন করিতে গিয়া রাজকুমারকে বহু সংখ্যক সুরালয় তুলিয়া দিতে

হইয়াছিল। এই সকল সুরালয় হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত,তৎ-কালিক নিয়মানুসারে তাহা শাসনকর্ত্তারই প্রাপ্য ছিল। এই সময়ে রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ডের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল ছিল। তথাপি আপনার লাভের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া, তিনি কেবল নীতি ও ধর্ম্মের মুখ চাহিয়াই,অধীনস্থ সৈনিকগণের নিঃস্বার্থ মঙ্গল কামনায়, আপনার বৈধ আয়ের এরূপ গুরুতর ক্ষতি করিয়াছিলেন!

কিন্তু এই স্থানেই তাঁহার স্বার্থত্যাগের শেষ হয় নাই। জিব্রল্টারের সৈনিকমণ্ডলী মধ্যে সুনিয়ম ও সুনীতি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় তাঁহার জীবন-সংশয় পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় সহসা দুর্ব্বৃত্ত সৈনিকমণ্ডলী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজকুমারকে প্রাণে বিনাশ করা কিম্বা তাঁহাকে সবলে জিব্রল্টার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই তাহাদের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে এই দুরভিসন্ধি সাধনের সহায়তা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইতে না হইতে নির্ব্বাপিত হইল ; কিন্তু এই ভীষণ চেষ্টার পরেও রাজকুমার এডওয়ার্ড স্বীয় গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনে বিন্দুমাত্র বিমুখ হন নাই।

রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ডের জীবনের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার গভীর ধর্ম্মানুরাগ ও ঐকান্তিক কর্ত্তব্যপরা-

য়ণতার পরিচয় পাওয়া যাইত। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ তাঁহার চতুর্থ পুত্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না। তাঁহাকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত করিতেও তিনি ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু পিতার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত থাকিয়াও রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ড এক মুহূর্ত্ত জন্য পিতৃ-আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কেহ রাজনৈতিক বা অন্য কোনও সাধারণ কাজে প্রকাশ্য ভাবে লিপ্ত না হন, ইহা রাজা তৃতীয় জর্জ্জের বিশেষ ইচ্ছা ছিল। রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ড পিতার মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এই বিষয়ে অতি সাবহিত ভাবে পিতার ইচ্ছা পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে পিতা নিদারুণ উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম হইলে তিনি আপনার প্রাণের সদ্ভাবসমূহের যথাযথ স্ফূর্ত্তি করিতে লাগিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে লিপ্ত হইলেন। এই সময়েই তিনি "ব্রিটিশ ও বৈদেশিক স্কুল সভার", "দাসত্বপ্রথানিবারিণী সভার", এবং য়ীহুদীদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং অতি প্রকাশ্যভাবে "বাইবেল সভার" সহিত আপনার গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। এই শেষোক্ত কার্য্যে তাঁহার সৎসাহসেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজ-ধর্ম্ম-সমাজ চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের

সঙ্গে "বাইবেল সভার" বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। সুতরাং রাজকুমার এড্ওয়ার্ড ঐ সভার সহিত আপনার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের বিশেষ বিরাগভাজন হইলেন। এমন কি রাজ-পুরোহিত কেণ্টারবারীর প্রধান ধর্ম্মযাজক এই সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে একখানি তীব্র পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সত্য ও সন্যায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হইতে রাজকুমার এড্ওয়ার্ড কখনও ক্ষতিলাভ গণনা করিতেন না।

পার্লেমেণ্টে লর্ড সভার সভ্যরূপে রাজকুমার এড্ওয়ার্ড আয়রলণ্ডের রোমানক্যাথলিক সম্প্রদায়কে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য রাজনৈতিক অধিকার দানের জন্য এবং আমেরিকার দাসত্বপ্রথা নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আপনার এই সকল মত সম্বন্ধে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতায় রাজকুমার বলিয়াছিলেন;—"আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাজনৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার বন্ধু। ধর্ম্মনিবন্ধন কোনও ব্যক্তিকে কোনও অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার যে বিধান, আমি তাহার ঘোর শত্রু। সাধারণ-শিক্ষা-প্রণালীর আমি প্রতিপোষক। মানুষ মাত্রেই আমার ভ্রাতা এবং আমি মনে করি যে, জনসাধারণের উপকারার্থই কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পিত হইয়া থাকে। আমার এবং

আমার প্রিয় ভ্রাতা ডিউক অব্ সসেক্সের এই সকল মত। আজি কালি এই সকল মত লোকের নিকট আদরণীয় নহে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা পদ অথবা সম্মান পাওয়া যায় না। রাজপরিবারের সকলে এই মতাবলম্বী নহেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে আমি নিন্দা করি না। কিন্তু আমরা যেরূপ ভাল মনে করি, সেরূপ চিন্তা ও কার্য্য করিবার আমাদের যে অধিকার আছে, আমরা তাহাই দাবি করি।"

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মাতা তাঁহার পিতার উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। রাজকুমার এডওয়ার্ড যেমন বিবিধ প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত হইয়াও, কেবল আপনার মনোহর চরিত্র-মাধুর্য্যে জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার সহধর্ম্মিণীও কেবল আপনার বিবিধ সদ্গুণ প্রভাবে ইংরাজ সাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি রাজকুমার এডওয়ার্ডের ধর্ম্মভাব এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির সমতুল ছিল। শৈশবসীমায় উপস্থিত হইতে না হইতে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া মেরী লুইসা লেইনেঙ্গেন উপরাজ্যের রাজকুমার এমিক্ চার্ল্সের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধা হন। রাজকুমার এমিক্ চার্ল্স তাঁহার বালিকা সহধর্ম্মিণী হইতে অষ্টবিংশতি বর্ষ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং কি বয়সে, কি রূপে, কি গুণে, সর্ব্বাংশে তিনি রাজ-

কুমারী লুইসার অযোগ্য ছিলেন। এইরূপ অসম্বদ্ধ পরিণয়-বন্ধন যে অশেষ দুঃখ ক্লেশের নিদান হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এই ঘোরতর পরীক্ষায় পতিত হইয়াও রাজকুমারী লুইসা দ্বাদশবর্ষ কাল কেবল আপনার ঐকান্তিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা গুণে এই বর্ষীয়ান্ ও অনুপযুক্ত স্বামীর প্রতি ভার্য্যোচিত সমুদায় কর্ত্তব্যসাধন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সমাজে এইরূপ কর্ত্তব্যসাধনে যে কি পরিমাণ ধর্ম্মবল ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রয়োজন, হিন্দুমহিলা তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। দ্বাদশবর্ষকাল এই পরিণয়-ভার বহন করিয়া রাজকুমারী লুইসা বৈধব্য দশায় উপনীত হইলে, ১৮১৭ খৃঃ অব্দে রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ডের সঙ্গে তাঁহার দ্বিতীয় পরিণয় হয়।

যে সমুদায় সদ্‌গুণে আজ ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মহৎ জীবন সুশোভিত; যে ধর্ম্মভাব প্রভাবে তিনি আজ ধার্ম্মিক-সমাজের এত পূজ্য; যে লোকহিতৈষণা গুণে তাঁহার প্রজাসাধারণ তাঁহার প্রতি আজ এত অনুরক্ত; যে উদারতা-নিবন্ধন আজ তিনি সমগ্র সভ্য-জগতের এত প্রিয়;—তৎসমুদায়ের জন্যই তিনি তাঁহার পিতা মাতার নিকট বিশেষ পরিমাণে ঋণী।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া অতি শৈশবে একবার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। রাজকুমার

এড্ওয়ার্ড তখন সপরিবারে সিড্মাউথ্ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। একদা একটী শীকারপ্রিয় বালক রাজকুমারের আবাস বাটীর নিকটে চড়ুই পক্ষী শীকার করিতেছিল। ঘটনাক্রমে একটী ক্ষুদ্র গুলি শার্শী ছিদ্র করিয়া গৃহাভ্যন্তরে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার মস্তকের অতি নিকটে গিয়া পড়িল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার শিরস্পর্শ করিল না। ভীতিবিহ্বল ধাত্রীর চীৎকারধ্বনিতে চকিতত্রস্ত পরিচারকবর্গ এই বিষম বিপৎপাতের আশঙ্কার কথা অবগত হইয়া অসাবধান বালকের অন্বেষণে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিল। কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ বিপদ্-জনক আমোদ হইতে বিরত হইবার জন্য দোষী বালককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াই দয়া-প্রবণ রাজকুমার এড্ওয়ার্ড প্রফুল্ল অন্তরে তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সাত মাস বয়ঃক্রম কালে, তাঁহার পিতা রাজকুমার এড্ওয়ার্ড পরলোক গমন করিলেন।

স্বামীর এই অকাল মৃত্যুতে রাজ-বধূ লুইসা যে কি বিষম বিপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইলেন, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তাঁহার ভাগ্যে কেবল মাত্র এক বৎসরকাল স্বামী সহবাস ঘটিয়াছিল। এই বৎসর কাল মধ্যে আবার অধিকাংশ সময়ই আর্থিক অনাটননিবন্ধন রাজকুমার

এড্ওয়ার্ড সস্ত্রীক জর্ম্মাণ দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বামীর জীবদ্দশায় রাজ-বধূ লুইসা সুন্দররূপে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডবাসীর নিকট পরিচিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার স্বামী রাজপরিবারের বিশেষ প্রিয় ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার এই দারুণ বৈধব্যে তাঁহাদিগের নিকট হইতেও যে বিশেষ স্নেহ মমতা সহানুভূতি লাভ করা, তাহারও অধিক সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এই নিরতিশয় বিপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইয়াও তিনি তাঁহার স্বর্গগত পতির জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আপনার পিতৃরাজ্যে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি জানিতেন যে, তাঁহাদের একমাত্র কন্যা ইংলণ্ডে থাকিয়া ইংরাজ ভদ্রমহিলার উপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হন ইহা তাঁহার স্বামীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এবং এই কারণেই, মৃত পতির মুখ চাহিয়া, তিনি জর্ম্মাণদেশে যাইয়া বিবিধ সুখ ও শান্তি উপভোগ করা অপেক্ষা অপরিচিত ইংলণ্ডে একরূপ নির্ব্বাসন-যাতনা সহ্য করা শ্রেয়স্কর মনে করিলেন। রাজ-বধূ লুইসার এই উদার সংকল্পে তাঁহার গভীরা পতিভক্তি ও ঐকান্তিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরে রাজ-বধূ লুইসা স্বয়ং এক দিন এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আমার সন্তান, জন্মের কতিপয় মাস পরেই, পিতৃহীন হইল এবং আমি অনাথা হইলাম। আমরা সহসা এই অপরিচিত দেশে অসহায় ও একরূপ বন্ধুহীন অবস্থায় নিপতিত হইলাম। আমি তখন এদেশের ভাষা পর্য্যন্ত জানিতাম না। কিন্তু এই ভীষণ অবস্থায় ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে আমি একবারও ইতস্ততঃ করিলাম না। আমি আমার স্বদেশ, আমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন, এবং অপরাপর সমুদায় কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে সেই এক কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত হইলাম, যাহা পরে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল।"

যাঁহারা ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুমধুর জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন এই চরিত্রবতী রমণী কিরূপ একাগ্রতা সহকারে এই গুরুতর কর্ত্তব্যসাধন করিয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহার এই সাধুচেষ্টা তাঁহার গুণবতী তনয়ার মহৎ জীবনে বিশেষ ফলবতী হইয়াছে।

কালক্রমে রাজ-বধূ লুইসার এই গুরুতর কর্ত্তব্যভার সমধিক গুরুতর হইতে লাগিল। রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই তাঁহার পিতা তৃতীয় জর্জ্জ পরলোক গমন করিলেন। ইহার অল্প দিন পরে তাঁহার

ভ্রাতা ডিউক অব্ ইয়র্কের পত্নীও নিঃসন্তান পরলোকগতা হইলেন। সুতরাং ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসন ক্রমেই রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ডিউক অব ক্লেরেন্সের একটী কন্যা জাত হয়। এই রাজকুমারী জীবিত থাকিলে কালে ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইতেন। কিন্তু শৈশব-দোলাতেই তাঁহার জীবন-লীলা পরিসমাপ্ত হওয়াতে, পুনরায় রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ইংরাজ-সিংহাসনের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যে পরিমাণে ভবিষ্যতে তাঁহার ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ঠিক্ সেই পরিমাণে তাঁহাকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিতা করিবার যে গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার তাঁহার অসহায়া মাতার মস্তকে অর্পিত ছিল, তাহারও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তিন বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া দ্বিতীয়বার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। একদা শকটারোহণে মাতার সঙ্গে কেন্‌সিংটন রাজ-উপবনে ভ্রমণ করিবার সময় দৈব দুর্ঘটনায় রাজকীয় শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার ক্ষুদ্র মস্তকে পড়িবার উপক্রম হয়। ঈশ্বরকৃপায় নিকটস্থ একজন সৈনিক পুরুষ রাজকুমারীর বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক চক্ষের পলকে তাঁহাকে শূন্যে উত্তোলন করিয়া এই বিপদ হইতে মুক্ত করিলেন।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া শৈশব জীবনের অধিকাংশ সময় কেন্‌সিংটন রাজপ্রাসাদেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাজকুলোচিত বিলাসিতা এবং জাঁক জমক এই রাজপ্রাসাদে ঐ সময়ে প্রায় দৃষ্ট হইত না। দেশের ভদ্র সাধারণে যেরূপ ভাবে গৃহ-কর্ম্ম সমুদায় নিষ্পন্ন করেন, রাজ-বধূ লুইসা তাঁহার সৌভাগ্যশালিনী তনয়াকে লইয়া ঠিক্ সেই ভাবে এই রাজপ্রাসাদে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা প্রতিনিয়ত কেবল আমোদ-কোলাহলের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। অদ্য নৃত্য, কল্য রঙ্গালয়ে নাটকাভিনয়, পরশ্ব ভোজ, চতুর্থ দিবসে গীতাভিনয়, এইরূপে অবিশ্রান্ত আমোদ-স্রোতে ভাসিয়া তাঁহাদের দিন কাটিয়া যায়। তাঁহাদের পক্ষে বিরামদায়িনী রজনী বিশ্রাম ও নিদ্রার কাল নহে, কিন্তু প্রধানতঃ আমোদ আহ্লাদের কাল। জর্ম্মাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে নিশার গভীর নিস্তব্ধতা এইরূপ অশ্রান্ত আমোদ-কোলাহলে নিয়ত বিনষ্ট হয় না। রাজ-বধূ লুইসা জর্ম্মাণদেশীয়া, সুতরাং ইংরাজ সমাজের এই আমোদ-স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে অনভ্যস্তা ছিলেন। অতএব তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যে এই ঘোরতর আমোদ-প্রিয়তা বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু যে সকল গার্হস্থ্য নিয়ম অবলম্বিত হইলে শরীরের সুস্থতা,

প্রাণের উত্তম, হৃদয়ের কোমলতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষিত হয়, তৎসমুদায়ই রাজ-বধূ লুইসার ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নিয়মিত কালে আহার, নিয়মিত কালে শয়ন, যথাসময়ে নিয়মিত মত ব্যায়াম ও অধ্যয়ন, এই সকল কার্য্য নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুকের সঙ্গে এমন ভাবে মিশ্রিত হইয়াছিল যে এই ক্ষুদ্র রাজ-পরিবারের মত এমন সুন্দর ও প্রণালীবদ্ধরূপে কোনও উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র-পরিবারে সংসারের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহিত হইত কি না, সন্দেহের কথা।

রাজ-বধূ লুইসা আপনার প্রিয়তমা তনয়ার শৈশব-শিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকা হইতে দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিনি রাজ-কুমারী ভিক্টোরিয়াকে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। তিনি জানিতেন যে, জীবনে সচ্চরিত্রই সর্ব্বপ্রকার সুখ ও সম্মানের নিদান, তাই অতি শৈশবকাল হইতেই যাহাতে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার জীবনে সুনীতির বীজ রোপিত হইতে পারে,—শৈশবদোলা হইতেই যাহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়-মনের গতি ধর্ম্ম ও পবিত্রতার দিকে প্রধাবিত হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তাঁহার এই চেষ্টা বিশেষ ফলবতীও হই-

য়াছিল। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার কোমল চরিত্র শিশুকাল হইতেই,সৌজন্য, উদারতা,সত্যনিষ্ঠা,এবং সহৃদয়তা প্রভৃতি পরম মনোহর গুণরাশি দ্বারা বিভূষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ এই সকল মহৎ গুণ তাঁহার পিতা মাতার চরিত্রে বিশেষ ভাবে বিকশিত হইয়াছিল বলিয়া, বর্ষাসমাগমে সরোবরে মনোরম মরাল-রাজির মত তাহারা আপনা হইতেই যেন রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার বাল্যজীবনে আসিয়া উদিত হইয়াছিল।

অতি শিশু কাল হইতেই রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া লোকের সস্মিত অভিবাদন লাভ করিতে ভাল বাসিতেন। পঞ্চদশ মাস বয়ঃক্রম কালেও কেহ তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি নবোদ্গত দন্তরাশির বিমল শুভ্র আভা বিকশিত করিয়া পরম আনন্দে হাস্য করিতেন এবং আধ আধ স্বরে "গুড্ মর্ণিং" (good morning) প্রভৃতি অভিবাদন-সূচক বাক্য উচ্চারণ করিতেন। কখনও বা প্রজাগণের চুম্বন লাভ করিবার জন্য বক্র হাসি হাসিয়া আপনার সুকুমার হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিতেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিশু রাজকুমারীর এই শৈশব-ভাব সুশিক্ষাগুণে, সৌজন্য দ্বারা বিভূষিত হইয়া, পরম শোভা ধারণ করিতে লাগিল। যখন যে তাঁহাকে অভিবাদন করিত, তখনই তিনি তাহার প্রত্যভিবাদন করিতেন। বাল্য-জীবনেও

তাঁহার আচার আচরণে এই সকল শিষ্টাচারের অভাব দৃষ্ট হইত না।

অতি শৈশব হইতেই তাঁহার গভীর সত্যানুরাগেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। ফলতঃ বাল্য-জীবনেই অসত্যাচরণ তাঁহার এমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহার জ্ঞাতসারে অপর কাহারও কোনও প্রকারের অসত্য কথা বলা সাধ্যায়ত্ত ছিল না। একদা প্রাতঃকালে বাল-স্বভাব-সুলভ-চপলতা নিবন্ধন, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া বিদ্যাভ্যাসে নিতান্ত অমনোযোগিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে লেজেন্ নাম্নী জনৈকা উচ্চবংশীয়া ভদ্রমহিলা তাঁহার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। রাজকুমারীর দুরন্ত ব্যবহারের কথা রাজ-বধূ লুইসার কর্ণে পৌঁছিল; তিনি অমনি তনয়ার অধ্যয়নের তত্ত্বাবধান করিতে আসিলেন। ভিক্টোরিয়া কিরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিলে, শিক্ষয়িত্রী বলিলেন যে, "রাজকুমারী তাঁহাকে কেবল মাত্র একবার কিছু বিরক্ত করিয়াছিলেন।" কিন্তু এই কথা শুনিবামাত্র রাজকুমারী অতি মৃদুভাবে শিক্ষয়িত্রীর বাহু স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "না লেজেন্, দুইবার;—তোমার কি মনে নাই?" সত্য-প্রিয়তা এই বালিকার কোমল চরিত্রের এমন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইয়াছিল যে, তাহার অনুরোধে তিনি আপনার বিরুদ্ধে

আপনি অযাচিত ভাবে সাক্ষ্য দান করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার পিতার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল ছিল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জন্য উপযুক্ত জীবনোপায় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, প্রত্যুত সমূহ ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চরম-পত্র দ্বারা তিনি যে সামান্য সম্পত্তি আপনার প্রিয়তমা পত্নী ও বালিকা কন্যার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন; বিবেকের অনুরোধে, আপনারা সুখ সচ্ছন্দে থাকা অপেক্ষা স্বর্গগত পতিকে ঋণ মুক্ত করা শ্রেয়স্কর মনে করিয়া, রাজ-বধূ লুইসা সে সামান্য সম্পত্তিও পতির উত্তমর্ণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার উচ্চ পদ ও সম্মানের সঙ্গে যে তাঁহার আর্থিক অবস্থার সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য ছিল, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ তাঁহার ভ্রাতা রাজা লিওপোল্‌ডের অসঙ্কোচ অর্থ-সাহায্য না পাইলে সংসারের দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত। সুতরাং রাজ-বধূ লুইসাকে অসাধারণ আত্মসংযম ও নৈপুণ্য সহকারে আপনার পরিবারের ব্যয় সঙ্কুলন করিতে হইত। এমন কি যিনি আজ সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী, তাঁহাকেই শৈশবে অর্থাভাবে সময়ে সময়ে বিশেষ সঙ্কুচিত থাকিতে হইত।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া আপনার ইচ্ছামত ব্যয় করিবার জন্য মাতার ক্ষীণ অর্থাধার হইতে প্রতিমাসে কিঞ্চিৎ বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু যাহাতে তিনি এই বৃত্তির অতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও ব্যয় না করেন, তৎপ্রতি তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতা সর্ব্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। একদা রাজ-পরিবারের বন্ধুবান্ধবদিগকে উপহার দিবার জন্য বাজারে যাইয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া অনেকগুলি দ্রব্যজাত মনোনীত করিলেন। এক দুই করিয়া এই সকল দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া দেখা গেল যে, শেষ নির্ব্বাচিত উপহারটী ক্রয় করিতে গেলে তাঁহার বৃত্তির অতিরিক্ত ব্যয় হয়। বিক্রেতা সেটীও অপরাপর দ্রব্যজাতের সঙ্গে বাঁধিয়া দিতেছে দেখিয়া রাজকুমারীর শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "রাজকুমারীর ঐটী কিনিবার অর্থ নাই।" বিক্রেতা তথাপি তাহা ধারে বিক্রী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু রাজকুমারী তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন না; তবে সে যদি ঐ দ্রব্যটী তাঁহার জন্য তুলিয়া রাখে, তাহা হইলে কিছু দিন পরে, তাঁহার আগামী মাসের বৃত্তি পাইলে, তিনি আসিয়া তাহা ক্রয় করিতে পারেন,—এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। বিক্রেতা তাহাতেই সম্মত হইল এবং রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া যথা সময়ে আসিয়া আপনার মনোনীত দ্রব্যটী ক্রয় করিয়া লইলেন।

এইরূপে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া অতি শৈশব কাল

হইতেই আত্মসংযম শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই মহৎ গুণ যেমন আপনার জীবনে তিনি সদা সর্ব্বদা নিরতিশয় যত্ন সহকারে রক্ষণ ও পোষণ করিতেন, সেইরূপ অপরের চরিত্রেও ইহার যথাযথ বিকাশ দেখিলে তাঁহার প্রাণে নিরুপম আনন্দ হইত। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া কিঞ্চিৎ মণি-মুক্তাদি ক্রয় করিবার উদ্দেশে কোনও স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় আর একটী ভদ্রমহিলাও কিঞ্চিৎ অলঙ্কার ক্রয় করিতেছিলেন। একখণ্ড হীরক হার এই ভদ্র মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; কিন্তু তাহার মূল্য জিজ্ঞাসু হইয়া জানিলেন যে, এ হার ক্রয় করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তথাপি তৎপ্রতি বহুক্ষণ সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অবশেষে তদপেক্ষা অল্প মূল্যের একখণ্ড হার লইয়া চলিয়া গেলেন। বালিকা রাজকুমারী এই ভদ্র মহিলাটীকে বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার এই আত্মসংযম দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। ভদ্র মহিলাটী দোকান পরিত্যাগ করিয়া গেলে, রাজকুমারী স্বর্ণকারের নিকট তাঁহার পরিচয় পাইয়া সেই বহুমূল্য হীরকহার তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে দোকানীকে আদেশ করিলেন এবং তৎসঙ্গে স্বনাম স্বাক্ষরিত একখানি ক্ষুদ্র লিপিতে তাঁহার আত্মসংযম ও পরিণামদর্শিতা দর্শনে তিনি

নিরতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই উপহার প্রদান করিতে-ছেন, ইহা লিখিয়া পাঠাইলেন।

রাজ-বধূ লুইসা একদিকে যেমন আপন তনয়ার চরিত্রে সর্ব্বপ্রকার সদ্ভাব ও সুনীতির বীজ বপন করিতে-ছিলেন, অপর দিকে ঠিক্ সেইরূপ আগ্রহ এবং বিচক্ষণতা সহকারে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বলবিধানেও বিশেষ যত্নবতী ছিলেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে প্রতি-দিন প্রাতঃ সন্ধ্যা দুই বেলা অঙ্গ সঞ্চালনার্থ পদব্রজে কিম্বা অশ্বপৃষ্ঠে রাজবাটীর প্রমোদ-উদ্যানে ভ্রমণ করিতে হইত। তদ্ব্যতীত তাঁহার কতিপয় পুষ্পবৃক্ষ ছিল; এই সকল বৃক্ষে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে জল সেচন করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল। তিনি প্রতিদিন অপরাহ্নে ক্ষুদ্র জলপাত্র হস্তে লইয়া এই সকল পুষ্পবৃক্ষে জল সিঞ্চন করিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন।

অতি শৈশব হইতেই রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। সাধারণতঃই শিশুগণের কুতূহল প্রবৃত্তি বলবতী থাকে। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার শৈশব জীবনেও এই প্রবৃত্তি নিরতিশয় বলবতী ছিল। বিদ্যাভ্যাসের সময়,—"এ পুস্তক পড়িলে কি উপকার হইবে?" "ঐ বিষয় অধ্যয়নের সার্থকতা কি?"—এই সকল প্রশ্ন তুলিয়া বালিকা ভিক্টোরিয়া আপনার বাল্য-

শিক্ষকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এমন কি, মানসিক চপলতা নিবন্ধন প্রথম প্রথম প্রণালীগত অধ্যয়নের প্রতি আপনার গভীর অনিচ্ছা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্রমে এই অনিচ্ছা দূরীভূত হইয়া, বিদ্যালাভে তাঁহার মতি জন্মিতে লাগিল।

তখনও জর্ম্মাণদেশের নব প্রচারিত কিণ্ডারগার্টণ শিক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই;—ক্রীড়া কৌতুকের মধ্য দিয়া নানা উপায়ে কিরূপে বিবিধ জ্ঞানের দ্বারা শিশুগণের কোমল প্রাণ পরিপূর্ণ করিতে হয়, সে তত্ত্ব তখনও সুন্দররূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু অপরাপর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি শিশুদিগের মত, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াও আপনার বাল্য জীবনে এই সত্য বহুলরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন। ছবি এবং অন্যান্য কৌতুকজনক বস্তু ও দৃশ্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, এবং ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া নানা প্রকারের জীবদেহ ও জীব-প্রতিকৃতি প্রভৃতি দেখিতে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। এই সকল হইতে, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া শৈশবেই জীবতত্ত্বাদি সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

রাজ-বধূ লুইসা তনয়ার সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা ও উন্নতি বিধানে সতত যত্নবতী ছিলেন। সাধারণতঃ উচ্চ বংশীয়া ইংরাজ বালিকাগণকে বাদ্যগীতি, সূচিকার্য্য, ও অপরাপর

বাহ্যিক কার্য্যপটুতা শিক্ষা দিয়াই পিতা মাতা আপনাদের সমুদায় কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করেন। বুদ্ধিমতী লুইসা তাহা মনে করিতেন না। যাহাতে তাঁহার প্রিয়তমা তনয়ার বুদ্ধি বৃত্তি প্রখরা হয়, হৃদয় উদার হয়, চরিত্র ধর্ম্ম ও নীতির অনুগত হয়, এবং সর্ব্বপ্রকারে যাহাতে তিনি আপনার উচ্চ পরিবারের ও উচ্চ পদের উপযুক্তা হন, তাঁহার গুণবতী জননী গভীর একাগ্রতা সহকারে সতত সেই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতেন।

শৈশবেই রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার বলবতী ইচ্ছাশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কোনও সংকল্প করিলে তাহা হইতে তাঁহাকে চ্যুত করা বড় কঠিন ব্যাপার ছিল। একদা পিয়েনো যন্ত্রে বাদ্য শিক্ষা করিতে তাঁহার অত্যন্ত অনিচ্ছা হইল। শিক্ষয়িত্রী নানা ভাবে তাঁহার এই অনিচ্ছা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া, অবশেষে কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "রাজকুমারী, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ব্যতীত সহজে এই যন্ত্রে দখল লাভ করা যায় না।" রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার আশ্চর্য্য উপস্থিত-বুদ্ধি ছিল। তিনি অমনি পিয়েনোটী বন্ধ করিলেন এবং তাহার চাবিটী আপনার করতলস্থ করিয়া বলিলেন, "এই দ্যাখ কেমন সহজে আমি ইহাকে দখল করিয়াছি।" শিক্ষয়িত্রী পরাস্থ হইলেন। কিন্তু রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া

কিয়ৎক্ষণ পরে আপনা হইতেই বাদ্য-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার এই বলবতী ইচ্ছা-শক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য রাজ-বধূ লুইসা বিশেষ যত্ন করিতেন। রাজকুমারীর মানসিক প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশে, অতি শিশুকাল হইতেই কি অধ্যয়নে, কি আমোদ প্রমোদে, কোনও বিষয়ে একটী কাজ একবার আরম্ভ করিলে তাহা শেষ না করিয়া তাঁহাকে কখনও কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া হইত না। একদা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া রাজপ্রাসাদ-সংশ্লিষ্ট প্রমোদ-উদ্যানে শুষ্ক দুর্ব্বাদল লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। এই ক্রীড়া শেষ হইবার পূর্ব্বেই, সহসা তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া গেল। কিন্তু এই অর্দ্ধ-নির্ম্মিত দুর্ব্বাদল-স্তূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ক্রীড়ান্তরে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া, তাঁহার বুদ্ধিমতী জননী আরব্ধ ক্রীড়া সমাপন না করিয়া তাঁহাকে ক্রীড়ান্তরে যাইতে নিষেধ করিলেন। মাতৃ আজ্ঞায় রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াও অগ্রে আরব্ধক্রীড়া সমাপন করিয়া পরে ক্রীড়ান্তর অন্বেষণে গমন করিলেন।

আজি কালি শিশু-শিক্ষার যে সকল বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার শৈশবকালে তাহা প্রচলিত হয় নাই। অথচ আজি কালি

হার্বার্ট স্পেন্সার্ প্রভৃতি গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শিশু-শিক্ষার যে উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রচার করিতেছেন, সেই প্রাচীন সময়েও ভিক্টোরিয়ার মাতা যে তনয়ার শিক্ষাকার্য্যে ঠিক্ সেই সকল উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্ত্বা ও চিন্তাশীলতার প্রচুর প্রমাণ।

ভিক্টোরিয়ার পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে পার্লেমেণ্ট মহাসভার নিয়োগানুসারে রাজ-বধূ লুইসাও তনয়ার শিক্ষাকার্য্যের ব্যয়সংকুলনার্থ বার্ষিক ষষ্টি সহস্র মুদ্রা বৃত্তি পাইতে আরম্ভ করেন। পাদ্রি ডেভিস্ রাজকুমারীর শৈশব-শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি উচ্চশ্রেণীর রাজকীয় ধর্ম্মযাজক ছিলেন না বলিয়া, রাজকুমারীর পরিবারবর্গ এই গুরুতর কার্য্যে তাঁহা অপেক্ষা উচ্চপদস্থ কোনও ধর্ম্মযাজককে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ডেভিস্ অতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার যেমন চরিত্রের মহত্ত্ব, সেইরূপ বিদ্যাবত্ত্বাও ছিল। সুতরাং রাজ-বধূ লুইসা তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর কোন ব্যক্তিকে তনয়ার শিক্ষক নিযুক্ত করিতে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, "যদি রাজকুমারীর একজন উচ্চপদস্থ শিক্ষকের নিতান্তই প্রয়ো-

জন হয়, তবে অপর কোনও ব্যক্তিকে তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত করিতে না বলিয়া পাদ্রি ডেভিসের পদোন্নতি করিয়া দিলেই ভাল হয়।" রাজমন্ত্রী আর্ল গ্রে রাজ-বধূর এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া তাহাই কার্য্যে পরিণত করিলেন।

শ্রীমতী লেজেনের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গুণবতী রমণী রাজকুমারীর অতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং এখনও তিনি পাদ্রি ডেভিসের সহযোগিণী রহিলেন। ইহাঁরা উভয়েই অতি উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন; এবং রাজ-বধূ লুইসা, শ্রীমতী লেজেন, ও পাদ্রি ডেভিস্ ইহাঁরা তিনজনেই প্রথমতঃ বালিকা ভিক্টোরিয়ার শৈশব চরিত্র গঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এইরূপে তিনজন অতি উপযুক্ত শিক্ষকের অধ্যাপনা ও তত্ত্বাবধান গুণে ছয় বৎসরকাল মধ্যে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন করিলেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃই নিরতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল এবং সৎশিক্ষা গুণে তিনি একাদশ বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে বিবিধ ভাষা শিক্ষা, ও বিবিধ শাস্ত্রে সুন্দর জ্ঞান লাভ করিলেন। এই অল্প বয়সেই তিনি ফরাসী ও জর্ম্মাণ ভাষায় অনর্গল কথা বার্ত্তা কহিতে পারিতেন। ইতালীয় ভাষায়ও তাঁহার একরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। ল্যাটিন

ভাষায় তখন তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবি ভর্জ্জিলের গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং গ্রীক ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গণিত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ মতি জন্মিয়াছিল; এবং সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় তিনি এই অল্প বয়সেই বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

শিশুকাল হইতেই রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বড় মোহিত হইতেন। লতা, পাতা, ফুল, পল্লব, এই সকলের প্রতি তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের যেন স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ ছিল। এই স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি তাঁহার মাতার শিক্ষাগুণে যথাযথরূপে বিকাশও পাইয়াছিল। রাজকুমারীর পত্র পুষ্পের প্রতি এই স্বাভাবিক অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার সুযোগ্য মাতুল রাজকুমার লিওপোল্‌ড তাঁহাকে উদ্ভিদ বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তখনও রাজকুমার লিওপোল্‌ড বেলজিয়মের সিংহাসন আরোহণ করেন নাই। ইনি উদ্ভিদ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ক্লেরমোণ্ট রাজবাটীর পুষ্পোদ্যানের সাহায্যে ক্রীড়াচ্ছলে ভাগিনেয়ীকে পত্র পুষ্পাদি সম্বন্ধে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন।

রাজ-বধূ লুইসা সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে উপযুক্তরূপে তনয়ার ধর্ম্ম শিক্ষাও হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এই উদ্দেশে তাঁহার নিয়োগানুসারে

প্রতিদিন প্রাতে পাদ্রি ডেভিস্ সর্ব্বাগ্রে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাইবেল শিক্ষা দিতেন। তাঁহার নিষ্ঠাবান্ শিক্ষকের ও ধার্ম্মিকা জননীর জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ এবং জীবন্ত দৃষ্টান্ত হইতেও রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া শৈশবাবধিই ধর্ম্ম-জীবন শিক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজ-বধূ লুইসা কি একাগ্রতা সহকারে তাঁহার তনয়ার প্রাণে ধর্ম্মভাব মুদ্রিত করিতে চেষ্টা পাইতেন, জনৈক ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্রী তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার শিশুকালে এই লেখিকা ক্লেরমোণ্ট রাজবাটীর নিকটে বাস করিতেন, এবং রাজ-বধূ লুইসার পরিবারবর্গের সঙ্গে এক উপাসনালয়ে প্রতি রবিবারে উপাসনা করিতেন। একদা উপাসনা-মন্দিরে উপাসনাকালে একটী বোল্‌তা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সুকুমার মুখখানির চতুষ্পার্শ্বে ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিয়া সেই দিকে এই গ্রন্থকর্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কি জানি দুরন্ত বোল্‌তা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার মুখে হুল ফুটাইয়া দেয়, এই ভয়ে তিনি একটুকু উৎকন্ঠিতও হইলেন। কিন্তু রাজকুমারীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, এই বোল্‌তার প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি অনিমেষ লোচনে, একাগ্রমনে ধর্ম্মযাজকের মুখের দিকে চাহিয়া

আছেন। এই ধর্ম্মযাজক রাজকুমারীর সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন, এবং তাঁহার মুখচ্ছবিতেও এমন কিছু ছিল না, যাহাতে বালিকা ভিক্টোরিয়ার মন তৎপ্রতি এরূপ গভীর একাগ্রতা সহকারে আকৃষ্ট হইতে পারে। লেখিকা রাজ-কুমারীর এই নিবিষ্টচিত্ততা ও অনিমেষ দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু পর দিবস রাজবাটীর একটী ভদ্র মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিলেন যে, প্রতি রবিবারে উপাসনার পরে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে মাতার নিকট উপাসনালয়ে প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশের সার মর্ম্ম পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইত, এবং তজ্জন্যই তিনি ঐরূপ একাগ্রতা সহকারে এই ধর্ম্মযাজকের উপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন।

উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর হস্তে কন্যার শিক্ষা-ভার অর্পণ করিয়াই রাজ-বধূ লুইসা নিশ্চিন্ত হইলেন না। স্বয়ং প্রতিদিন তাঁহাদের অধ্যাপনা কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। তদ্ব্যতীত রাজকুমারীর দৈনিক পাঠ প্রভৃতির দিনলিপি নিয়মিত মতে লিখিত হইত। মাসান্তে তাঁহার মাতুল রাজা লিওপোল্ড এই দিনলিপি-পুস্তক দেখিয়া কিরূপে প্রিয়তমা ভাগিনেয়ীর শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিতেন।

অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে সর্ব্ব প্রথমে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার কোমল প্রাণ শোক-বিদ্ধ হয়। আপনার

পিতৃব্যদিগের মধ্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ডিউক অব্ ইয়র্ক এবং পিতৃব্য-পত্নীগণের মধ্যে ডিউক অব্ ক্লেরেন্সের সহধর্ম্মিণী রাজ-বধূ এডিলেডের প্রতি বালিকা ভিক্টোরিয়ার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ডিউক অব্ ইয়র্ক সম্বন্ধে কথিত আছে যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এড্‌ওয়ার্ডের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার শোক-সন্তপ্ত বিধবাকে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রদান করিবার জন্য তিনি তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইলে, ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে আপনার পিতা ভাবিয়া তাঁহার ক্রোড়ে যাইবার জন্য আপনার ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই স্বাভাবিক অনুরাগ দর্শনে ডিউক অব্ ইয়র্কও তাঁহার প্রতি নিরতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং সেই দিন হইতে সন্তানোপম স্নেহ-সহকারে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে আদর ও যত্ন করিতেন। ডিউক অব ইয়র্ক মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে, ভিক্টোরিয়া প্রতিদিন তাঁহার জন্য একটী স্বহস্ত-রচিত পুষ্পগুচ্ছ লইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন এবং ইহাঁর মৃত্যুতে তাঁহার কোমল প্রাণ জীবনে এই সর্ব্ব প্রথম শোকাহত হইয়াছিল।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ক্রমে গভীরতর বিষয়-সমূহ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। অতি অল্প কাল মধ্যেই ইতিহাস পাঠে

তাঁহার বিশেষ মতি জন্মিল। স্বীয় মাতৃভূমির ইতিহাস পাঠে বালিকা রাজকুমারীর এরূপ গভীর আগ্রহ হইয়াছিল যে, তৎসম্বন্ধে কেবল মুদ্রিত পুস্তক পড়িয়া আর তাঁহার তৃপ্তি হইল না। কিন্তু তিনি হস্ত-লিখিত অতি প্রাচীন পুথি সকল হইতে ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসের বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মাতৃভূমির প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া মাতার সঙ্গে ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া তাহার ভূগোল বৃত্তান্ত বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের যে সকল নগরনগরী প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ,রাজবধূ লুইসা সর্ব্বাগ্রে আপনার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি তনয়াকে লইয়া সেই সকল স্থান পরিদর্শন করিলেন। যে সকল নগরনগরী ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা বর্ত্তমানে খ্যাতাপন্ন হইয়াছে, ক্রমে তৎসমুদায়ও বালিকা রাজকুমারীর বিশেষরূপে দেখা হইল। এতদ্ব্যতীত রাজ-বধূ লুইসা দেশের উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকগণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তনয়াকে সামাজিক রীতি নীতি, শিষ্টাচার ও সভ্যতার নিয়মাদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার শৈশব-শিক্ষা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, রাজ-বধূ লুইসা নিরতিশয় যত্ন ও আগ্রহ সহকারে সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

রাজা চতুর্থ জর্জ্জের রাজদরবারে সুনীতি ও ধর্ম্মের মান বড় রক্ষিত হইত না বলিয়া, তনয়ার চরিত্রের ভবিষ্য উন্নতি লক্ষ্য করিয়া রাজ-বধূ লুইসা রাজকুমারী ভিক্টো-রিয়াকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের রাজদরবারে প্রায় লইয়া যাইতেন না। ফলতঃ চতুর্থ জর্জ্জের রাজদরবারে রাজ-কুমারী ভিক্টোরিয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সর্ব্ব প্রথমে গমন করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে স্পেনের বালিকা মহারাণী তৃতীয় মেরী ইংরাজ রাজ-দরবারে আতিথ্য গ্রহণ করিলে, তাঁহার সম্মানার্থ যে নৃত্য হয়, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার জীবনের মধ্যে কেবল মাত্র দুই তিন বার কুমারী ভিক্টোরিয়া জ্যেষ্ঠতাতের নীতি-হীন ও জঘন্য দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রাজ বধূ লুইসা কিরূপ একাগ্রতা সহকারে আপনার তনয়ার শৈশব শিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন, কিরূপ ঐকা-ন্তিক নিষ্ঠা সহকারে তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনে সর্ব্বপ্রকার সদ্ভা-বের বীজ বপন করিয়া দিয়াছিলেন, কিরূপ অবিশ্রান্ত যত্ন সহকারে বালিকা ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে এই সকল সদ্ভাব ও সদ্‌প্রবৃত্তির অঙ্কুর সকলকে পূর্ণ বিকশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের ব্যবস্থাপক-সমাজ, মহাসভা

পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ একরূপ একবাক্যে পরে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ইংরাজ রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে রাজ-মাতা লুইসার রাজকীয় বৃত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য পার্লেমেণ্ট মহাসভার সমক্ষে একটী প্রস্তাব উপস্থিত হয় এবং তদুপলক্ষে তদানীন্তন রাজমন্ত্রী বলিয়াছিলেন, "কেবল যে রাজ-মাতা লুইসা ব্যক্তিগত চরিত্র গুণে এই মহাসভার এবং ইংলণ্ডের জন সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি যে ভাবে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অধীশ্বরীর বাল্য-শিক্ষা বিধান করিয়াছেন, অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইয়াও তিনি যে ভাবে তাঁহার শৈশব জীবনের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, তজ্জন্যও এই মহাসভার সভ্যগণ এবং দেশের সর্ব্ব সাধারণে তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।"

এই উপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ সার রবার্ট পিল্ বলিয়াছিলেন;—"যখনই রাজ-বধূ লুইসার চরিত্র সম্বন্ধে মহাসভায় কোনও কথা উঠিয়াছে, তখনই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধা তনয়ার শিক্ষা কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য আমি তাঁহাকে সরল ও গভীর কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিয়াছি। তিনি আদর্শ জননী রূপে এই গুরুতর কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। যখন শিশু রাজকুমারীর চরিত্র গঠনার্থ রাজকীয় দরবারের

আমোদ কোলাহল হইতে তাঁহার দূরে থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তখন তিনি তাঁহাকে এই সকল হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। আবার রাজকুমারী কিঞ্চিৎ বয়স্কা হইলে যখন ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের খ্যাতাপন্ন লোকদিগের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হওয়া বাঞ্ছনীয় হইল, এবং যখন সংসারের রীতিনীতির অভিজ্ঞতা লাভ করা রাজকুমারীর শিক্ষা-বিধান ও চরিত্রগঠনার্থ আবশ্যক হইল, তখন তিনি তদনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য যথোচিত অর্থাদি ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।"

যে পরিবারে এরূপ বুদ্ধিমতী, ধাৰ্ম্মিকা এবং চরিত্রবতী রমণীর অধিষ্ঠান হয়, সে পরিবার ধন্য! যে সমাজে এমন সুমধুর রমণী-চরিত বিকশিত হয়, সে সমাজ ধন্য! যে দেশে এমন আদর্শ-জননীর সৃষ্টি হয়, সে দেশ ধন্য! এবং সর্ব্বোপরি যাঁহারা এমন জননীর গর্ভে জন্ম ধারণ করিয়া, তাঁহারই তত্ত্বাবধানাধীনে শিক্ষিত এবং বৰ্দ্ধিত হন, তাঁহারা পরম ধন্য! এই গুণবতী রমণীর কৃপায়, ইংলণ্ড ধন্য হইয়াছে, ইংরাজ সমাজ ধন্য হইয়াছে, ইংলণ্ডের রাজপরিবার ধন্য হইয়াছেন, এবং সর্ব্বোপরি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ধন্য হইয়াছেন!

তৃতীয় অধ্যায়।

সিংহাসন প্রান্তে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ জর্জ্জের পরলোক গমনে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক অব্ ক্লেরেন্স চতুর্থ উইলিয়াম উপাধি গ্রহণ করিয়া ইংরাজ রাজ-সিংহাসন অধিরোহণ করিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া একে-বারে ইংরাজ সিংহাসনের পীট-প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। ডিউক অব্ ক্লেরেন্স নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার সহধর্ম্মিনী রাণী এডিলেড্ জীবিত থাকিলেও, তাঁহার আর সন্তান লাভের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মে দিবসে রাজকুমারী ভিক্টো-রিয়া আপনার শৈশব জীবনের একাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষে পাদক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতার শিক্ষাগুণে এ পর্য্যন্ত তাঁহার ইংলণ্ডের রাজ সিংহাসনের অধিকারিণী হইবার যে আশু সম্ভাবনা আছে, তাহা জানিতে পারেন নাই। অনেক জননীই তনয়ার ভবিষ্যৎ পদ ও সুখ সৌভাগ্য মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, তাহার নিকট এই সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু অসময়ে আপনার ভবিষ্য ভাগ্য

জানিতে পারিলে, কি জানি রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার ক্ষুদ্র মস্তক ঘুরিয়া যায়, এই আশঙ্কায় রাজ-বধূ লুইসা অতি-সন্তর্পণে এই কথা কন্যার কর্ণের অগোচরে রাখিয়া-ছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ বর্ষে পাদক্ষেপ করিলে রাজ-বধু লুইসা কুমারী ভিক্টোরিয়াকে এই বিষয় জ্ঞাপন করা প্রার্থনীয় মনে করিলেন।

রাজ-কুমারীকে কিরূপ ভাবে এই গুরুতর কথা অব-গত করা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে দুইটী গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদা রাজকুমারী তাঁহার মাতার নিকটে বসিয়া, তাঁহার সুযোগ্যা শিক্ষয়িত্রীর নিকট ইংলণ্ডের ইতিহাস শিক্ষা করিতে-ছিলেন। পাঠচ্ছলে ইংরাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে কথা উঠিল। সম্ভবতঃ বুদ্ধিমতী লেজেন্ ইচ্ছা পূর্ব্বকই এই কথা তুলিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজকুমারী কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার বংশাবলী পরীক্ষা করিয়া শিক্ষ-য়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"আমার জ্যেষ্ঠতাত বর্ত্তমান মহারাজার মৃত্যুর পরে কে ইংলণ্ডের যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে ?"

লেজেন্ উত্তর করিলেন ;—"বর্ত্তমান মহারাজের মৃত্যুর পরে ডিউক অব্ ক্লেরেন্স সিংহাসন অধিরোহণ করিবেন।"

রাজকুমারী বলিলেন ঃ—"হাঁ, ইহা তো আমি জানিই ; কিন্তু তাঁহার পরে কে হইবে ?"

শিক্ষয়িত্রী এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমারি, আপনার অনেক পিতৃব্য আছেন।"

এই কথায় রাজকুমারী একটুকু অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার কপোল-দেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল এবং অতি গম্ভীর ভাবে সম্মুখস্থিত বংশাবলীর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন ; "হাঁ, আমার অনেক পিতৃব্য আছেন বটে, কিন্তু আমি এখানে দেখিতেছি আমার পিতা জ্যেষ্ঠতাত ডিউক অব্ ক্লেরেন্সের অব্যবহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, এবং আমি যাহা এখনই পড়িতেছিলাম তাহা হইতে আমার বেশ বোধ হয় যে, যখন তিনি এবং বর্ত্তমান মহারাজা উভয়েই পরলোক গমন করিবেন, তখন আমিই ইংলণ্ডের রাণী হইব।"

বালিকা রাজকুমারীর এই কথা শুনিয়া লেজেন্ নীরবে রাজ-বধূ লুইসার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া বলিলেন ঃ—

"প্রিয়তমা ভিক্টোরিয়া, আমরা প্রতিনিয়ত আশা করিতেছি যে, তোমার জ্যেষ্ঠতাতপত্নী ডচেস্ অব ক্লেরেন্সের একটী জীবিত সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে।

কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি তাহা না হয়, এবং তুমি যদি সেই অতি দূর দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাক, যে দিন আমাদের প্রিয়তম মহারাজা ও ডিউক অব্ ক্লেরেন্স ইহাঁদের উভয়েরই জীবন-লীলা পরিসমাপ্ত হইবে,তবে বাস্তবিকই,এই দেশের প্রচলিত রাজ-বিধি অনুসারে, তুমি তাঁহাদের উত্তরাধিকারিণী হইবে। কিন্তু এই ঘটনা এখনও এত সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত যে, তোমাকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য সতত যত্ন করিতে প্রোৎসাহিত হওয়া ব্যতীত অপর কোনও কারণে তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। তবে এই ঘটনা যদি কখনও ঘটে, তাহা হইলে ঈশ্বর করুন যেন তুমি মাতৃভূমির সর্ব্ব প্রকার সুখ সম্পদের নিদান এবং যে সিংহাসন আরোহণ করিবে তাহার উপযুক্ত ভূষণ হইতে পার!”

এই ঘটনার আর একটী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। রাজকুমারীর শৈশব-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী লেজেন্ এই বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং এই বিবরণটী তাঁহার প্রজা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় ইহাই সত্য। এই বিবরণ মতে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে নহে, কিন্তু দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে, রাজা চতুর্থ জর্জ্জের মৃত্যুর পরে, রাজা চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বকালে, তিনি

যে ভবিষ্যতে ইংরাজ-সিংহাসনের অধিশ্বরী হইবেন, এই কথা সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিয়াছিলেন।

রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ইংরাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে পর একদা শ্রীমতী লেজেন্ রাজ-বধূ লুইসাকে বলিলেন যে, এখন রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীত্বের বিষয় জ্ঞাপন করা বিধেয়। রাজ-বধূ লুইসা বুদ্ধিমতী শিক্ষয়িত্রীর প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অভিমত জ্ঞাপন করিলেন, এবং শ্রীমতী লেজেন্ রাজকুমারীর ঐতিহাসিক পাঠ্য পুস্তক মধ্যে একখণ্ড ইংরাজ-রাজবংশাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিলেন। যথাসময়ে এই পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া তন্মধ্যে এই অভিনব পুস্তিকা খণ্ড দর্শনে, রাজকুমারী বলিলেন, "আমি তো আর কখনও এইটী দেখি নাই?"

শ্রীমতী লেজেন্ বলিলেন—"এতদিন আপনার এইটী দেখা আবশ্যক বোধ হয় নাই।"

রাজকুমারী—"আমি দেখিতেছি আগে যতটা ভাবিয়াছিলাম, তদপেক্ষা আমি ইংরাজ সিংহাসনের অনেক নিকটে।"

শ্রীমতী লেজেন্—"রাজকুমারি, ইহাই ঠিক্।"

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন "অনেক শিশুই হয়ত এই কথা শুনিয়া গর্ব্বে

স্ফীত হইবে, কিন্তু তাহারা এই পদের বিষম গুরুত্ব জানে না। ইহাতে বাহাদুরী অনেক আছে বটে, কিন্তু দায়িত্ব তদপেক্ষা অনেক বেশী।”

এই বলিয়া রাজকুমারী শ্রীমতী লেজেনের হাত ধরিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন ;—“আমি এই পদের উপযুক্ত হইতে বিশেষ চেষ্টা করিব। আমি এখন বুঝিতেছি ল্যাটিন শিক্ষার জন্য তুমি আমাকে এত পীড়াপীড়ি করিতে কেন? আমার পিতৃস্বসা আগষ্টা এবং মেরী কখনও ল্যাটিন শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু তুমি আমাকে বলিতে ল্যাটিন ইংরেজি ব্যাকরণের পত্তনভূমি এবং তাহাতে অতি সুন্দর সুন্দর পদাবলী আছে ; আমি তাহা শুনিয়াই এই ভাষা শিখিতে যত্ন করিয়াছি ; কিন্তু এখন আমি ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতেছি। আমি এই পদের উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করিব।”

এই কথা শুনিয়া শ্রীমতী লেজেন্ বলিলেন ;—“কিন্তু আপনার পিতৃব্য-পত্নী রাণী এডিলেডের এখনও সন্তান ধারণের বয়স চলিয়া যায় নাই ; এখনও তাঁহার সন্তান জন্মিতে পারে এবং তাহা হইলে বর্ত্তমান মহারাজের মৃত্যুতে তাহারাই ইংরাজ সিংহাসনের অধিকারী হইবে।”

রাজকুমারী বলিলেন,—“যদি তাহাই হয়, তাহাতে আমি কখনও ভগ্নাশ হইব না। কারণ পিতৃব্যপত্নী

এডিলেড্ আমাকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহা হইতেই আমি জানি যে তিনি একটী শিশু সন্তান পাইলে বড়ই সুখী হইবেন।”

রাজা চতুর্থ উইলিয়াম ইংরাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে পর, তাঁহার মৃত্যু-কালে ভাবী-রাণী ভিক্টোরিয়া অপ্রাপ্ত বয়স্কা থাকিলে, তাঁহার বয়োপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত কিরূপে রাজকার্য্য পরিচালিত হইবে, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পার্লেমেণ্ট মহাসভায় তদুপযোগী একখণ্ড আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই বিধান অনুসারে রাজ-বধূ লুইসা রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া, রাজপরিবার ও রাজমন্ত্রী সমাজ হইতে নির্ব্বাচিত কতিপয় সভ্য লইয়া গঠিত একটী ক্ষুদ্র সহকারী সভার সাহায্যে, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার বয়োঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রাজকীয় সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ইহা স্থির হইল। রাজ-বধূ লুইসার উপর ইংরাজ সাধারণের কিরূপ গভীর আস্থা জন্মিয়াছিল, এই সময় ইহা বিশেষরূপে জানিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই উপলক্ষে বক্তার পর বক্তা পার্লেমেণ্ট মহাসভায় দণ্ডায়মান হইয়া, মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় রাজ-বধূ লুইসার আদর্শ জীবন ও পরম মনোহর চরিত্রের ভূয়সি প্রশংসা করিয়াছিলেন।

এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার কতিপয় মাস পরে ইংলণ্ডের ভাবী অধিশ্বরীর যথোপযুক্ত শিক্ষা বিধানার্থ

এবং তাঁহার উচ্চ পদ ও সম্মানোপযোগী চাল্ চল্তি রক্ষা করিয়া চলিবার উদ্দেশে পূর্ব্বোল্লিখিত ষষ্টিসহস্র মুদ্রার বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া পার্লেমেণ্ট রাজ-বধূ লুইসাকে এক লক্ষষষ্টিসহস্র মুদ্রার বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। এই হইতে তাঁহার অর্থকষ্ট কথঞ্চিৎ দূর হইল।

রাজা উইলিয়মের রাজদরবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চতুর্থ জর্জ্জের রাজদরবারের মত নিতান্ত জঘন্য না হইলেও, তথায় শিষ্টাচার ও ভদ্রতার নিয়ম সর্ব্বদা উপযুক্তরূপে প্রতিপালিত হইত না এবং তজ্জন্য রাজ-বধূ লুইসা আপনার তনয়াকে এই রাজদরবারের সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিবার অবসর ও সুযোগ প্রদান করেন নাই। রাজা চতুর্থ উইলিয়ম সিংহাসনারোহণ করিবার পূর্ব্বে নৌ-সেনাপতি ছিলেন এবং নাবিক-স্বভাব-সুলভ অশিষ্টা-চার ও অশ্লীলতা একরূপ তাঁহার চরিত্রের অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রধানতঃ এই কারণেই তাঁহার সঙ্গে বালিকা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার যাহাতে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা না জন্মে, রাজ-বধূ লুইসা তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী এডিলেড্ অতি-শয় সৎপ্রকৃতি ছিলেন, তাঁহার অমায়িকতা-গুণে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। আপনার কুটুম্বিণীগণ মধ্যে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াও রাণী

এডিলেড্‌কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। ভাসুর-পত্নীর সঙ্গে রাজ-বধূ লুইসারও বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং রাজদরবার হইতে অনেকটা দূরে থাকিয়াও রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া পিতৃব্য-পত্নী রাণী এডিলেডের সহবাস ও স্নেহ মমতা হইতে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন না।

এইরূপে রাজদরবার হইতে দূরে থাকিয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত উৎসাহ ও উত্তম সহকারে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নে ও বিবিধ জ্ঞান উপার্জ্জনে আপনার বহুমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী লেজেনের এবং পাদ্রি ডেভিসের অধ্যাপনাধীনে অধীত শাস্ত্র সমূহের সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী এখন বাদ্যগীতি, এবং নৃত্য-বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত ওয়েষ্টমিনষ্টার বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক মিঃ ষ্টুয়ার্ডের নিকট পাটীগণিত এবং হস্তলিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাজ-বধূ লুইসা তনয়া সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে দেশের ভাবী অধীশ্বরীর সবিশেষ অনেক জ্ঞান লাভের উপায় করিয়া দিলেন। তৎপর বৎসর রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া মাতার সঙ্গে ওয়াইট্ দ্বীপে গিয়া বহুদিন বাস করেন। এস্থান হইতে জননী সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডের সমুদ্র তীরবর্ত্তী প্রধান স্থানগুলি

পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া এই সকল স্থানের সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় অতিশয় মনোনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অশেষ জ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন। এইরূপে প্লাইমাউথ্ এবং টর-কোয়ে নামক নগরীদ্বয় পরিদর্শনকালে ইংলণ্ডের ভাবী অধিশ্বরী পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে নৌ-যুদ্ধাদি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই সময় রাজকুমারী আর একবার আসন্ন মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সমুদ্র-তরণীযোগে রাজ-বধূ লুইসা ভিক্টোরিয়া সমভিব্যাহারে এডিষ্টোন্ নামক স্থান হইতে আপনাদিগের ওয়াইট্ দ্বীপস্থ বাসভবনে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে, সহসা রাজকীয় তরণীর এক খণ্ড মাস্তুল ভগ্ন হইয়া যায়। এই সময়ে রাজকুমারী বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং ভগ্ন মাস্তুলখণ্ড তাঁহার মস্তকে পড়িবার উপক্রম হয়। চক্ষের পলকে রাজকীয়-তরণী-পরিচালক মিষ্টার সণ্ডার্স রাজকুমারীর নিকটে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহাকে একটী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে স্থাপন করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে মাস্তুলখণ্ড রাজকুমারী যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, ঠিক্ তথায় গিয়া পড়িল। সণ্ডার্স সাহেব ঐরূপ তাঁহাকে স্থানান্তরিত না করিলে এই প্রকাণ্ড কাষ্ঠখণ্ডের দুর্ব্বহ ভারে রাজকুমারীর সুকুমার

দেহলতা একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া যাইত। এই ভীষণ বিপদের আশঙ্কার মধ্যে রাজকুমারী নিরতিশয় দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাণের আন্দোলন একটুকু প্রশমিত হইলে, আপনার ভয়াবহ বিপদাপন্ন অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে আপনার উদ্ধার কর্ত্তাকে এই অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ইংলণ্ডের ভাবী অধীশ্বরীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্রই সণ্ডার্স সাহেবের পদোন্নতি হইল এবং পরে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ইংরাজ-রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে রাজদরবারে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সণ্ডার্স সাহেবের মৃত্যু হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই পরম উপকারী বন্ধুর বিধবা পত্নী ও অনাথ পরিবারের জন্য একটী উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন।

মাতার সুশিক্ষা গুণে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া শৈশব জীবনে প্রায় কোনও বিশেষ রোগ-যাতনা ভোগ করেন নাই। বস্তুতঃ আজি পর্য্যন্ত তাঁহার এই দীর্ঘ-জীবনে তিনি কেবল মাত্র শৈশব-সীমান্তে একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার পরে ওয়াইট দ্বীপ হইতে কেন্‌সিংটন রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া আপনার পঞ্চদশ জন্মোৎসবের কিছু দিন পূর্ব্বে

দারুণ জ্বর রোগে আক্রান্ত হন; কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় অনতিবিলম্বেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রাজপুরোহিত ক্যাণ্টারবারীর ধর্ম্মযাজক কর্তৃক প্রচলিত প্রথা অনুসারে রাজকুমারী খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁহার প্রাণের সরল ধর্ম্মভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রাজপুরোহিত মহাশয়ের ধর্ম্মোপদেশে তাঁহার হৃদয়ে গভীর ভাবের উদয় হইতে লাগিল; এবং যখন তিনি সংসারের অনিত্যতার উল্লেখ করিয়া, রাজকুমারীকে রাজার রাজা পরম প্রভু পরমেশ্বরের মুখ চাহিয়া আপনার জীবনের সমুদায় কর্ত্তব্য সাধন করিতে এবং বিপদ, প্রলোভন ও পরীক্ষার সময় ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে বিশ্বাস ভরে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন হৃদয়ের ভাব-বেগ আর সংবরণ করিতে না পারিয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া মাতার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া শিশুর মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই পবিত্র দৃশ্য দর্শনে উপাসনালয়ে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ও তাঁহার উন্নতমনা সহধর্ম্মিণী, কেহই চক্ষুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই।

রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ভ্রাতুষ্পুত্রী ও ভবিষ্য উত্তরাধিকারিণী রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে আপনার পরিবারে ও

রাজদরবারে সতত উপস্থিত দেখিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু রাজ-বধূ লুইসা তনয়ার চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থ, তাঁহার ভাবী মঙ্গলের মুখ চাহিয়াই রাজদরবারের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিতে চাহেন নাই। এই কারণে রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ভ্রাতৃ-বধূ লুইসাকে সদ্ভাবে দেখিতেন না। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার বুদ্ধিমতী জননীর উপর মহারাজের ক্রোধ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন কি তিনি ভিক্টোরিয়ার বয়োপ্রাপ্তির কিছুদিন পূর্ব্বে একদা এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ভ্রাতৃ-বধূকে অতি অভদ্র ভাষায় গালি দিয়াছিলেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার অন্যতম মাতুল সেক্স-কোবার্গাধিপতি ডিউক আর্নেষ্ট তাঁহার পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড পরিদর্শন করিতে আসেন। ইহাঁরা রাজ-বধূ লুইসার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, ইংলণ্ডে অবস্থানকালে কেন্‌সিংটন রাজবাটীতে বাস করেন। ইংরাজ রাজদরবার ইহাঁদিগের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁহার মাতুল-পুত্র রাজকুমার এল্‌বার্টের প্রথম পরিচয় হয়। এই প্রথম পরিচয়ের স্নেহ-বন্ধনই ক্রমে দৃঢ় হইয়া ইহাঁদিগকে পরিণামে পরম পবিত্র পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল।

ইহার বৎসর কাল পরে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৪এ মে দিবসে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার জীবনের অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। ইংলণ্ডের প্রচলিত রাজ-বিধি অনুসারে সাধারণ লোকে পূর্ণ একোবিংশতি বর্ষে প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গৃহীত হয়; কিন্তু রাজপরিবারের পক্ষে অষ্টাদশ বর্ষই বয়োপ্রাপ্তির বিধি-সম্মত কাল। অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ করিয়া রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া প্রাপ্ত-বয়স্কা হইলেন। দেশের ভাবী অধিশ্বরীর বয়োপ্রাপ্তিতে ইংলণ্ডে মহা মহোৎসব হইল। চতুর্দ্দিক হইতে প্রজাগণ রাজ-বধূ লুইসা এবং তাঁহার সুপ্রসিদ্ধা তনয়াকে রাশি রাশি অভিনন্দন পত্র অর্পণ করিল। রাজা চতুর্থ উইলিয়ম এবং রাজপরিবারের অপর সকলে হৃষ্টমনে, স্নেহভরে, এই শুভদিনে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে রাশীকৃত উপহার প্রদান করিলেন। মহারাজা দ্বি-সহস্রাধিক মুদ্রা মূল্যের একটী পিয়েনোযন্ত্র এই শুভ জন্মদিন উপলক্ষে রাজকুমারীকে উপহার প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত, রাজকুমারীর সংসারের কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার মহা-রাজের হস্তে ন্যস্ত করিলে, তিনি স্বকীয় অর্থাধার হইতে তাঁহাকে পার্লেমেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত বৃত্তির অতিরিক্ত আরো এক লক্ষ মুদ্রার একটী বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতে পারেন, এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন।

রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ভ্রাতৃ-বধূ লুইসার প্রতি নিরতিশয় অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে তাঁহার বুদ্ধিমতী জননীর আধিপত্য ও তত্ত্বাবধান হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রাণে অত্যন্ত বলবতী ছিল। এই কারণেই তিনি রাজকুমারীর গার্হস্থ্য কর্ম্মচারী নিয়োগের অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বার্ষিক এই এক লক্ষ মুদ্রার বৃত্তি দানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া পিতৃব্যের এই গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সসম্মানে তাঁহার প্রস্তাবিত বৃত্তি গ্রহণে অসম্মত হইলেন।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার বয়োপ্রাপ্তি উপলক্ষে ইংলণ্ডের রাজকীয় কার্য্যালয় প্রভৃতি এই দিবস বন্ধ রহিল। মহারাজের আবাসবাটী সেণ্ট্ জেম্স্ রাজপ্রাসাদে সায়াহ্নে এই উপলক্ষে একটী রাজকীয় ভোজ হইল। কিন্তু শারিরীক অসুস্থতা নিবন্ধন মহারাজ স্বয়ং এই ভোজে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী রাজ্ঞী এডিলেড্ও পতির রোগ-শয্যা-পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া এই রাজকীয় আমোদ প্রমোদে যোগ দান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। আহারান্তে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সম্মানার্থ নৃত্য হয়। এই উপলক্ষে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া জীবনের সর্ব্ব প্রথমে,

পূজনীয়া জননীর আসন অপেক্ষা উচ্চতর আসনে উপবেশন করিলেন। সাধারণ লোকদিগকে এই সকল সঙ্কোচজনক কার্য্য করিতে হয় না। কিন্তু রাজকীয় রীতি নীতি অনুসারে রাজন্যবর্গকে এই সকল নিয়মাদি প্রতিপালন না করিলে চলে না। আপনার গৃহে রাজ-বধূ লুইসা ভিক্টোরিয়ার মাতা,—মাতৃপ্রাপ্য সমুদায় পূজা ও সম্মানের অধিকারিণী। কিন্তু রাজকীয় ব্যাপার সমূহে,—রাজদরবারে তিনি প্রজা-সাধারণের সমতুল্য। সুতরাং সেখানে তনয়াকে উচ্চস্থান প্রদান করিয়া আপনি নিম্ন স্থানে না বসিলে চলিবে কেন?

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার বয়োপ্রাপ্তি উপলক্ষে লণ্ডনের নাগরিক সমিতি বা মিউনিসিপ্যালিটী রাজ-বধূ লুইসাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। এই অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তরে সর্ব্বাগ্রে, স্বর্গগত পতির মৃত্যুতে তাঁহার এবং তাঁহার প্রিয়তমা তনয়ার কি ক্লেশ হইয়াছিল, এবং সেই বিষম বিপন্ন অবস্থায় তিনি কিরূপভাবে রাজকুমারীর শিক্ষা-বিধান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া, রাজ-বধূ লুইসা বলিয়াছিলেন;—

"অনেক গুরুতর সমস্যায় নিপতিত হইয়াও আমি দেশের কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিশিতে ইচ্ছা করি নাই; এবং একদিকে যেমন আমি সকল রাজনৈতিক

দলাদলি হইতে দূরে রহিয়াছি, অপর দিকে সেইরূপ আপনার আচার ব্যবহারে দেশের জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিতে চেষ্টা করা যে তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য, এই কথা আমার তনয়ার প্রাণে বিশেষভাবে মুদ্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। নিয়মতন্ত্র রাজ্যের রাজ্ঞী স্বরূপ ইহাই তাঁহার উচ্চতম পার্থিব কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে, আমি তাঁহাকে এই শিক্ষা দিয়াছি। রাজকুমারীর উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, এবং এখন আমি একথা বলিতে পারি যে, যে কার্য্যভার তাঁহার মস্তকে অর্পিত হইবে, তাহা বহনে তাঁহার উপযুক্ততা নিশ্চয় প্রমাণিত হইবে। কারণ, সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া তিনি এইটী বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যে পরিমাণে কোনও দেশে ধর্ম্ম, জ্ঞান, এবং স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, ঠিক সেই পরিমাণে তাহার অধিবাসীগণ নিয়মানুগত, পরিশ্রমী ও ধনী হয়; এবং রাজার প্রাণে রাজকীয় অধিকার রক্ষার সঙ্গে ঠিক সমভাবে প্রজা সাধারণের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ইচ্ছাও বলবতী থাকা বিধেয়।"

অতঃপর রাজকুমারী ভিক্টোরিয়াকে একখণ্ড অভিনন্দন পত্র অর্পণ করা হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে রাজকুমারী অতি সরল ও সলজ্জ ভাবে, স্বাভাবিক সঙ্কোচ সহকারে বলিলেন;—

"আপনাদের এই সহৃদয়তায় আমি বিশেষ অনুগৃহীত

হইলাম; আমার মাতা ঠাকুরাণী এই সম্বন্ধে আমার মনের সমুদায় ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।"

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ মে দিবসে মহারাজা চতুর্থ উইলিয়মের জন্মতিথি উপলক্ষে যে উৎসব হয়, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া, আপনার অমায়িক আচার আচরণে রাজ-দরবারের সর্ব্বসাধারণকে নিরতিশয় প্রীত ও মোহিত করিয়াছিলেন। রাজকুমারী-রূপে ইংরাজ রাজদরবারে এই উপলক্ষেই তাঁহার শেষ অধিষ্ঠান হয়। ইহার কিছুকাল পরে স্পিটালফিল্‌ডের তন্তুবায়দিগের সাহায্যার্থ অপেরা-গৃহে একটী নৃত্য হয়; রাজকুমারী এই নৃত্যে উপস্থিত থাকিয়া অর্থকষ্ট-নিপীড়িত তন্তুবায়মণ্ডলীর প্রতি আপনার গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজকুমারী-স্বরূপ ভিক্টোরিয়ার জীবনে ইহাই সর্ব্বশেষ জন-হিতকর কার্য্য।

রাজা চতুর্থ উইলিয়ম শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন, রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার বয়োপ্রাপ্তি উপলক্ষে যে মহোৎসব হয়, তাহাতে যোগদান করিতে পারেন নাই, একথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মহারাজের এই পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন এবং শ্বাস-রোধে বিশেষ ক্লেশ পাইতে লাগিলেন, ও একেবারে চলৎশক্তিহীন হইলেন। জুন মাসের প্রথমেই

তাঁহাকে ব্রাইটন নামক সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে লইয়া যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল ; কিন্তু রোগের প্রাবল্য দৃষ্টে চিকিৎসকগণের অভিমত অনুসারে সত্বরই এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইল। ৯ই জুন অধিকতর ক্লেশকর উপসর্গ সমূহ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, মহারাজা কিঞ্চিৎ রাজকীয় কার্য্য সমাধা করিলেন। পর দিবস আবার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এই উৎকট রোগ-শয্যায় শয়ন করিয়া মহারাজা চতুর্থ উইলিয়মের আত্মা যেন ক্রমশঃ নির্ম্মল হইতে লাগিল। পূর্ব্বকার অশিষ্টাচার, ও কর্কশ ভাব সমুদায় তিরোহিত হইয়া, তাঁহার কথাবার্ত্তা এবং আচার আচরণে এক অলৌলিক অমায়িকতা ও মধুরতার আবির্ভাব হইল। ১৫ই জুন প্রাতঃকালে তিনি মহারাণী এডিলেড্‌কে ডাকিয়া বলিলেন ;—"আমার একটু ঘুম হইয়াছিল; এখানে এসে আমার সঙ্গে প্রার্থনা কর, এবং সর্ব্বনিয়ন্তাকে এই জন্য কৃতজ্ঞতা দাও।" প্রার্থনান্তে রাণী বলিলেন—"আজ দিনটাও যাহাতে তোমার ভালমতে যায়, তজ্জন্য কি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব না?" মহারাজা বলিলেন,—"হাঁ, কর। আমার দেশের মঙ্গলের জন্য আমার ইচ্ছা হয় যে আমি আরো দশ বৎসর কাল বাঁচিয়া থাকি।"

১৮ই জুন রবিবার মহারাজের রোগ এত বৃদ্ধি পাইল

যে তাঁহার জীবনের আর বিন্দুমাত্র আশা রহিল না। তথাপি সে দিনও তিনি কোনও মতে রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিলেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ মুক্তি প্রদান করিয়া আপনার জীবনের রাজকীয় কার্য্য পরিসমাপ্ত করিলেন। পরদিবস রোগ আরো বৃদ্ধি পাইল। পতির মৃত্যু নিকটবর্ত্তী দেখিয়া রাণী এডিলেড্ নিরতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর যাতনা নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজা তাঁহাকে বারম্বার ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"—এই সাধু বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে জীবনের আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিল। ১৯এ মে রাত্রি ২ ঘটিকা দ্বাদশ মিনিটের সময় রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

নবীনা মহারাণী।

নবীনা মহারাণী।

গভীর নিশাকালে উইণ্ডজর রাজবাটীতে মহারাজা চতুর্থ উইলিয়মের জীবনলীলা পরিসমাপ্ত হইল। পিতৃব্যের মৃত্যু কালে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া কেন্‌সিংটন রাজবাটীতে ছিলেন। মহারাজের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজপুরোহিত ক্যাণ্টারবারীর ধর্ম্মযাজক ডাক্তার হাউলী, রাজবাটীর সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে, কেন্‌সিংটন যাত্রা করিলেন। ইহাঁদের কেন্‌সিংটন পোঁছিতে রাত্রি প্রায় পাঁচটা বাজিয়া গেল! রাজবাটীর দ্বারবানেরা ঘোর নিদ্রাভিভূত; গৃহে জীবনের সাড়া শব্দ নাই। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বারে আঘাত করিয়া ইহাঁরা অতি কষ্টে দ্বারবানকে জাগাইলেন। কিন্তু গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ইহাঁদিগকে অনেকক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান থাকিতে হইল। তৎপরে এক জন পরিচারক দয়া করিয়া ইহাঁদিগকে একটী নীচের ঘরে বসাইয়া রাখিয়া অদৃশ্য হইল। এখানেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

কেহ আর ইহঁাদের খোঁজ খবর লইল না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ইহঁারা আর একবার পরিচারকগণকে জাগাইবার জন্য ঘণ্টা বাদন করিলেন, এবং প্রয়োজনীয় কার্য্যে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, রাজকুমারীর পরিচারিকাকে এই কথা জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই কথা কেহ গ্রাহ্য করিল বলিয়া বোধ হইল না। পুনরায় অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর রাজকুমারীর পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "রাজকুমারী এমন সুমধুর নিদ্রায় অভিভূত আছেন যে তাঁহাকে জাগাইতে আমার সাহস হয় না।" তদুত্তরে ইহঁারা বলিলেন, "আমরা রাজকীয় কার্য্যে মহারাণীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি; এই কার্য্যানুরোধে তাঁহার সুমধুর ঘুমও ভাঙ্গিতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া ও সম্ভবতঃ ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া পরিচারিকা এবার গিয়া রাজকুমারীর নিদ্রা ভঙ্গ করিল। অনতিবিলম্বে নৈশ-বস্ত্র পরিহিত হইয়াই, স্কন্ধে কেবল এক খানি শাল ফেলিয়া, আলুলায়িত কেশে, চটি পায়ে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কিন্তু গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাবে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া অভ্যাগত রাজকর্ম্মচারীদ্বয়ের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমারী গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্রই রাজ পুরোহিত ও তাঁহার সহচর রাজকর্ম্মচারী মহাশয় নতজানু হইয়া, তাঁহাকে যথাবিহিত অভিবাদনপূর্ব্বক মহারাজের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন! রাজকুমারী কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া রাজপুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমার জন্য আপনি কৃপা করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" এই কথায় সকলে নতজানু হইয়া রাজার রাজা পরম প্রভু পরমেশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া এই নূতন রাজত্বের সূচনা করিলেন।

যে রাজত্ব ভগবানের নাম লইয়া আরম্ভ হয়, তাহার ইতিহাস যে অশেষ কল্যাণকর ঘটনার মনোহর চিত্রে উজ্জ্বল হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? যে বালিকা যৌবনে পদক্ষেপ করিতে না করিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত এমন সুমহান্ রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া স্বকীয় পদের গুরুত্ব এবং আপনার হৃদয়মনের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া, সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি ভিক্ষা পূর্ব্বক, অনন্ত জ্ঞানের আলোক-কণা প্রার্থিনী হইয়া, তাঁহারই করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, এই গুরুতর কার্য্যে প্রবেশ করিতে পারেন,—তাঁহার জীবনে যে সর্ব্বতোভাবে এই মহোচ্চ পদের সম্মান রক্ষিত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিয়া ভিক্টোরিয়া ইংরাজ-

রাজসিংহাসনে প্রথম পাদক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তাঁহার রাজত্বে ইংরাজ রাজসিংহাসনের যেমন গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে; ইংরাজ-জাতির যেমন সুখ সম্পদ ও জ্ঞান গরিমার উন্নতি হইয়াছে, ইংলণ্ডের অপর কোনও রাজা বা রাণীর রাজত্বে তাহা হয় নাই।

আপনার এই পরম পদোন্নতির দিনে বালিকা মহারাণীর কোমল প্রাণ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার শোক-সন্তপ্তা নববৈধব্যগ্রস্থা পিতৃব্য-পত্নী রাণী এডিলেডের প্রতি ধাবিত হইল। রাজকর্ম্মচারীগণ বিদায় গ্রহণ করিলে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া সর্ব্বাগ্রে পিতৃব্য-পত্নীকে গভীর স্নেহ ও সহানুভূতিপূর্ণ একখানি পত্র লিখিলেন। কিন্তু এই লিপি-পৃষ্ঠে তাঁহাকে "মহারাণী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন দেখিয়া, নিকটস্থ একজন সহচরী তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"মহারাণী "(Her Majesty the Queen) না লিখিয়া "ভূতপূর্ব্ব মহারাণী" (Her Majesty the Queen Dowager) লেখা উচিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই কথা শুনিয়া আপনার স্বাভাবিক সহৃদয়তা সহকারে বলিলেন,—"আমি তাঁহার বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত আছি, কিন্তু আমি তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিব না।"

এই দিবস পূর্ব্বাহ্নেই কেন্‌সিংটন রাজবাটীতে

নবীনা মহারাণীর প্রথম প্রিভিকৌন্সিলের অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আচার ব্যবহারে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সভার অন্যতম কেরাণী গ্রেভিল সাহেব ইহার একটী বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রেভিল অত্যন্ত বিদ্রূপ-প্রিয় ছিলেন, কাহারও প্রশংসা করা তাঁহার যেন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু এই দিবসে নবীনা মহারাণীর আচার আচরণে ও ভাব স্বভাবে গ্রেভিলের কৃপণ লেখনী হইতেও অতি সরল প্রশংসা বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্নিগ্ধ-সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে মন্ত্রীবর্গের প্রাণ স্বতঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল; এবং তাঁহার প্রশংসা-ধ্বনিতে দশদিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। মহারাণীর অল্প বয়স ও সংসারের রীতি নীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা জানিয়া, তিনি কিরূপে এই গুরুতর কার্য্য সাধন করেন, ইহা দেখিবার জন্য অনেকেই নিরতিশয় উৎসুক ছিলেন। সুতরাং অতি অল্প সময় পূর্ব্বে এই সভার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলেও বহুসংখ্যক ভদ্রলোক রাজবাটীতে আসিয়া যথাসময়ে সমবেত হইলেন।

সভার অধিবেশনের কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে রাজমন্ত্রী মেল্‌বোর্ণ্‌ নবীনা মহারাণীকে সভার কার্য্য-প্রণালী সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিলেন। যথাসময়ে সভ্যগণ সমবেত হইলে,

সভাপতি সভাস্থলে মহারাজের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ দুই চারিজন এই দুঃসংবাদ লইয়া মহারাণীর নিকট গমন করুন, এই প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে মহারাণীর খুল্লতাত, কম্বার্লেণ্ড ও সসেক্সের ডিউকদ্বয়, ক্যাণ্টারবারী ও ইয়র্কের প্রধান ধর্ম্মযাজকদ্বয় ও প্রধান মন্ত্রী মেল্‌বোর্ণ্‌ অপর একজন রাজমন্ত্রী সমভিব্যাহারে,ভিক্টোবিয়ার নিকটে গমন করিলেন। মহারাণী পার্শ্বস্থ গৃহে একাকী ইহাঁদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই গৃহে প্রিভিকৌন্সিলের প্রতিনিধিগণ যথাবিহিতরূপে নবীনা মহারাণীকে তদীয়া পিতৃব্যের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাণীর নিকট হইতে মন্ত্রীগণ সভাগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, চিরন্তন প্রথা অনুসারে নূতন রাজত্বের আরম্ভ বিজ্ঞাপিত হইল। তদন্তর ভিক্টোরিয়া খুল্লতাতদ্বয়ের সঙ্গে সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং অবনত মস্তকে সমবেত সভ্যগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিয়া অতি সুললিত ও সুস্পষ্ট কণ্ঠে, সম্পূর্ণ অসঙ্কোচিতভাবে সভা সমক্ষে নিম্নলিখিত বক্তৃতাটী পাঠ করিলেন ঃ—

"আমার প্রিয়তম পিতৃব্য মহারাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুতে দেশের অতি গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে এবং আমার উপরে এই সাম্রাজ্য শাসনের কর্ত্তব্য-ভার পতিত হইয়াছে। এত অল্প বয়সে, এবং এরূপ সহসা এই গুরুতর দায়িত্ব

আমার মস্তকে স্থাপিত হইয়াছে যে, আমাকে যে বিধাতা-পুরুষ এই গুরুতর কার্য্যে আহ্বান করিলেন, তিনিই আমাকে তৎসাধনোপযোগী বল-বিধান করিবেন, এবং পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাতে যে কার্য্য-ক্ষমতা ও আত্ম-নির্ভর জন্মে, আমার সদিচ্ছা ও লোকহিত-ব্রতে সদুৎসাহ দ্বারা আমি এ বয়সেই তাহা লাভ করিতে পারিব—এই আশা না থাকিলে, নিশ্চয়ই আমি এই বিষম ভারে একে-বারে অবসন্ন হইয়া পড়িতাম।"

"পার্লেমেণ্ট মহাসভার সদ্‌বুদ্ধি এবং আমার প্রজা-বর্গের স্নেহ ও রাজভক্তির উপর আমি দৃঢ়তম আস্থা স্থাপন করি। যে রাজা আপনার প্রজাবর্গের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন, এবং দেশের আইন কানুন ও শাসনপ্রণালীর উন্নতিকল্পে আন্তরিক বাসনাগুণে যাঁহার নামে সর্ব্বসাধারণের প্রাণে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়া থাকে,—এমন রাজার উত্ত-রাধিকারিণী রূপে সিংহাসন আরোহণ করা আমি বিশেষ সুবিধার ব্যাপার মনে করি।"

"সুশিক্ষিতা ও পরম স্নেহশীলা জননীর তত্ত্বাবধানাধীনে ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়া, শৈশবাবধিই আমি আমার মাতৃভূমির শাসনপ্রণালীকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতে শিখিয়াছি।"

"সম্পূর্ণ মাত্রায় সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা উপভোগ করিতে দিয়া, আইন অনুযায়ী এই দেশে যে সংস্কৃত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আমি সতত যত্নবতী হইব এবং একোনিষ্ঠা সহকারে আমার সকল শ্রেণীর প্রজাগণের অধিকার রক্ষা ও যথাসাধ্য তাহাদের সুখ ও মঙ্গল বিধান করিব।"

মহারাণীর এই বক্তৃতা শেষ হইলে, চিরন্তন প্রথা অনুসারে তিনি মন্ত্রী-সমাজের সমক্ষে ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া দেশের স্বাধীনতা ও আইন কানুন রক্ষা করিতে এবং সর্ব্বদা প্রজাগণের অধিকার ও স্বত্ব মান্য করিয়া চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইলেন। তৎপরে মন্ত্রী-সমাজের সভ্যগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সতত রাজার প্রাপ্য সমুদায় অধিকার ও সম্মান প্রদান করিতে ধর্ম্মতঃ প্রতিশ্রুত হইলেন। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার খুল্ল-তাতদ্বয় ডিউক অব্ কম্বারল্যাণ্ড ও ডিউক অব্ সসেক্স্ নতজানু হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। বৃদ্ধ খুল্লতাতদিগকে এরূপ ভাবে নত-জানু হইয়া সাধারণ প্রজাবর্গের মত গভীর সম্মান সহকারে আপনার হস্ত চুম্বন করিতে দিয়া মহারাণীর বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইল এবং আপনাদের রক্তজ ও রাজনৈতিক সম্বন্ধের তারতম্য দৃষ্টে লজ্জায় তাঁহার মুখ-

মণ্ডল আকণ্ঠ আরক্তিম হইয়া উঠিল। খুল্লতাতদ্বয়ের শপথ গ্রহণ করা শেষ হইবা মাত্র, ভিক্টোরিয়া আপনার আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া তাঁহা-দিগকে প্রীতিভরে চুম্বন করিলেন।

একে একে সেই সমবেত লোকমণ্ডলী মহারাণী সমক্ষে নতজানু হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সুকুমার হস্ত চুম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিশ্চল থাকিয়া প্রশান্ত গম্ভীরভাবে প্রজা-বর্গের এই সসম্মান অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। কি বড় কি ছোট সকল শ্রেণীর সকল লোককে সমভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, তিনি এই কার্য্য সমাধা করিলেন। তাঁহার চক্ষের দৃষ্টি কি মুখের ভঙ্গীতে কাহারও প্রতি কোনও বৈষম্য ভাব প্রকাশ পাইল না। এই সময়ে তাঁহার গম্ভীর প্রশান্ত ভাব দেখিয়া সমবেত সকলে নিরতিশয় প্রীত ও মোহিত হইয়াছিলেন। বিদ্রূপ-প্রিয় গ্রেভিলই এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন;—"মহারাণীকে দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি কতিপয় ঘণ্টা পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, কিন্তু আজন্ম-কালই এইরূপ ভাবে লোকের অভিবাদন গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন।"

পর দিবস চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনাধিরোহণ নগর মধ্যে যথা নিয়মে বিঘোষিত হইল। নগরের রাজপথ সমূহ অতি প্রত্যুষ হইতে লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল। মহারাণী যথা সময়ে রাজকর্ম্মচারীগণ ও অমাত্যবর্গ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কেন্‌সিংটন রাজবাটী হইতে সেণ্ট জেম্‌স্ রাজবাটীতে গমন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার প্রশান্ত-সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে প্রজাবর্গ মহোল্লাসে তাঁহার জয়ধ্বনিতে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। লক্ষ কণ্ঠ সমস্বরে "মহারাণী দীর্ঘ জীবী হউন!" বলিয়া তাঁহার উপরে শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী সেণ্টজেম্‌স্ রাজবাটীর গবাক্ষে যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্নেহময়ী জননীর পার্শ্বে, অমাত্যবর্গ পরিবৃত হইয়া আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন আর সমবেত প্রজা-মণ্ডলীর আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। তাঁহাদের সরল শ্রদ্ধা-ভক্তি ও পরম সদ্ভাব দর্শনে ভিক্টোরিয়ার কোমল প্রাণ বিবিধ ভাব-তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এই ভাবের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মহারাণী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই দিনের মহদ্ভাবপূর্ণ মুখচ্ছবি শ্রীমতী ব্রাউনীংয়ের কবিতায় চিত্রিত হইয়া ইংরাজি সাহিত্যের পৃষ্ঠায় চিরমুদ্রিত রহিয়াছে।

রাজত্ব-ঘোষণা ব্যাপার পরিসমাপ্ত হইলে, মহারাণী দ্রুতপদবিক্ষেপে স্নেহময়ী জননীর শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, মাতৃ-বক্ষে মস্তক রাখিয়া, প্রাণের আবেগে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকার মত ক্রন্দন করিলেন। তদনন্তর মাতার সস্নেহ সহানুভূতিতে উচ্ছ্বসিত হৃদয়-বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, কিয়ৎক্ষণের জন্য তিনি নির্জ্জনে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধিমতী রাজ-মাতা তনয়ার এই ইচ্ছার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া, জীবনে এই প্রথম বার তাঁহাকে একেবারে একাকী রাখিয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন। ভক্তিমতী ভিক্টোরিয়া গৃহদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া আপনার এই মহোচ্চ-পদ-লাভের দিনে মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা পরম দেবতা পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ রাখিয়া মনোমধ্যে আপনার গভীর দায়িত্ব ও গুরুতর কর্ত্তব্য রাশির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবদ্ চিন্তা ও আত্মপরীক্ষায় দ্বিঘণ্টাধিক কাল নির্জ্জনে অতিবাহিত করিয়া মহারাণী আপনার এই নব-প্রাপ্ত পদের গুরুতর কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই দিন হইতে ভিক্টোরিয়া আজি পর্য্যন্ত কখনও কোন গুরুতর কার্য্য সাধন কালে, সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিতে বিস্মৃত হন নাই।

রাজত্ব ঘোষণার প্রায় তিন সপ্তাহ কাল পরে,

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার শৈশবের আবাসবাটী প্রিয় কেন্‌সিংটন রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডের রাজন্যবর্গের চিরন্তন বাসস্থান সুপ্রসিদ্ধ বকিংহ্যাম রাজপ্রাসাদে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিক্টোরিয়া কেন্‌সিংটন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অমায়িক ও উদার প্রকৃতির প্রতিকৃতি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া এই উপনগরীর রাজপ্রাসাদের চারিদিকে বিরাজ করিতে লাগিল। রাজকুমারী হইয়াও ভিক্টোরিয়া আপনার শৈশব ও বাল্য জীবনে রাজবাটীর চতুঃপার্শ্বস্থ দীনহীন প্রজামণ্ডলীর সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিশিয়া যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখক্লেশমোচনে কদাপি ক্রুটী করেন নাই। কেন্‌সিংটনে বহুকাল পর্য্যন্ত ভিক্টোরিয়ার উদারতা এবং অমায়িকতার মনোহারিণী স্মৃতি অতি উজ্জ্বল ছিল। কেন্‌সিংটনের একখানি সামান্য পর্ণকুটীরে একটী দীন দুঃখী সৈনিকপরিবার বাস করিত। এই সৈনিক পুরুষ রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ডের জীবদ্দশায় তাঁহার একজন নিরতিশয় অনুগত অনুচর ছিল। রাজবধূ লুইসা তনয়া সমভিব্যাহারে এই দুঃখী সৈনিকের পর্ণকুটীরে প্রায় যাইতেন। ভিক্টোরিয়ার ইংরাজ সিংহাসনাধিরোহণের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই এই পরিবারের দুইটী সুকুমার শিশু নিদারুণ রোগাক্রান্ত হইয়া অল্প দিন মধ্যেই একটী কাল-

কবলে নিপতিত হয়। পুত্রশোকাতুরা জনক জননীর দুঃখের উপর দুঃখ দিবার জন্য অপর সন্তানটীও চিররুগ্ন হইয়া পড়িল। নবীনা মহারাণী কেন্‌সিংটন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন সত্য, কিন্তু রাজকীয় কার্য্য কলাপের ব্যস্ততার মধ্যেও এই দুঃখী পরিবার তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল না। কিয়দ্দিবস পরে স্থানীয় ধর্ম্ম-যাজক মহাশয় ঐ পরিবার পরিদর্শন করিতে গিয়া রুগ্ন বালিকাটীকে নিরতিশয় প্রফুল্ল ও আনন্দিত দেখিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এই বালিকাকে স্বহস্ত রচিত বিবিধ কারুকার্য্য খচিত একটী সুচারু স্মৃতিচিহ্ন সহ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ বাইবেল হইতে উদ্ধৃত একখানি 'দাউদের গীত" উপহার প্রেরণ করিয়াছেন! তাহাতেই বালিকার এরূপ গভীর আনন্দোচ্ছ্বাস হইয়াছে। কেন্‌সিংটনের অধিবাসীগণ এইরূপ সহৃদয় আচার ব্যবহারে রাজকুমারীর প্রতি সরল প্রীতি ও শ্রদ্ধাভরে এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তিতে আনন্দ সূচক জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার আশু স্থানান্তর গমনের কথা ভাবিয়া তাহারা সরল শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

সিংহাসন প্রাপ্তির অল্প দিন পরেই মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রিয়তম মাতুল-পুত্র রাজকুমার এল্‌বার্টের নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। এই সময়

হইতেই ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে কিরূপ গভীর ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল এবং এই সময় হইতেই রাজকুমার এলবার্টের প্রাণে কত উচ্চ উচ্চ ভাব সকল ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই পত্রাভ্যন্তরে তাহার সুন্দর আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজকুমার এই সময়ে জর্ম্মাণীর অন্তর্গত বন্ নগরের সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এবং এই স্থান হইতেই মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে এই পত্রখানি প্রেরণ করেন।

বন্, ২৬এ জুন, ১৮৩৭।

প্রিয়তমা ভগিনি,—

তোমার এই অবস্থা পরিবর্ত্তনে আমার প্রাণে কি গভীর আনন্দ হইয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করিয়া তোমাকে দু চারি পংক্তি লিখিতে বসিলাম।

তুমি এখন উরূপাখণ্ডের শ্রেষ্ঠতম রাজ্যের রাণী; তোমার হস্তে কোটী কোটী প্রাণীর সুখ বিধানের ভার অর্পিত হইয়াছে। এই অত্যুচ্চ ও অতীব গুরুতর কর্ত্তব্য-সাধনে ঈশ্বর তোমার সহায় হউন, এবং তাঁহার বলে তোমাকে বলবতী করুন, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

আমি প্রার্থনা করি যেন তোমার রাজত্ব দীর্ঘ কাল ব্যাপী, সুখ-সম্পদ-পূর্ণ ও গৌরবান্বিত হয় এবং তোমার

সাধুচেষ্টা সকল যেন প্রজাবর্গের কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা দ্বারা পুরস্কৃত হয়।

"মধ্যে মধ্যে তোমার বন্ নগরীস্থ ভ্রাতাদ্বয়ের কথা ভাবিতে এবং আজ পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতি যে স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিয়াছ তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তোমাকে অনুরোধ করিতে পারি কি? আমাদের মন সতত তোমার সঙ্গে আছে, ইহা নিশ্চয় জানিও।"

"আমি তোমার বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া অবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিব না।"

ইংরাজি ভাষায় রাজকুমার এলবার্টের এই সর্ব্ব প্রথম চিঠি।

পঞ্চম অধ্যায়।

অৰ্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইংলণ্ড।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তাঁহার রাজত্ব-প্রারম্ভে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন ছিল, ইংরাজরাজ-দরবার ঘোরতর দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল, ইংরাজ-সমাজ পাপ স্রোতে ভাসিতেছিল। এই ধার্ম্মিকা রমণীর চরিত্র প্রভাবে রাজদরবার পূত হইয়াছে, তাঁহার উদারতাগুণে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, এবং তাঁহার সদ্দৃষ্টান্তে ও সুশাসনে ইংরাজ-সমাজ অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল বিষয় সম্যক প্রতীতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সংক্ষেপ আলোচনা অত্যাবশ্যক। বৰ্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইংলণ্ডের তদানীন্তন অবস্থাভিজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এই অধ্যায় অতিক্রম করিয়া মহারাণীর ব্যক্তিগত জীবনের সূত্র অবলম্বনে পরবর্ত্তী অধ্যায় পাঠ করিতে পারেন।

বহুকাল হইতে ইংরাজ রাজদরবারের দুর্নীতি সমগ্র ইংরাজ সমাজে সংক্রামিত হইয়া দেশকে বিবিধ পাপের

স্রোতে ভাসাইতেছিল। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজ-দরবারের দুর্নীতির কথা ইতিহাসাভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। মহারাণীর জ্যেষ্ঠতাত রাজা চতুর্থ জর্জ্জের নৈতিক চরিত্র ও তাঁহার রাজদরবার, হীননীতি-পরায়ণতায় ঠিক রাজা দ্বিতীয় চার্লসের চরিত্র ও রাজদরবারের অনুরূপ ছিল। চতুর্থ জর্জ্জ ইংরাজ রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই আপনার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য ভদ্র সমাজের অকৃত্রিম ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন; রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তাঁহার দুর্দ্দান্ত রিপুকুল ভোগলালসা হইতে নিবৃত্ত হইল না। তাঁহার দূষিত চরিত্রে ইংরাজ সিংহাসন ও ইংরাজ রাজ-দরবার, কলঙ্কে পরিপূর্ণ হইল। মহারাজা স্বীয় চরিত্র দোষে প্রজা সাধারণের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হইয়া উঠিলেন। একদা তাঁহাকে রঙ্গালয়ে অপর একটী মহিলার পার্শ্বে দেখিয়া সমবেত দর্শক বৃন্দ-মধ্যে এক ব্যক্তি ঘৃণায় বলিয়া উঠিয়াছিল;—"জর্জ্জি তোমার স্ত্রী কোথায়?" কিন্তু ইহাতেও তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। এমন কি স্বয়ং প্রকাশ্যভাবে বিবিধ দুষ্ক্রিয়াতে রত থাকিয়া এই হীন-চরিত্র মহারাজা আপনার সহধর্ম্মিণীর চরিত্রে দোষারোপ করিতে পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন নাই, এবং রাজকীয় অনুগ্রহপ্রার্থী স্বার্থপর মন্ত্রি-সমাজ মহারাজার হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ

করিবার জন্য মহারাণীর চরিত্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়া, তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে মহারাণীর প্রাপ্য অধিকার ও পদ হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় প্রকাশ্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু মহারাণীর প্রতি ইংরাজ সাধারণের কথঞ্চিৎ সদ্ভাব ও সহানুভূতি ছিল এবং এই কারণেই তাঁহাদের এই পৈশাচিক উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে সংসিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এইরূপ ভাবে অপমানিত হইয়া মহারাণী মর্ম্ম-যাতনায় প্রাণত্যাগ করিয়া এই অপমান ও দুর্গতি হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। গ্রেভিল্ তাঁহার দৈনিকলিপিতে লিখিয়াছেন, "আমাদের রাজ-দরবারের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণনীয় দৃশ্য কুত্রাপি প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। সর্ব্বপ্রকারের জঘন্য, নীচ এবং অমানুষিক প্রবৃত্তি এই স্থানে অহর্নিশ বিরাজ করিতেছে।" * গ্রেভিলের লেখনী মধ্যে মধ্যে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইলেও, এই রাজ-দরবার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য, ইংরাজ সমাজের বিগত শত বৎসরের ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

---

* Greville's Journal of the Reigns of George IV and William IV. Vol. I. p. 207.

রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নৈতিক চরিত্রও বিশেষ কলঙ্কিত ছিল। সিংহাসন অধিরোহণ করিবার পরে যদিও তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে আপনার পূর্ব্বতন দূষিত চরিত্র সংশোধিত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজ-দরবারও লোকসমাজে কোনও নয়ন-প্রীতিকর দৃশ্য ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজদরবারের দূষিত আচার আচরণে অভিজাত শ্রেণীর আচরণ দূষিত হওয়া অবশ্য-ম্ভাবী। ইংরাজ অভিজাতবর্গও আপনাদিগের সামাজিক পবিত্রতা রক্ষণে বহুল পরিমাণে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। এমন কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ সদ্বংশীয় ব্যক্তিগণও মহারাজের অবিধিজ সন্তানসন্ততির সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজকীয় অন্তঃপুরে আধিপত্য লাভ করিবার আশায় রাজা চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্ব কালে মহারাজের একটী অবিধিজ কন্যার সঙ্গে লর্ড হলেণ্ড অবাধে আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সকল কুদৃষ্টান্তে সমগ্র সমাজ কলুষিত হইতে লাগিল। এই সমুদায় জঘন্য আচার ব্যবহার সমাজে এত আধি-পত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, রাজমন্ত্রী মেলবোরণ একাধিকবার ব্যভিচার দোষে সাধারণ সমক্ষে অভিযুক্ত হইয়াও স্বকীয় উচ্চপদ বা সম্মান হইতে বিচ্যুত হন নাই।*

---

* B. Smith's Prime Ministers of Queen Victoria. p 15-19.

এই সকল কারণে জনসাধারণের প্রাণে রাজদরবারের প্রতি নিরতিশয় ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া রাজত্বের প্রারম্ভে এই চরিত্রবতী যুবতীকে সিংহাসনের অধিকারিণী দেখিয়া, এবার রাজ-সিংহাসন ও রাজ-দরবারের নৈতিক বায়ু বিশুদ্ধ হইবে ভাবিয়া, দেশশুদ্ধ লোক যেন শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বুদ্ধিমতী রাজ-বধূ লুইসা নিরতিশয় সাবহিত ভাবে আপনার তনয়াকে পিতৃব্যদিগের রাজদরবার হইতে যে দূরে রাখিয়াছিলেন, ইতি পূর্ব্বেই তাহার সবিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে। লুইসার এই আচরণ সমর্থন করিয়া বর্ত্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক জষ্টিন ম্যাকার্থি লিখিয়াছেন যে, "মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজদ্বয়ের রাজদরবারে এমন অনেক বিষয় ছিল যদ্দৃষ্টে রাজ-বধূ লুইসা আপনার তনয়াকে সেই রাজদরবার হইতে দূরে রাখিতে ন্যায়তঃ ইচ্ছুক হইতে পারিতেন। চতুর্থ জর্জ্জ দ্বিতীয় চার্লসের প্রতিকৃতি ছিলেন, কেবল তাঁহার মধ্যে চার্লসের বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না। চতুর্থ উইলিয়ম প্রুশিয়ার মহারাজা ফ্রেডারিক উইলিয়মের প্রতিভা ব্যতীত অপর সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিলেন। অতি কোমল ভাষায় বলিতে গেলেও এই দুই রাজার রাজদরবার সম্বন্ধে এই বলা যায় যে; বর্ত্তমান সময়ের একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

ভদ্র শুণ্ডিকালয়ের যে দৃশ্য তাঁহাদের রাজদরবারেও ঠিক সেই দৃশ্য ছিল। সমসাময়িক লেখকগণ কর্ত্তৃক ঐ রাজদরবার দ্বয়ের প্রশংসায় যে সকল উৎকৃষ্টতম বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়াও, রাজ-বধূ লুইসা তাঁহার তনয়াকে ঐ দুই রাজদরবার হইতে দূরে রাখিবার জন্য যে সংকল্প করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কেহ কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারেন না। *

ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের প্রারম্ভে দেশের জনসাধারণের মনোভাব বিবৃত করিতে গিয়া উপরোক্ত সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেনঃ—"একজন রমণীর সিংহাসনাধিরোহণে রাজদরবারের বায়ু সংশোধিত ও পরিষ্কৃত হইবে বলিয়া জনসাধারণের মনে একরূপ ধারণা জন্মিল।" ইহা হইতেও পূর্ব্বতন রাজদরবারের প্রতি দেশের লোকের কিরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তাঁহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। †

যেমন সামাজিক বিষয়ে, সেইরূপ রাজনৈতিক বিষয়েও ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের নিরতিশয়

* History of Our own Times by Justin McCarthy Vol. I. Ch. I. p. 12.

† Ibid—p. 16.

শোচনীয় অবস্থা ছিল। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্ব-প্রারম্ভে প্রভূত ক্ষমতাশালী মন্ত্রি-দল কর্ত্তৃক একদিকে যেমন রাজার অপর দিকে সেইরূপ প্রজা-সাধারণের ক্ষমতা ও অধিকার বহুল পরিমাণে অপহৃত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত পার্লেমেণ্ট মহাসভা কেবল দেশের প্রধান প্রধান লোক-গণেরই প্রতিনিধি ছিল; এই সভার সভ্য নির্ব্বাচনে প্রকৃত পক্ষে জন সাধারণের কোনও অধিকার ছিল না। পার্লে-মেণ্টের সভ্যপদ অর্থ দ্বারা ক্রয় করা যাইত; এবং এই সূত্রে ভারত-প্রত্যাবৃত্ত অনেক ধনী ইংরাজ বণিক ও কোম্পানীর পেন্‌সন্ প্রাপ্ত কর্ম্মচারী পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রি-সমাজের হস্তে বহুসংখ্যক রাজ-কীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার অর্পিত ছিল বলিয়া, তাঁহারা আপন দলের লোক দ্বারা পার্লেমেণ্টের বহু সংখ্যক আসন পূর্ণ করিতে সমর্থ হইতেন, এবং ইহাদিগের সাহায্যে এই সভায় একাধিপত্য ভোগ করিতেন। এইরূপে স্যার রবার্ট ওয়াল্‌পোল্ ক্রমাগত কেবল উৎকোচের সাহায্যে বিংশতি বৎসর কাল ইংরাজ রাজমন্ত্রি-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কোনও গুরুতর প্রস্তাব পার্লে-মেণ্ট সমক্ষে উপস্থিত হইলে, এবং মন্ত্রি-দলের স্বপক্ষে ঐ প্রস্তাব গৃহীত না হইবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকিলে তাঁহারা যথেচ্ছা অর্থ ব্যয় করিয়া আপনাদিগের দল পুষ্টি করিতে

কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপে একটী মাত্র প্রস্তাবের জন্য ওয়াল্‌পোল্‌ পার্লেমেণ্টের একজন সভ্যকে পঞ্চ সহস্র ও অপর একজনকে চারি সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়াছিলেন। এই কারণে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় মন্ত্রি-দলের ক্ষমতা প্রভূত ছিল এবং এই ক্ষমতার সাহায্যে তাঁহারা একদিকে যেরূপ প্রজাসাধারণের অপরদিকে সেইরূপ রাজ-সিংহাসনের অধিকারও অল্লাধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন। †

আপনার সুদীর্ঘ রাজত্ব কালে রাজা তৃতীয় জর্জ্জ রাজ-সিংহাসনের হৃত অধিকার ও ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন ইংরাজ রাজনৈতিকগণের অর্থ-গৃধ্নুতার কৃপায় তাঁহার এই চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছিল। তৃতীয় জর্জ্জ অতীব কূট-বুদ্ধির লোক ছিলেন এবং এই বুদ্ধি-কৌশলে, অর্থলোভ প্রদর্শনে, বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদিগকে একত্রিত করিয়া, মন্ত্রি-সমাজ গঠন পূৰ্ব্বক, তাঁহাদের অভ্যন্তরীণ মতভেদের সাহায্যে তিনি আপনার অভিষ্ট সিদ্ধি করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। বহুকাল হইতে বিবিধ অবৈধ উপা-য়ের সাহায্যে হুইগ্‌ অথবা প্রাচীন উদারনৈতিকদল মন্ত্রি

† A short History of Parliament by B. C. Skottowe. p. 174-188.

সমাজের ক্ষমতা ও পদ অধিকার করিয়াছিলেন। হুইগ্ রাজমন্ত্রি-দলের অত্যাচারে তাঁহাদের বিরোধী টোরী অথবা প্রাচীন রক্ষণশীল সম্প্রদায় এতকাল আপনাদিগের মস্তক উত্তোলন করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ ইহাঁদের হীনাবস্থা দেখিয়া, ইহাঁদিগকে আপনার করতলস্থ করিয়া, হুইগ্ মন্ত্রিদলের আধিপত্য বিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। হুইগ্ দলের মধ্যেও এই সময়ে গৃহ-বিবাদ প্রধূমিত হইতেছিল। সুতরাং মহারাজা অতি সহজেই এই দলের সমুদায় আধিপত্য বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন। রাজার বন্ধুগণ পার্লেমেণ্টে ক্রমে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাদের কৃপায়, তৃতীয় জর্জ্জ পার্লেমেণ্ট মহাসভা ও আপনার মন্ত্রি-সমাজকে কেবল সাক্ষী-গোপাল স্বরূপ রাখিয়া প্রকৃত পক্ষে স্বীয় হস্তে ইংলণ্ডের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে রাজা তৃতীয় জর্জ্জ কেবল যে তাঁহার মন্ত্রিগণকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সমুদায় বিষয়ে পরিচালিত করিতেন তাহা নহে, পার্লেমেণ্ট মহাসভায় কিরূপে কি বিষয় আলোচনা হইবে, কোন্ প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে ও কোন্ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে, এসকল পর্য্যন্ত ইহাঁদিগকে তিনি শিখাইয়া দিতেন। রাজকীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ, বৃত্তিদান, প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রি-দলের কে

কোন্ পদে ব্রত হইবেন, তাঁহার গার্হস্থ্য কর্ম্মচারীর পদে কে কোথায় নিযুক্ত হইবেন, ইহাও তিনি স্বয়ং নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। ইংলণ্ড এবং স্কট্‌লণ্ডের বিবিধ বিচারালয়ের বিচারপতি নির্ব্বাচন করা, ধর্ম্মযাজক নিয়োগ ও তাঁহাদের পদোন্নতি বিধান করা, এবং সেনা-বিভাগীয় সর্ব্বপ্রকার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন ও কমিশ্যন দান করা, এই সমুদায় কার্য্য, যাহা নিয়মতন্ত্র রাজ্যে সর্ব্বত্র মন্ত্রীবর্গ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, রাজা তৃতীয় জর্জ্জ তাহাও স্বয়ং করিতে লাগিলেন এবং এই সকল কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক, আপনার মনোনীত ও অনুগত লোকদিগকে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া ইহাঁদিগের সাহায্যে তিনি ক্রমে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় একাধিপত্য লাভ করিলেন। এই কারণেই রাজা তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বে যত কিছু রাজ-নৈতিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎসমুদায়ের জন্য তিনিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দায়ী ছিলেন। প্রজা-বন্ধু স্বদেশহিতৈষী সুপ্রসিদ্ধ বক্তা বার্ক. ফক্স্ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় উদার-নৈতিকগণ জন-সাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার্থ যাহা কিছু চেষ্টা করিতেন, পার্লেমেণ্টে মহারাজা আপনার অনুচরগণের সাহায্যে তৎসমুদায় নিষ্ফল করিয়া দিতেন। পূর্ব্বতন হুইগ্ মন্ত্রিগণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শত শত অন্যায়াচরণে রত থাকিয়াও, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কখনও প্রকাশ্য শত্রুতা

করিতে সাহসী হন নাই। তৃতীয় জর্জ্জের টোরী মন্ত্রিগণ রাজার প্রভূত ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া বারম্বার দেশের সাধারণ মতের বিরুদ্ধে অশেষ অহিতকর অনুষ্ঠানে রত হইতে লাগিলেন। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ আপনার এই একাধিপত্য রক্ষার্থে কখনও কখনও অতি অবৈধ ও কঠোর উপায় অবলম্বন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। একদা তিনি আপনার কোর্ট্ বজায় রাখিবার জন্য তরবারির সাহায্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত অনেক সময় তাঁহার অনভিমতে কোনও প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইবার ভয় দেখাইতেন; কখনও যা তাঁহার অনভিমতে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় কোনও আইন পাশ হইলে, তিনি তাহাতে স্বাক্ষর দিবেননা বলিয়া রাজ মন্ত্রীদিগকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেন। কোনও আইন পার্লেমেণ্ট সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেও, রাজা বা রাণী ইচ্ছা করিলে তাহাতে স্বাক্ষর না দিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন; তাঁহাদের সে অধিকার আছে। কিন্তু রাজা তৃতীয় জর্জ্জের পূর্ব্বে পূর্ণ এক শতাব্দী কাল ইংলণ্ডের কোনও রাজা এই অধিকারের সাহায্যে পার্লেমেণ্ট মহাসভার কোনও বিধান অগ্রাহ্য করেন নাই। রাজাদিগের এই অধিকার এখন কেবল নাম-শেষ মাত্র বিদ্যমান ছিল।

এই সকল অবৈধ উপায়ে রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া রাজা তৃতীয় জর্জ্জ প্রাচীন হুইগ্ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমে নবজীবনের সঞ্চার করিতে লাগিলেন। বার্ক প্রভৃতি উন্নতচেতা, উদারমতি রাজনৈতিকগণ সর্ব্ব প্রযত্নে এই রাজকীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ১৮৮৯ হইতে ৯২ খৃষ্টাব্দের ফরাসী-বিপ্লবে ইংরাজ জনসাধারণকে ঘোরতর রক্ষণশীলতার দিকে বিতাড়িত করিয়া টোরীদলের বিশেষ পুষ্টি সাধন করিল। এমন কি উদারনৈতিক বার্ক পর্য্যন্ত ক্রমে ঐ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতর রাজনৈতিক মত গ্রহণ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পীট্ কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আপনার উদার নীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, কিন্তু যখন ফরাসীস্ জাতীয় সভা সর্ব্ব প্রকারের অন্তর্জ্জাতীয় বিধান ও নীতিকে তুচ্ছ করিয়া উরূপার সমগ্র রাজন্য-মণ্ডলীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল, তখন পীট্ও আর আপনার উদার মত রক্ষা করিতে পারিলেন না। ইংলণ্ডে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য যে সকল চেষ্টা হইতেছিল, ফরাসী-বিপ্লবের বীভৎস দৃশ্যে ভীতিগ্রস্ত ইংরাজ সাধারণের ও ইংরাজ রাজনৈতিকগণের বিরুদ্ধাচরণে তাহা একবারে হীনবল হইয়া পড়িল।

ইংরাজ সাধারণের রক্ষণশীলতার প্রতি এই অভিনব

পক্ষপাতিত্বে ইংলণ্ডের রাজকীয় ক্ষমতা এত বৃদ্ধি করিয়া দিল যে, রাজা তৃতীয় জর্জ্জ এখন হইতে পার্লেমেণ্ট মহাসভার মতামত অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহাদের বিরুদ্ধে, স্বয়ং এক মন্ত্রিদলকে অপসৃত করিয়া স্বেচ্ছা-গঠিত অপর মন্ত্রিদলের উপর রাজ্যশাসনভার অর্পণ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে রোমাণ্ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে তাহাদের ন্যায্য রাজনৈতিক অধিকার দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া, রাজমন্ত্রী পিট্ ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিরতিশয় প্রীতি ও বিশ্বাস ভাজন হইয়াও, মহারাজা তৃতীয় জর্জ্জ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াছিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে যখন পীট্ পুনরায় রাজমন্ত্রিপদে বৃত হইলেন, তখনও মহারাজা সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ফক্স্কে এই নূতন মন্ত্রি-সমাজের বাহিরে রাখিয়াছিলেন, এবং ক্যাথলিকদিগকে কোনও অধিকার দান করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবার জন্য পীট্কে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিয়াছিলেন; তৎপরবর্ত্তী মন্ত্রি-সমাজকে ক্যাথলিক আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। ক্যাথলিকদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার দান করিতে ইংরাজ সাধারণ বিশেষ উৎসুক থাকিলেও কেবল রাজার অনিচ্ছা নিবন্ধন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিধান পাশ হইতে পারে নাই।

তৃতীয় জর্জ্জের জীবদ্দশায়ই রাজপ্রতিনিধিরূপে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্থ জর্জ্জের হস্তে রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত হয়। মৃত্যুর প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তৃতীয় জর্জ্জ নিদারুণ উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মানসিক ক্ষমতায় পিতা অপেক্ষা অনেক হীন ছিলেন; বিশেষতঃ রাজকার্য্য পরিচালনে তাঁহার যারপর নাই অমনোযোগ ছিল। সুতরাং ইচ্ছা সত্বেও তিনি রাজকার্য্যে পিতার ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন নাই। তথাপি সুযোগ পাইলে তিনিও যথেচ্ছাচরণে ত্রুটী করেন নাই। চতুর্থ জর্জ্জ তাঁহার রাজমন্ত্রিগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারাও তাঁহাকে তদনুরূপ ঘৃণা করিতেন। তথাপিও এই মন্ত্রি-সমাজই যে আবার সর্ব্বথা এই মহারাজার দোষ ও ভ্রান্তির পক্ষ সমর্থন করিতেন, ইহাই তদানীন্তন রাজনৈতিক হীনাবস্থার বিশদ প্রমাণ। গ্রেভিল্ সাহেব তাঁহার দৈনন্দিন-লিপি-পুস্তকে তদানীন্তন মন্ত্রি-সমাজের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেনঃ—"তাঁহারা মহারাজার প্রতি আপনাদের গভীর ঘৃণা ও অসদ্ভাব গোপন করেন না, এবং বর্ত্তমান সময়ের একটী বিশেষত্ব এই যে, যাঁহাদিগকে তিনি ঘৃণা ও নিন্দা করেন রাজা সেই সকল মন্ত্রীই নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহারাও মহারাজের প্রতি অনুরূপ ভাব পোষণ করিয়া থাকেন; অথচ

এই মন্ত্রিদলই আবার তাঁহার সর্ব্বপ্রকারের ভ্রান্তি ও বাতুলতার পোষকতা করেন, এবং এই মহারাজাই সতত এই মন্ত্রিদলের কার্য্যে অভিমতি দান করিয়া তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন।" * কিন্তু রাজা চতুর্থ জর্জ্জ সর্ব্বদা যে মন্ত্রি-সমাজের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেন তাহাও নহে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তুর্কী ও মিশরীয় যুদ্ধপোতের সঙ্গে ইংরাজ ও রুশীয়া যুদ্ধপোতের নেভেরিণের নৌ-যুদ্ধের পর মন্ত্রিগণের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী ডিউক অব্ ক্লেরেন্সের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইংরাজ নাবিক ও নৌসেনাপতিবৃন্দকে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই কার্য্য মন্ত্রি-সমাজ কর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হওয়া বিধেয় ছিল, কিন্তু আপনার ঘোরতর অক্ষমতা সত্ত্বেও রাজা চতুর্থ জর্জ্জ সময় সময় সুযোগ পাইলেই দেশের প্রচলিত বিধানাদি অমান্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি কি রক্ষণশীল কি উদারমতি উভয় দলের উৎকৃষ্টতর ব্যক্তিগণকেই ঘৃণা করিতেন। যাঁহারা তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিয়া চলিবে, তাঁহাদিগকে আপনার মন্ত্রিদল ভুক্ত করিতে পারিলেই তিনি বিশেষ সুখী হইতেন। তবে আপনার অক্ষমতা নিবন্ধন

* C. Greville's Journal of the Reigns of George IV and William IV. vol I. p 44.

এই ইচ্ছা সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। *

রাজা চতুর্থ উইলিয়ম কার্য্যক্ষমতায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। চতুর্থ জর্জ্জ আপনার অশ্বশালা ও অশ্বক্রীড়ার প্রতি যেরূপ মনোযোগী ছিলেন, রাজ-কার্য্যে তাহার শতাংশের একাংশ মনোযোগী ছিলেন কি না সন্দেহের কথা। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চতুর্থ উইলিয়মের এই ক্রটী প্রায় লক্ষিত হয় নাই। বিশেষতঃ কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আসক্তি বা অশ্রদ্ধা ছিল না বলিয়া তাঁহার রাজত্বে প্রজাসাধারণের এবং পার্লেমেণ্ট মহাসভার ক্ষমতা ও অধিকার খর্ব্ব করিবার জন্য রীতিমত কোন চেষ্টা করা হয় নাই। তবে তিনিও মধ্যে মধ্যে পার্লেমেণ্টের মতামতের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার ইচ্ছামত মন্ত্রিপরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব কালে, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচন প্রণালী সংশোধিত হয়। ইতিপূর্ব্বে দেশের ধনী লোকেরাই আপনাদিগের মনোমত ব্যক্তিদিগকে পার্লেমেণ্টের সভ্য নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন; প্রজাসাধারণের

* C. Greville's Journal of the Reigns of George IV and William IV. vol I. p 214.

তাহাতে কোনও হাত ছিল না। এমন কি অনেক জন-প্রাণিহীন পরিত্যক্ত পল্লী হইতেও কোথাও বা দুই জন, কোথাও বা তিন জন সভ্য নিযুক্ত হইতেন; আর তাহার নিকটবর্ত্তিনী সমৃদ্ধিশালিনী নগরী পার্লেমেণ্ট মহাসভায় প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। এই অবস্থায় পার্লেমেণ্ট মহাসভা দেশের জন সাধারণের প্রতিনিধি না হইয়া কেবল মাত্র মুষ্টিপ্রমাণ ধনী জমিদারগণেরই মুখপাত্র ছিল। এই সকল জমিদারদিগকে যাঁহারা হস্তগত করিতে পারিতেন, পার্লেমেণ্টে তাঁহাদেরই একরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইত। এই শোচনীয় অবস্থা মোচন করিয়া যেরূপ নামতঃ সেইরূপ কার্য্যতঃও পার্লেমেণ্ট মহাসভাকে দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধি করিবার উদ্দেশেই ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন (Reform Act) বিধিবদ্ধ হয়। মহারাজা চতুর্থ উইলিয়ম মনে মনে এই বিধানের বিরোধী থাকিয়াও প্রজামণ্ডলীর প্রশংসাধ্বনি ও স্তোকবাক্যে মুগ্ধ হইয়া প্রথমতঃ ইহার পক্ষ অবলম্বন করেন। অতঃপর আপনার পরিবারবর্গ ও অবিধিজ্ঞ সন্তানগণের অবিশ্রান্ত প্ররোচনায় এই বিধান অগ্রাহ্য করিবার নিষ্ফল চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়া, মন্ত্রি-সমাজের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, উদার-মতি দলের ঘৃণাভাজন হয়েন, এবং আপনার দুর্ব্ব্যবহারে রাজকীয় পদ ও সম্মানকে লোকের চক্ষে হীন

করিয়া, দেশে গৃহ-বিবাদের অগ্নি জ্বালাইয়া নিতান্ত ক্লেশ ও অশান্তিতে আপনার জীবনের শেষ কাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু অধিক দিন জনসাধারণের মত অগ্রাহ্য করিয়া চলা তাঁহারও সাধ্যায়ত্ত হইল না; অল্পদিন মধ্যেই উদারমতি মন্ত্রিদল পুনরাহূত হইলেন। এই সকল কারণে রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুকালে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলদ্বয় মধ্যে ঘোরতর অসদ্ভাব ছিল। এমন দুষ্কৰ্ম্ম ছিল না পরস্পরকে অপদস্থ করিবার জন্য ইহাঁরা যাহা অনুষ্ঠিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। উদারমতি-দলকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় রক্ষণশীলগণ রাজা চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বকালে, একাধিকবার প্রধান মন্ত্রী মেল্‌বোরণের্ বিরুদ্ধে ব্যভিচার দোষ আরোপ করিয়া প্রকাশ্য বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন!

রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সময় হইতেই ইংলণ্ডের প্রাচীন রাজনৈতিক দল দুইটী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে বর্ত্তমান আমূলসংস্কারক অথবা র‍্যাডিক্যাল্ দলের জন্ম হয়। এই দল প্রাচীন হুইগ্ অথবা উদারমতি দল হইতে উৎপন্ন হইয়া, কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত ইহাঁদের একসঙ্গেই টোরী অথবা প্রাচীন রক্ষণশীল-দলের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে উদারমতিগণ আমূল সংস্কারক-

গণ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন এবং চতুর্থ জর্জ্জের রাজত্বের শেষ ভাগে ও রাজা চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বকালে উদারমতিগণ প্রাণপণে একদিকে যেমন টোরী আধিপত্য বিনাশে বদ্ধপরিকর ছিলেন, অপর দিকে সেইরূপ আমূলসংস্কারকবর্গকে পরাস্ত করিয়া, অঙ্কুরেই তাঁহাদের অত্যুদার মতসমূহকে বিনাশ করিতে সতত সচেষ্ট ছিলেন। রাজকীয় কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া আমূল সংস্কারকদিগকে নির্ম্মূল করিয়া, ক্রমে ক্রমে দেশের রাজনৈতিক সংস্কার সাধনই তদানীন্তন উদারমতিগণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। *

ইংলণ্ডের এইরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংরাজ-রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার শাসনগুণে এই অবস্থার কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ক্রমে আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

* Greville's Journal of the Reign of Queen Victoria (Second Series) Vol. I. p. 5.

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাজত্বের প্রথম বৎসর।

সুশিক্ষিতা ও উদারমতী জননীর শিক্ষাগুণে মহারাণী ভিক্টোরিয়া শৈশব হইতেই উদার মতের পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য-জীবনের আত্মীয়বর্গ অনেকেই এই মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার প্রিয়তম মাতুল রাজা লিওপোল্ড উরূপার রাজনৈতিক সমাজে অতিশয় উদার-মতি বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেবের উদারতা ইংলণ্ডে একরূপ সর্ব্বজন-বিদিত ছিল। সুতরাং বৈজিকগুণে ও শিক্ষাপ্রভাবে, উভয়তঃই ভিক্টোরিয়ার প্রাণে উদার রাজ-নীতির প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। সিংহাসন অধি-রোহণ করিয়াও তিনি ঘটনাক্রমে উদারমতাবলম্বী অমাত্য ও মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃকই পরিবৃত হইলেন। রাজা চতুর্থ উই-লিয়মের মৃত্যুকালে উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের হস্তে রাজ-কার্য্য-পরিচালন-ভার অর্পিত ছিল। ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের প্রথম কতিপয় বৎসরেও ইহাঁদের হস্তেই শাসন-ভার ন্যস্ত রহিল। লর্ড মেলবোর্ণ্ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রথম রাজমন্ত্রী ছিলেন। বালিকা মহারাণী ইহাঁর উপর বিশেষ নির্ভর করিয়া চলিতেন। রাজকীয় ব্যাপারে মেলবোরণই

ভিক্টোরিয়ার সর্ব্বপ্রথম উপদেষ্টা ; এবং তাঁহার চরিত্রবতী জননী ও শৈশব শিক্ষকগণের পরেই, ভিক্টোরিয়ার চরিত-বিকাশের ইতিহাসে মেল্‌বোর্‌ণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ দিবসে মেল্‌বোর্‌ণ্ জন্ম গ্রহণ করেন। উচ্চশ্রেণীর ইংরাজগণের প্রধান শিক্ষা-স্থল ইটন বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রথম শিক্ষা লাভ হয়। এই বিদ্যালয় হইতে ক্যাম্ব্রিজ নগরীর ট্রিনিটী বিদ্যালয়ে গমন করেন। তথায় কিছুকাল বিদ্যাভ্যাস করিয়া ব্যব-হারিক বিদ্যা ও রাজনীতি শিক্ষা করিবার উদ্দেশে স্কট্‌ল্যাণ্ড প্রদেশান্তর্গত গ্লাসগো নগরীতে গমন করেন। এই স্থানে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মিলার সাহেবের তত্ত্বাব-ধানাধীনে একটী আলোচনা সভা ছিল। এই সভায় মেল্‌বোর্‌ণ্ আপনার সুবিস্তৃত ঐতিহাসিক জ্ঞান ও অত্যদ্ভুত বিদ্রূপ-শক্তির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তৎ-পরে মেল্‌বোর্‌ণ্ ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পার্লেমেণ্টের সভ্যপদ গ্রহণে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইল। সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ফক্স এই সময়ে পার্লেমেণ্ট মহা-সভায় উদারনৈতিকদলের নেতা ছিলেন এবং রাজকীয়

শাসন-ভার রক্ষণশীলগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। মেল্‌বোর্‌ণ্‌ পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিয়া ফক্সের নেতৃত্বাধীনে মন্ত্রি-সমাজের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

এই বৎসরই তাঁহার পরিণয় হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ বিবাহের অল্প দিন পরেই স্বামী স্ত্রীতে নিদারুণ মনোবাদ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

আয়র্লণ্ডের শাসন-কর্ত্তার প্রধান সেক্রেটারী স্বরূপ মেল্‌বোর্‌ণ্‌ সর্ব্ব প্রথম রাজকর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার অল্প দিন পরেই স্বদলের অত্যুদার রাজনৈতিক মতামতে অসন্তুষ্ট হইয়া মেল্‌বোর্‌ণ্‌ ক্রমে রক্ষণশীলতার দিকে কথঞ্চিৎ ঝুঁকিয়া পড়েন, এবং কিছু কাল পরে সুপ্রসিদ্ধ সেনা-পতি ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটনের অধীনে রক্ষণশীল মন্ত্রিসমাজে প্রবেশ করেন। কিন্তু রক্ষণশীলদিগের সঙ্গে তাঁহার অধিক দিন কার্য্য করা অসাধ্য হইল। পার্লে-মেণ্টের সভ্য-মনোনয়ন প্রথার সংস্কারার্থ আন্দোলন উপস্থিত হইলে, মেল্‌বোর্‌ণ্‌ ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটনের অধীনে কর্ম্মত্যাগ করিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষীয় উদার-নৈতিকদলের সঙ্গে পুনরায় যোগ দান করিলেন। ইহার অল্প দিন পরে পিতার মৃত্যুতে মেল্‌বোর্‌ণ্‌ পার্লেমেণ্টের কমন্সদিগের সভা পরিত্যাগ করিয়া লর্ড সভায় আপনার পৈত্রিক আসন গ্রহণ করিলেন।

পার্লেমেণ্টের সংস্কার সাধনের বিরোধী হইয়া ডিউক অব্ ওয়েলিংটন রাজমন্ত্রিপদ পরিত্যাগ করিলে, লর্ড গ্রে রাজ-মন্ত্রী হইলেন এবং মেল্‌বোর্ণ্ তাঁহার অধীনে পুনরায় মন্ত্রি-সমাজে প্রবেশ করিলেন।

ইহার দুই বৎসরকাল পরে মেল্‌বোর্ণ্ প্রধান মন্ত্রি-পদে বৃত হইলেন। চতুর্থ উইলিয়ম এই সময়ে উদার নীতির প্রতি নানা কারণে বিশেষ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং সহসা একদিন মেল্‌বোর্ণ্‌কে রাজ-মন্ত্রিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া ডিউক অব্ ওয়েলিংটনকে মন্ত্রি-সমাজ গঠন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ডিউক স্বয়ং মন্ত্রি-সমাজ গঠনে অগ্রসর না হইয়া, স্যার্ রবার্ট পীলের উপরে এই ভার অর্পণ করিতে মহারাজাকে অনুরোধ করিলেন। পীল মন্ত্রি-সমাজ গঠন করিলেন বটে, কিন্তু মহারাজা অবৈধরূপে মেল্‌বোর্ণ্‌কে পদচ্যুত করাতে পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ ও দেশের জন-সাধারণ কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই পার্লেমেণ্ট মহাসভায় পরাস্ত হইয়া পীল্‌কে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইল এবং মেল্‌বোর্ণ্ পুনরায় মন্ত্রি-পদে বৃত হইয়া ১৮৩৫ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মন্ত্রি-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মেল্‌বোর্ণের ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভিক্টোরিয়া ইংরাজ রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

মেল্‌বোর্‌ণ্‌ বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতি কোমল ছিল এবং আপনার সুমিষ্ট ব্যবহারে তিনি সমাজে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মিষ্টভাষী, পরোপকারী, স্বদেশ-হিতৈষী ও উদারমতি মেল্‌বোর্‌ণ ব্যতীত অপর কোনও মন্ত্রীই এরূপ ভাবে কোমলপ্রাণা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিতেন না এবং মেল্‌বোর্‌ণের সহস্র দোষ সত্ত্বেও, সত্যের অনুরোধে, আমাদিগকে এই কথা বলিতে হয় যে, কুমারী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তিনি সতত পিতৃবৎ আচরণ করিয়া সরল ভাবে নিরন্তর তাঁহার কোমল হৃদয়-মনকে ধর্ম্মের ও উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

নবীনা মহারারাণীকে দেখিয়াই মেল্‌বোর্‌ণ্‌ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজবাটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই দিবস মেল্‌বোর্‌ণ্‌ তাঁহার বন্ধু লর্ড লিণ্ডহার্ষ্টকে লিখিয়াছিলেন;—"মহারাণীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহার ভাবস্বভাব ও আচারআচরণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উচ্চ পদের উপযুক্ত।" গ্রেভিল্‌ তাঁহার দৈনন্দিন লিপি-পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"মেল্‌বোর্‌ণ্‌ মহারাণীকে আপনার তনয়ার মত স্নেহ মমতা করেন, এবং তাঁহার সুখ বিধানে সতত উৎসুক থাকেন। মহারাণীও মেল্‌বোরণের উপর

অকৃত্রিম আস্থা সহকারে সর্ব্ব বিষয়ে নির্ভর করিয়া চলেন, এবং তাঁহার নিকটে থাকিতে বড় ভাল বাসেন। তিনি অবিরত মেল্‌বোর্‌ণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহেন; আহারের সময়ও মেল্‌বোর্‌ণ্ মহারাণীর পার্শ্বে উপবেশন করেন। মেল্‌বোর্‌ণের পক্ষে এই ব্যবহার অস্বাভাবিক নহে। আপনার একটী কন্যা থাকিলে মেল্‌বোর্‌ণ্ যেরূপ গভীর একাগ্রতা সহকারে তাঁহাকে ভালবাসিতেন, মহারাণীকেও ঠিক সেই রূপ একাগ্রতা সহকারে ভালবাসেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে মেল্‌বোর্‌ণের এজগতে ভালবাসিবার লোক কেহ নাই। তাহাতেই প্রাণের স্বাভাবিক স্নেহ-ভাবের তাড়নায় তিনি মহারাণীকে আরো আন্তরিক ভালবাসেন। মহা-রাণীর চরিত্র গঠন ও মানসিক শিক্ষার ভার মেল্‌বোর্‌ণের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এতদপেক্ষা অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কোনও কর্ত্তব্যভার তাঁহার মস্তকে অর্পিত হইতে পারিত না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মেল্‌বোর্‌ণ্ এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।” ফলতঃ মহারাণীর এই শিক্ষা-ভার মেল্‌বোর্‌ণের হস্তে ন্যস্ত হওয়া নিতান্তই সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছিল। লর্ড মেল্‌বোর্‌ণের উপর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এরূপ অচলা আস্থা হইয়াছিল যে, রাজকীয় কার্য্যকলাপ ব্যতীত ব্যক্তিগত বিষয়াদিতেও তিনি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া প্রায় চলিতেন না। একদা একজন উপ-

ন্যাস-রচয়িতা তাঁহার নবরচিত উপন্যাসখানি মহারাণীর নামে উৎসর্গ করিতে অভিলাষী হইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেল্‌বোরণের উপর এই বিষয়ের বিচার-ভার অর্পণ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী গ্রন্থখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়াই তাহা মহারাণীর নামে উৎসর্গীকৃত হইবার উপযুক্ত নহে, বলিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে ভিক্টোরিয়াও গ্রন্থকর্ত্তাকে আপনার অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

১৩ই জুলাই দিবসে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পার্লেমেণ্ট সভাগৃহে গমন করিয়া মহাসভার অধিবেশন সাঙ্গ করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যথারীতি সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থাদির সংক্ষেপ সমালোচনা করিয়া, প্রজা সাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষণে এবং মাতৃভূমির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানে যত্নবতী হইবেন বলিয়া পুনরায় বক্তৃতা করেন। নূতন মহারাণীর এই সুন্দর বক্তৃতা শ্রবণে ইংরাজ সাধারণের পূর্ব্বোদ্রিক্ত শ্রদ্ধাভক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পার্লেমেণ্টের অধিবেশন সাঙ্গ হইয়া, মহাসভার সভ্য মনোনয়নার্থ রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইলে, দেশময় মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। হুইগ্‌ ও টোরী এই উভয় দলই মহারাণীর নাম গ্রহণ করিয়া আপন আপন প্রতিপক্ষীয়দিগকে

পরাস্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নূতন রাজত্বে হুইগ্ দলেরই প্রাধান্য রক্ষিত হইবার অধিক সম্ভাবনা দেখা যাইতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত হুইগ্ মন্ত্রিদল রাজকীয় ক্ষমতা ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিলেন, এবং এইরূপ অপেক্ষাকৃত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া ইহাঁরা স্বভাবতঃই স্বেচ্ছামত সমুদায় রাজনৈতিক সংস্কার সাধনে কৃতকার্য্য হন নাই। রাজা চতুর্থ উইলিয়ম প্রায় কখনই তাঁহাদের প্রতি সম্যক্ সুপ্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু ভিক্টোরিয়া-রাজত্বে তাঁহাদের এই দুরবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যাইতে লাগিল। সুতরাং টোরীগণ সহজেই একটুকু অধিক মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন এবং যে পরিমাণে ভিক্টোরিয়া উদার নৈতিকদলের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিতে লাগিলেন, সেই পরিমাণে ক্ষুব্ধ টোরীগণের প্রীতি ও ভক্তির উচ্ছ্বাস হ্রাস হইতে লাগিল। কিন্তু এই ঘোরতর বৈষম্য সত্ত্বেও উভয় দলই পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় ভীষণ বাক্‌যুদ্ধে নবীনা মহারাণীর নামে স্ব স্ব প্রতিপক্ষীয়দিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই সর্ব্বাগ্রে পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে যত্নবতী হইলেন। একদিন সামান্য দুই চারি টাকার জন্য যাঁহাকে সঙ্কুচিত থাকিতে হইত, এখন পার্লেমেণ্ট সভা কর্ত্তৃক

তাঁহারই সার্দ্ধ অষ্ট ত্রিংশতি লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল এবং এই অর্থ হইতে সর্ব্বাগ্রে পিতৃভক্তিপরায়ণা ভিক্টোরিয়া পিতাকে ঋণ মুক্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া প্রধান মন্ত্রী মেল্‌বোর্‌ণ্‌কে বলিলেন, "আমার পিতার যে সকল ঋণ আজিও শোধ দেওয়া হয় নাই, তাহা আমি শোধ দিতে ইচ্ছা করি; আমাকে ইহা করিতেই হইবে। আমি এটী একটী পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।" যেরূপ ভাবে, যে গভীর একাগ্রতা সহকারে ভিক্টোরিয়া এই কথা গুলি বলিলেন, তাহাতে তাঁহার গভীর পিতৃভক্তির পরিচয় পাইয়া, বৃদ্ধ মন্ত্রী মেল্‌বোর্‌ণ্‌ চক্ষুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। অত্যল্প কাল মধ্যেই রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ডের সমুদায় ঋণ পরিশোধিত হইল। কিন্তু কেবল পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াই ভিক্টোরিয়ার প্রাণ পরিতুষ্ট হইল না। যে সকল উত্তমর্ণ তাঁহার পিতৃদেবের প্রতি অতিশয় সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা ছিল, মহারাণী ভিক্টোরিয়া আপনার ও আপনার মাতার গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ বহুমূল্য উপহারও প্রেরণ করিলেন।

এই সকল কারণে সিংহাসনে পদক্ষেপ করিয়াই মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাসাধারণের বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ আইরিশ রাজ-

নীতিজ্ঞ ও স্বদেশহিতৈষী দানিয়াল্ অক্নেল্ এই সময়ে পার্লেমেণ্টের সভ্য ছিলেন। ইংরাজে আইরিশে চিরন্তন অসদ্ভাব। ইংরাজ সিংহাসনের প্রতি আইরিশ জনসাধারণ কখনও বিশেষ আসক্ত হয় নাই। কিন্তু ভিক্টোরিয়া ইংরাজ-বিদ্বেষী অক্নেলেরও অনুরাগ এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। ভিক্টোরিয়ার ইংরাজ সিংহাসনাধিরোহণ কালে কতিপয় স্থূলবুদ্ধি ইংরাজ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার খুল্লতাত ডিউক্ অব্ কম্বার্লেণ্ডকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার বাতুল ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই কথা শুনিয়া অক্নেল্ বলিয়াছিলেন, "যে যুবতী মহিলা এখন ইংলণ্ডের সিংহাসন সুশোভিত করিয়া আছেন, তাঁহার শরীর, সম্মান ও জীবন রক্ষার্থ প্রয়োজন হইলে আমি পঞ্চলক্ষ সৎসাহসী ও দুর্জ্জয় আয়র্লণ্ডবাসীকে এই স্থানে আনিয়া একত্রিত করিতে পারি।"—কেবল অক্নেল্ কেন, আরো বহুসংখ্যক ইংলণ্ডবাসী এই সময়ে নবীনা মহারাণীর চরিত-মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি উপন্যাস-লেখক ডিকেন্সও ইহাঁদের মধ্যে এক জন ছিলেন। এমন কি কেহ কেহ নবীনা মহারাণীর স্নিগ্ধসৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে বিমূঢ় হইয়া, তাঁহাদের আচার ব্যবহারে তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এতন্মধ্যে এক ব্যক্তির ধারণা জন্মিয়াছিল

যে, মহারাণী তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেনই করিবেন! সুতরাং তিনি স্বকীয় শকটারোহণে প্রতি দিন অপরাহ্ণে রাজবাটী-সংশ্লিষ্ট প্রমোদ-উদ্যানে মহারাণীর শকটের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন! রাজকীয় শকট রাজপথে বহির্গত হইবামাত্র ইনিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আপনার শকট চালাইয়া বেড়াইতেন! বহুকাল পর্য্যন্ত আপনার ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে এই ব্যক্তির মনে এই বিষম ভ্রান্তি বিদ্যমান ছিল।

রাজত্বের প্রথম বর্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া সর্ব্বদা নিয়মিত মত প্রাতে অষ্ট ঘটিকার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সর্ব্ব প্রথমে রাজকীয় কাগজপত্রাদি পরিদর্শন ও তাহাতে নাম স্বাক্ষর এবং তদানুসঙ্গিক অপর সমুদায় কার্য্য সমাধা করিতেন। ইহাতে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইত। অতঃপর দশ ঘটিকার সময় প্রাতঃকালীন আহার করিতেন। আহারের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রতিদিন এক-জন পরিচারিকা গিয়া রাজমাতা লুইসাকে আহারার্থে আহ্বান করিয়া আনিত। এইরূপ ভাবে আহূত না হইলে লুইসা কখনও তনয়ার নিকটে আসিতেন না; এবং কন্যার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার সময় সতত নিরতিশয় সাবহিত ভাবে সর্ব্ব প্রকারের রাজনৈতিক বিষয় বর্জ্জন

করিয়া চলিতেন। দ্বিপ্রহরের সময় মহারাণী রাজমন্ত্রি-বর্গের সঙ্গে দৈনিক রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। মন্ত্রিসমাজের অধিবেশন সমাপ্ত হইলে, রাজমাতা সমভিব্যাহারে শৈশবের সুঅভ্যাসানুসারে, অমাত্য ও ঊর্দ্ধতন পরিচারকবর্গ পরিবৃত হইয়া পদব্রজে, অশ্বপৃষ্ঠে কিম্বা শকটারোহণে বিশুদ্ধ বায়ু-সেবন ও অঙ্গ-সঞ্চালনার্থ রাজপথে কিম্বা রাজকীয় প্রমোদ-উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। রাত্রি কালীন আহারান্তে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোনও দিন বা প্রধান মন্ত্রী মেল্‌বোর্‌ণের সঙ্গে বিবিধ আলাপ প্রলাপে, আর কোনও দিন বা সুমধুর সঙ্গীতালাপনে অনুমান দ্বিঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিতেন।

ভিক্টোরিয়া সিংহাসন আরোহণ করিলে,তাঁহার অপরিপক্ক বয়স দর্শনে অনেকের মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তিনি চক্রান্তী লোকদিগের চক্রান্তে পড়িয়া অতি সত্বরই রাজকীয় পদের গৌরব ও সম্মান বিনাশ করিবেন। কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহার আচারআচরণ ও ভাবস্বভাব দৃষ্টে লোকের মন হইতে এই আশঙ্কা একেবারে বিদূরিত হইয়া গেল। রাজ-মাতা লুইসা রাজকার্য্য পরিচালনে তনয়ার প্রধান সহায় হইয়া স্বমতে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিবেন বলিয়া যাহাদের প্রাণে আশঙ্কা হইয়াছিল, বুদ্ধি-

মতী ভিক্টোরিয়া সর্ব্বাদৌ সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ও রাজকীয় কার্য্যে মাতার সঙ্গে সমুদায় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাদের এই আশঙ্কা নিবারণ করিলেন। ইংলণ্ডের মত নিয়মতন্ত্র রাজ্যের রাজকার্য্য পরিচালনা যার পর নাই কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব-প্রারম্ভে দেশের যে বিষম রাজনৈতিক অবস্থা ছিল, রাজনৈতিক দলাদলি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে ঘোরতর প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহাতে তাঁহার মত অল্প বয়স্কা যুবতীর এই নিরতিশয় কঠিন কার্য্য সাধন যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু এই গুরুতর অবস্থায়, এত অল্প বয়সে, এরূপ সামান্য অভিজ্ঞতা লইয়াও যে তিনি অতিশয় সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ বিচক্ষণতার বিশেষ প্রমাণ। গ্রেভিল্ লিখিয়াছেন যে, তনয়ার এই অভিনব স্বাধীনতা দর্শনে রাজমাতা লুইসা বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু লুইসার তীক্ষ্ণবুদ্ধির ও পরিণামদর্শিতার আমরা যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে কন্যার এই বিচক্ষণ ব্যবহারে তাঁহার প্রাণে ক্লেশ না হইয়া আহ্লাদ হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। গ্রেভিল্ লিখিয়াছেন,—“মহারাণী ভিক্টোরিয়া জননীর প্রতি সতত সসম্মান ও সস্নেহ ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু রাজকীয়

ব্যাপারে তাঁহার সঙ্গে কোনও বিশেষ সংস্রব রাখেন না। ইহাতে রাজমাতার প্রাণে বিশেষ ক্লেশ হইতেছে। অষ্টাদশ বর্ষকাল অশ্রান্ত পরিশ্রমে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে তনয়ার শিক্ষা বিধান করিয়া অবশেষে তাঁহাকে এরূপ হেয় ভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে, ইহা তিনি জানিতেন না। যাহা হউক পরিণামে রাজা চতুর্থ উইলিয়মেরই জয় হইল; তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন পরিণামে তাহাই ঘটিল! এবং যদি রাজমাতা লুইসার বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করা মহারাজা চতুর্থ উইলিয়মের প্রেতাত্মার পক্ষে সম্ভবপর হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার শত্রুর এই আশ্চর্য্য পরাভবে বিশেষ প্রীত হইতেছেন। এই সকল কথা বলিয়া রাজমাতা লুইসা বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন।” এই কথা লিখিয়া শেষে গ্রেভিল্ এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, “সর্ব্বপ্রকারের বাহ্যিক শিষ্টাচার ও সদাশয়তার মধ্যেও সময় সময় মহারাণী আপনার দুর্দ্দমনীয়া প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন এবং কালক্রমে ভূয়োদর্শনজাত আত্মনির্ভর লাভ করিলে তিনি যে সতত তাঁহার বলবতী ইচ্ছা-শক্তির পরিচয় দিবেন, এ বিষয়ে অল্পই সন্দেহ হয়। রাজদরবার ও রাজপ্রাসাদ সম্পর্কীয় সর্ব্ব প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে এখনই তিনি এরূপ ভাবে কার্য্য করেন যে, তাহা

দেখিলে বোধ হয় যেন বহুকাল হইতেই রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনে তাঁহার বিশেষ অভ্যাস জন্মিয়াছে। কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও রাজমাতার প্রতি আচারআচরণে ভিক্টোরিয়ার কোনও ক্রটী লক্ষিত হয় না।"

শৈশবাবধিই যে ভিক্টোরিয়ার বলবতী ইচ্ছা-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, পাঠক তাহা জানেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই ইচ্ছা-শক্তিরও বলবৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং রাজমাতা লুইসার মনোভাব সম্বন্ধে গ্রেভিল্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অতিরঞ্জিত হইলেও, মহারাণীর বলবতী ইচ্ছা-শক্তি সম্বন্ধে, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। মহারাণী যে রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ এবং বিশেষতঃ আপনার পরিচারক ও পরিচারিকাবর্গকে বিশেষ শাসন করিতেন, ইহাও যথার্থ। তবে একদিকে যেমন তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে কঠোর শাসন করিতেন, সেইরূপ অপরদিকে সতত সদয় ব্যবহারে এই কঠোর শাসনের তীক্ষ্ণতা হ্রাস করিতে যত্ন করিতেন, ইহারও বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। জনৈক উচ্চবংশীয়া ভদ্র মহিলা নবীনা মহারাণীর সহচরী নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু আলস্য কিম্বা অসাবধানতা বশতঃ তিনি যথা সময়ে আপনার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য সাধনে যত্ন করিতেন না। এইরূপ দুই তিন দিন তাঁহার এই অসাবধানতা দর্শনে, তৃতীয়

কি চতুর্থ দিবসে মহারাণী ঘড়িহস্তে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। ভদ্রমহিলাটী ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন;—"আমার বোধ হয় দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি আমার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আছেন।" মহারাণী গম্ভীরভাবে বলিলেন;—"হাঁ, পূর্ণ দশ মিনিট কাল আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি এবং আমি অনুরোধ করি যেন ভবিষ্যতে এরূপ আর কখনও না হয়।"

কিন্তু এই কথায় নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া এই ভদ্রমহিলাটী আপনার গাত্রস্থ শালখানি পরিপাটীরূপে পরিধান করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে তাঁহার শাল খানি পরাইয়া দিলেন এবং অতি কোমল ও মিষ্টস্বরে বলিলেন;—"আশা করি আমরা সকলেই কালক্রমে আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে বিশেষ তৎপর হইতে পারিব।"

অল্প বয়স্কা হইলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে রাজকার্য্যে কেবল সাক্ষীগোপাল স্বরূপ হইয়া থাকিবেন না, সত্বরই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে লাগিল। রাজমন্ত্রিগণ যাহা কিছু রাজকীয় কাগজপত্র তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করেন, মহারাণী তৎসমুদায়ই অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া তৎসম্বন্ধে আপনার মতামত প্রদান করিতে লাগিলেন। কোনও বিষয়েরই সম্পূর্ণ তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহার

তৃপ্তি হইত না। এমন কি তাঁহার এই সকল ভাব স্বভাব দৃষ্টে প্রধান মন্ত্রী মেলবোর্‌ণ্‌ একদিন বলিয়াছিলেন, "এরূপ একজন রাণীকে চালান অপেক্ষা দশজন রাজাকে চালান সহজ ব্যাপার।" মহারাণীর স্বাক্ষর লাভার্থ কোনও কাগজপত্র তাঁহার সমক্ষে স্থাপন করিলে তিনি তৎসম্বন্ধে অগ্রে অসংখ্য প্রশ্ন করিতেন এবং তাহাদের সদুত্তর না পাইয়া কখনও তাহাতে আপনার নাম অঙ্কিত করিতেন না। কখনও কখনও এই সকল প্রশ্নোত্তরের পরেও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করিবেন না বলিয়া তাহা স্থগিত রাখিয়া দিতেন। একদা মন্ত্রিসমাজ কর্তৃক রচিত একখণ্ড বিধান মহারাণীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়া, কথোপকথনচ্ছলে প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে এই বিধান পাশ করা সুবিধাজনক হইবে। এই কথা শুনিয়া মহারাণী অমনি বলিয়া উঠিলেন;—"মহাশয়, ভাল মন্দ বিচার করিতেই আমি শিখিয়াছি; কিন্তু সুবিধা কথাটী আমি শুনিতেও চাই না, বুঝিতেও চাই না।" *

আর একদিন লর্ড মেল্‌বোর্‌ণ একখণ্ড রাজকীয় দলিলে মহারাণীর স্বাক্ষর লাভের জন্য বিশেষ জেদ্‌

* "I have been taught, my lord, to judge between what is right and what is wrong but expediency is a word which I neither wish to hear nor to understand."

করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাণী তৎসম্বন্ধে মুন্দায় তথ্য অবগত না হইয়া কোনও মতে তাহাতে স্বকীয় নাম অঙ্কিত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। মেল্‌বোরণ অবশেষে ইহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপন করিলে মহারাণী যারপর নাই দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন—"যে দলিল সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মে নাই, তাহাতে আমার স্বাক্ষর করা উচিত কি না, আমার নিকট ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন।"* এই কথা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী মহাশয়কে কাজে কাজেই নিরস্ত হইতে হইল। এই রূপে প্রায়শঃই যুবতী মহারাণীর বলবতী ইচ্ছাশক্তি ও অপরাজেয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল।

খৃষ্টধর্ম্মানুসারে রবিবার অতি পবিত্র দিবস। নিষ্ঠাবান্ খৃষ্টিয়ানগণ এই দিবসে সংসারের সর্ব্ব প্রকার কার্য্য কলাপ হইতে বিরত থাকিয়া কেবল ভগবৎচিন্তা, ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে সময়াতিবাহিত করেন। চরিত্রবতী জননীর সুশিক্ষা প্রভাবে শৈশব হইতেই ভিক্টোরিয়ার মনে ধর্ম্মের বীজ রোপিত হইয়াছিল এবং ক্রমে তিনি একজন অতি নিষ্ঠাবতী খৃষ্টান হইয়া উঠিলেন। রাজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছু

* It is with me a matter of paramount importance whether or not I attach my signature to a document with which I am not thoroughly satisfied.

দিন পরেই একদা শনিবার সন্ধ্যার পরে একজন রাজমন্ত্রী আসিয়া কতিপয় গুরুতর রাজকীয় কাগজপত্রাদি মহারাণীর পরিদর্শনার্থ উপস্থিত করিয়া বলিলেন—"এ গুলিকে একটুকু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে বলিয়া কিঞ্চিৎ দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, সুতরাং আগামী কল্য কোন্ সময়ে মহারাণী এগুলি দেখিতে পারিবেন, তাহা জানিতে চাহি।" মহারাণী তদুত্তরে বলিলেন,—"মহাশয়, আগামী কল্য রবিবার।" মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—"কাল রবিবার সত্য, কিন্তু রাজকীয় কার্য্যে বিলম্ব সয় না।" এই কথায় মহারাণী পর দিন প্রাতঃকালীন উপাসনার পরে ঐ কাগজগুলি পরিদর্শন করিতে স্বীকৃত হইলেন। পর দিবস উপাসনালয়ে ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামবারে সর্ব্বপ্রকারের বৈষয়িক কার্য্যকলাপ হইতে বিরত থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা করার ঔচিত্য সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ প্রদত্ত হইল দেখিয়া, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রিবর কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। উপাসনান্তে যথা সময়ে মহারাণীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, ভিক্টোরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অদ্যকার উপদেশ আপনার কেমন লাগিল?" রাজমন্ত্রী বলিলেন,—"অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া মহারাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তবে, বলিতে কি, আমিই গতরাত্রে ধর্ম্মযাজক মহাশয়কে এই বিষয়ে উপদেশ দিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম।

আমি আশা করি, এই উপদেশে আমরা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইব।” রবিবার দিন চলিয়া গেল, মন্ত্রিবর তাঁহার অত্যাবশ্যকীয় রাজকীয় কাগজপত্র সম্বন্ধে আর কোনও কথা বলিলেন না। কিন্তু রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার প্রাক্কালে মহারাণী তাঁহাকে বলিলেন;—“কল্য প্রাতে যখনই আপনার ইচ্ছা হয়,—এমন কি আপনার ইচ্ছা হইলে প্রত্যূষে সাত ঘটিকার সময়ই, আমরা ঐ কাগজগুলি দেখিব।” মন্ত্রিবর বলিলেন যে এত প্রত্যূষে তিনি মহারাণীকে বিরক্ত করিতে চাহেন না; নয়টার সময় হইলেই হইবে। তদুত্তরে মহারাণী বলিলেন,—“না,না, কাগজ গুলি নিরতিশয় দরকারী বলিয়া অতি প্রত্যূষেই আমি তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আপনি যদি নয়টার সময়ই তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাই হউক।” তদনুসারে পর দিবস প্রাতে নয় ঘটিকার সময় মহারাণী এই অত্যাবশ্যকীয় কাগজপত্র পরিদর্শন করিয়া যথা কর্ত্তব্য সাধন করিলেন।

এই ঘটনার অল্পদিন অগ্র পশ্চাতে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা হইতেও নবীনা মহারাণীর কোমল হৃদয়ের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদানীন্তন প্রচলিত রাজবিধানানুসারে মহারাজা বা মহারাণীকে স্বয়ং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীগণের দণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইত। ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের প্রারম্ভে ডিউক্ অব্

ওয়েলিংটন্ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। একজন সৈনিক পুরুষ ক্রমাগত তিনবার আপনার কার্য্য-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই অপরাধে সৈনিকগণের বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয়। প্রধান সেনাপতি ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্ যথারীতি এই প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা-পত্র হস্তে লইয়া মহারাণীর স্বাক্ষর লাভার্থ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। এই ভীষণ দলিল দৃষ্টে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোমল প্রাণ যার পর নাই ক্লিষ্ট হইল এবং তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রধান সেনাপতির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এই ব্যক্তির স্বপক্ষে কি আপনার কিছুই বলিবার নাই?"

ডিউক্—"কিছুই নাই; সে তিনবার আপনার কার্য্য-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

মহারাণী বলিলেন—"আপনি কৃপা করিয়া আর একটু ভাবিয়া দেখুন।"

ডিউক্ বলিলেন—"সে নিশ্চয়ই একজন অতি দুর্দ্দান্ত সৈনিকপুরুষ; তবে কেহ কেহ তাহার সাধারণ সচ্চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছে, হয়ত ব্যক্তিগত জীবনে সে একজন ভাল লোক।"

মহারাণী বলিলেন,—"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি;" এবং অমনি সেই ভীষণ দলিলে "ক্ষমা করা

গেল”—এই কথা লিখিয়া প্রফুল্ল অন্তরে তন্নিম্নে আপনার সুন্দর নামটী স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে মহারাণীর কোমল প্রাণে সহজেই নিতান্ত ক্লেশ হইত এবং এই প্রথম প্রাণদণ্ডাজ্ঞার ন্যায় পরেও ক্রমাগত এরূপ ভাবে তিনি অপরাধিদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভা এক রাজকীয় বিধি প্রণয়ন করিয়া প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা-পত্রে মহারাণীর স্বাক্ষর করিবার প্রথা রহিত করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন! এখন আর এই সকল বীভৎস দলিলে মহারাণীকে স্বয়ং স্বাক্ষর করিতে হয় না।

দেখিতে দেখিতে ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের প্রথম মাসদ্বয় অতিবাহিত হইল। শরৎ সমাগমে মহারাণী বকিংহ্যাম রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া উইণ্ডজর নগরীর সুপ্রসিদ্ধ রাজ বাটীতে গিয়া আবাস গ্রহণ করিলেন। ভাগিনেয়ীর সিংহাসন প্রাপ্তিতে রাজা লিওপোল্‌ডের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নবাভিষিক্ত মহারাণীকে দেখিবার জন্য তিনি এই সময়ে সপত্নীক ইংলণ্ডে ভ্রমণ করিতে আসিয়া উইণ্ডজর রাজবাটীতে ভিক্টোরিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। যেমন শৈশবের শৈশব-শিক্ষায় সেইরূপ যৌবনের গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনেও মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রিয়তম

মাতুল লিওপোল্‌ডের নিকট হইতে অশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

শরতের শেষভাগে নবীনা মহারাণী স্বাস্থ্যপ্রদ ব্রাইটন্ নগরীতে গিয়া কিছু দিন বাস করেন। অতঃপর নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া, ৯ই দিবসে লণ্ডন নগরীর প্রধান কর্ম্মচারী "লর্ডমেয়র" প্রদত্ত বার্ষিক ভোজে যোগ দান করেন। এই উপলক্ষে লণ্ডন নগরীতে মহোৎসব হইয়াছিল। মহারাণী এই দিবস লর্ড-মেয়রকে "ব্যারনেট্" ও তাঁহার অধীনস্থ শেরিফ্‌দ্বয়কে "নাইট্" উপাধি প্রদান করেন। শেরিফ্‌দ্বয়ের মধ্যে স্যার মোজেস্ মণ্টিফিওর নামে একজন ইহুদী ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কোনও ইহুদী প্রজা ইংলণ্ডের কোনও রাজা বা রাণীর নিকট হইতে এরূপ উপাধিপ্রাপ্ত হন নাই। যে রাজকুমার প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি "ধর্ম্ম নিবন্ধন কোনও ব্যক্তিকে কোনও অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার অন্যায় বিধানের ঘোর বিরোধী"—তাঁহারই উদারমতী তনয়া সর্ব্ব প্রথম ইহুদী "নাইট" সৃষ্টি করিলেন! এই উদার কার্য্য সাধনে উদারহৃদয়া ভিক্টোরিয়ার প্রাণে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন কালে মহারাণী যার পর

নাই ঔৎসুক্য সহকারে উদারনৈতিক দলের ভাগ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং যখন নব নির্ব্বাচিত মহাসভায় তাঁহাদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন আর তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

মেল্‌বোর্‌ণ-প্রমুখ উদারনৈতিক মন্ত্রিগণ পার্লেমেণ্টে স্বদলের প্রাধান্য নিবন্ধন আপনাদিগের পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন বটে, কিন্তু রক্ষণশীলগণেরও জনবল মহাসভায় নিতান্ত হেয় ছিল না। সুতরাং মন্ত্রিসমাজ সকল বিষয়ে বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ রাজকার্য্য পরিচালনে সক্ষম হইলেন না। বিশেষতঃ মন্ত্রিসমাজের অন্যতম সভ্য ও কমন্সদিগের সভায় উদারনৈতিকদলের অধিনায়ক লর্ড জন রসেল্ মহাসভার অধিবেশনের প্রারম্ভেই একটী বক্তৃতায় আমূলসংস্কারকদিগের বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়া এই বর্দ্ধিষ্ণু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণকে বিশেষ বিতুষ্ট করিলেন। আমূলসংস্কারদিগের সাহায্য ও পোষকতা ব্যতীত উদারনৈতিকগণের পক্ষে রক্ষণশীলদিগকে পরাস্থ করা অসাধ্য ছিল। সুতরাং মহাসভার অধিবেশনের আরম্ভ হইতেই মন্ত্রিসমাজ একরূপ হীনবল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু লর্ড রসেল্ কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে অবমানিত হইয়াও আমূলসংস্কারকগণ সহসা উদারনৈতিক মন্ত্রিদল হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন না

বলিয়া, মহাসভায় মন্ত্রিসমাজের আধিপত্য ও প্রাধান্য কোনও মতে কিয়ৎ পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রহিল।

কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই এই প্রাধান্য বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। মহারাণীর সিংহাসনাধিরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজাধিকৃত ক্যানাডা প্রদেশের ফরাসী প্রজাবৃন্দ ইংরাজগবর্ণমেণ্ট, স্থানীয় ইংরাজ সম্প্রদায় ও ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণের অন্যায় অবিচারে উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা অনেক চেষ্টায় বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিলেন বটে, কিন্তু দেশে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইল না। উত্তর ক্যানডার শাসনকর্ত্তার কার্য্যে মন্ত্রিসমাজ কথঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইলেন। শাসনকর্ত্তা তন্নিবন্ধন কর্ম্মত্যাগ করিলেন এবং ইংরাজ মন্ত্রিসমাজ লর্ড ডর্হ্যাম্‌কে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিয়া ক্যানাডায় প্রেরণ করিলেন। লর্ড ডর্হ্যাম্ ক্যানাডায় পোঁছিয়াই স্থানীয় বিধানাদি বর্জ্জিত করিয়া স্বহস্তে সমুদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ কবিলেন। ইহাতে ক্যানাডার বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু ক্রমে ইংরাজমন্ত্রিসমাজের সঙ্গে তাঁহার মনোবাদ উপস্থিত হইল। এদিকে রক্ষণশীলগণ এই উপলক্ষে লর্ড ডর্হ্যাম্ এবং মন্ত্রিসমাজ,উভয়ের উপরই ঘোরতর আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের নবপ্রবর্ত্তিত ক্যানাডা সম্বন্ধীয় শাসন-

নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

ক্যানাডা ও তথায় লর্ড ডর্‌হ্যামের কার্য্য লইয়া মন্ত্রি-সমাজ বিষম বিপদে পড়িলেন এবং ক্রমে তাঁহাদিগকে লর্ড ডর্‌হ্যামের শাসন-নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইল। কিন্তু লর্ড ডর্‌হ্যামের ক্যানাডীয় নীতির বিরোধী হইয়াও মন্ত্রিসমাজ রক্ষণশীলগণের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাইলেন না। পার্লেমেণ্টে রক্ষণশীলগণ তাঁহাদিগের ক্যানাডীয় নীতির বিরুদ্ধে এক গুরুতর প্রস্তাব উপ-স্থিত করিলেন। মন্ত্রিদলের রাজকার্য্যে থাকা ভার হইয়া উঠিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যার পর নাই উৎকণ্ঠা সহকারে এই প্রস্তাবের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতে লাগি-লেন। কিন্তু পরিণামে এই বিষয়ে রক্ষণশীলগণই পরাস্ত হইলেন। গ্রেভিল্ লিখিয়াছেন,—"অন্যতম মন্ত্রী লর্ড জন্ রসেল্ এই প্রস্তাবে তাঁহাদের পরাজিত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মহারাণীকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে মহারাণীর আর উদ্বিগ্নের সীমা ছিল না; এবং যখন মন্ত্রিসমাজের জয়-সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তখন তিনিও ঠিক মন্ত্রিগণের মতই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই প্রিভি কৌন্সিলের

অধিবেশনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে শিক্ষিতা হইয়া ইংরাজ-শাসন-প্রণালীর প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছে, এবং তিনি সর্ব্ব প্রযত্নে সতত দেশের প্রচলিত বিধানাদি মান্য করিয়া চলিবেন। রাজত্বের প্রথম হইতেই বিবিধ রাজকীয় কার্য্যাদিতে মহারাণী আপনার এই উক্তির সারল্য ও সত্যতা প্রমাণ করিতে লাগিলেন। সিংহাসনাধিরোহণের কিছুকাল পরেই ভিক্টোরিয়া তাঁহার মাতার বিশ্বাসী অনুচর স্যার জন্ কনূরয়কে কর্ম্মচ্যুত করেন। ভিক্টোরিয়ার শৈশব শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী লেজেনের সঙ্গে কনূরয়ের বিশেষ অসদ্ভাব ছিল। ভিক্টোরিয়া লেজনৃকে আশৈশব অতিশয় ভাল বাসিতেন এবং এই কারণেই শৈশবাবধি কনূরয়ের প্রতিও তাঁহার বিদ্বেষভাব ছিল। সিংহাসন-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই মহারাণী কনূরয়কে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। কিন্তু কনূরয় তাঁহার পিতামাতার বিশ্বাসী অনুচর ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে নানা বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি কি পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার সময়, ভিক্টোরিয়া ইহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। কনূরয় ত্রিংশতি সহস্র মুদ্রার একটী বার্ষিক বৃত্তি, আইরিশ লর্ডপদ এবং নাইট উপাধি পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহারাণী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন

যে, প্রচলিত প্রথা অনুসারে লর্ডপদ ও নাইট উপাধি দান করিবার ভার তাঁহার মন্ত্রিবর্গের হস্তে, তিনি সে বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন না; তবে ত্রিংশতি সহস্র মুদ্রার বার্ষিক বৃত্তি তিনি স্বয়ং দান করিতে পারেন, এবং কনুরয় তাহা পাইবেন।

ভিক্টোরিয়া আপনার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠতাত রাজা চতুর্থ উইলিয়মের পত্নী রাণী এডিলেডের প্রতি সতত অতি সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছেন। পিতৃব্যের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই তিনি রাণী এডিলেডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান, পিতৃব্য-বিধবাকে দেখিয়া ভিক্টোরিয়ার কোমল প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে। রাণী এডিলেড্‌ও মহারাণীর এই সরল সস্নেহ সহানুভূতি দর্শনে চক্ষুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই। রাণী এডিলেডের জীবদ্দশায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া সতত তাঁহার সঙ্গে নিরতিশয় সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

প্রথমে ভূতপূর্ব্ব মহারাজের অবিধিজ সন্তান সন্ততি-গণের প্রতি মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিশেষ স্নেহ বা অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু কালক্রমে ইহাঁরাও তাঁহার কৃপাভাজন হইয়াছিলেন।

ব্রন্সউইক বংশীয় রাজগণের ইংরাজ রাজসিংহাসনাধি-রোহণে ইংলণ্ড এবং হ্যানোভার রাজ্য একচ্ছত্রাধীনে

স্থাপিত হয়। কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ইংরাজ রাজ-সিংহাসন প্রাপ্তিতে হানোভার রাজ্য ইংলণ্ডের সিংহাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। হানোভারের প্রচলিত রাজবিধান অনুসারে স্ত্রীলোকের সিংহাসন প্রাপ্তির নিয়ম নাই বলিয়া, ভিক্টোরিয়ার খুল্লতাত ডিউক্ অব্ কম্বারল্যাণ্ড হানোভারের সিংহাসন আরোহণ করিলেন। কম্বারল্যাণ্ড অতিশয় চক্রান্তী লোক ছিলেন এবং তাঁহার ইংলণ্ড পরিত্যাগে দেশের বিশেষ উপকার হইল।

এইরূপে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথম বৎসরকাল অতিবাহিত হইলে, দ্বিতীয় বৎসরের প্রারম্ভে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে, তাঁহার অভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিল।

সপ্তম অধ্যায়।

অভিষেক।

ভিক্টোরিয়া পিতৃব্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা চতুর্থ উইলিয়মের কোনও সন্তান সন্ততি বর্ত্তমান থাকিলে ভিক্টোরিয়ার পূর্ব্বে ইংরাজ সিংহাসনে তাঁহাদেরই অধিকার জন্মিত। রাজার মৃত্যুকালে তাঁহার কোনও সন্তান জীবিত ছিল না সত্য, কিন্তু মহারাণী জীবিতা ছিলেন, স্বামীর মৃত্যু সময়ে তাঁহার সসত্বা থাকা অসম্ভব ছিল না; স্বামীর মৃত্যুর পরেও তাঁহার সন্তান জন্মিতে পারিত। সুতরাং সে সম্ভাবনা যতদিন না একেবারে সুনিশ্চিতরূপে বিদূরিত হইয়াছে, ততদিন ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক হইতে পারে নাই।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভিক্টোরিয়ার অভিষেক হয়। বৎসরের প্রথম হইতেই অভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিল। অভিষেকের নির্দ্দিষ্ট দিবস যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, বিবিধ স্থান হইতে সমাগত ইংরাজ-মণ্ডলী দ্বারা লণ্ডন নগরী ততই পরিপূর্ণ হইতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে মহানগরী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। সুদূর স্কটলণ্ড, সমুদ্রতীরবর্ত্তী ওয়েল্‌স্, সাগরান্তরস্থ আয়র্‌লণ্ড হইতেও লোক দলে দলে নবীনা মহা-

রাণীর অভিষেকোৎসবে যোগ দান করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্বতন রাজাদিগের রাজমুকুট প্রশস্তায়তন ও অতিশয় ভারবহ ছিল বলিয়া তাহা ভগ্ন করিয়া তদপেক্ষা স্বল্পায়তন ও অল্প ওজনের একটী অভিনব রাজমুকুট নির্ম্মিত হইল। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ মণিমুক্তা অয়স্কান্তহিরকাদিতে ছোট বড় প্রায় তিনসহস্রখণ্ড বহুমূল্য প্রস্তর ছিল, এবং সর্ব্বসমেত তাহাতে ১,২৭,৬০০ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে ২৮এ জুন "রাঙ্গা রবি-ছবি" পরিধান করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে জন-কোলাহলে ও শকট-শব্দে মহানগরী লণ্ডনের সুবিস্তীর্ণ রাজপথ সমূহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঘননিবিড় লোকরাজি দ্রুত পদবিক্ষেপে সুপ্রসিদ্ধ উপাসনালয় ওয়েষ্টমিনিষ্টর এবির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাঁহারা এত লোক ভাঙ্গিয়া এত দূর হাঁটিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক বা অপরাগ হইল, তাহারাও পথিপার্শ্বে বাতায়নে ও গৃহ-ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবির পথে বাতায়নে ও প্রাসাদ-ছাদে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, দর্শক বৃন্দ একটু একটু বসিবার বা দাঁড়াইবার স্থান ভাড়া করিয়া লইতে লাগিল। ওয়েষ্ট-

মিনিষ্টার এবির অভ্যন্তরে অভিষেক সময়ে দুই তিন ঘণ্টা কাল উপবেশন করিবার জন্য লোকে দুই শত, আড়াই শত মুদ্রা দান করিতেও কুণ্ঠিত হইল না !

প্রাতে দশ ঘটিকার সময় একবিংশতি তোপধ্বনি হইয়া মহারাণীর শকটারোহণ-বার্ত্তা নগর মধ্যে প্রচারিত হইল। অতঃপর এই মহোৎসব উপলক্ষে সমবেত বিবিধ রাজদরবারের প্রতিনিধিগণ, এবং আপনার পরিবার ও অমাত্যবর্গ, বাদ্যকর, শরীররক্ষক ও রাজপ্রাসাদের ঊর্দ্ধতন পরিচারকবৃন্দ সমভিব্যাহারে মহারাণী ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার উপাসনালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজকীয় শকটরাজি পথিপার্শ্বস্থ উৎসাহী ও উৎসুক দর্শকবৃন্দের নয়নগোচর হইবা মাত্র,লক্ষকণ্ঠ সমস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল ; এবং যখন মহারাণীর স্বকীয় শকট নয়ন-পথে উপনীত হইল, তখন সমবেত লোকমণ্ডলীর গভীর আনন্দ-সূচক উন্মত্ত জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। মহরাণীর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনার্থ লক্ষ হস্ত একসঙ্গে রুমাল, শিরোস্ত্রাণ, পুষ্পগুচ্ছ প্রভৃতি দোলাইয়া কিয়ৎ-পরিমাণে আপনাদিগের অনির্ব্বচনীয় আনন্দভাব প্রকাশ করিল। প্রজামণ্ডলীর এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন পাইয়া ভাবোচ্ছ্বাসে একাধিকবার সহৃদয়া মহারাণীর আত্মহারা হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময় রাজকীয় শকটরাজি ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবির দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। উপাসনাগৃহাভ্যন্তরে কমন্স ও লর্ড সভার এবং লণ্ডনের নাগরিক সমিতির সভ্যগণ ও বৈদেশীয় রাজদূতগণ এবং ঊর্দ্ধতন রাজকীয় কর্ম্মচারীগণের আসন ব্যতীত প্রায় এক সহস্র দর্শকের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উপাসনা মন্দিরে মহারাণীর প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই গৃহাভ্যন্তর লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দ্বাদশ ঘটিকার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মহারাণী সদলবলে উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্নিগ্ধ-সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে সমবেত লোকারণ্য হইতে তুমুল জয় নিনাদ সমুত্থিত হইয়া সেই সুবিস্তীর্ণ উপাসনা মন্দিরকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। মহারাণীর আসন গ্রহণ পর্য্যন্ত এই জয়ধ্বনি বাহিরের তোপধ্বনির সঙ্গে মিলিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। ভিক্টোরিয়া স্বকীয় আসন-প্রান্তে উপনীত হইয়াই, নতজানু হইয়া, অবনত শিরে, এই মহামহোৎসবের দিনে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব সুখদাতা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে সঙ্গীতধ্বনিতে উপাসনালয় পরিপূর্ণ হইল। তদনন্তর মহারাণী আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রাজপুরোহিত ক্যাণ্টারবারীর ধর্ম্মযাজক মহাশয় চিরন্তন প্রথানুযায়ী কতিপয় ঊর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারী

সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বো-ধন করিয়া বলিলেন,—

"মহোদয়গণ, এই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারিণী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। আপনারা কি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক আছেন?" তদুত্তরে—"মহারাণী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘ-জীবিনী হউন!" —এই বলিয়া লক্ষকণ্ঠ সমস্বরে মহারাণীর উপর আপনা-দিগের শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জয় ঢক্কা বাজিয়া উঠিল, বিগুল গান ধরিল, এবং ইংলণ্ডের জাতীয় মহাসঙ্গীতের উন্মাদকর তানে সমবেত ইংরাজ-মণ্ডলীর প্রাণ নৃত্য করিতে লাগিল।

তদনন্তর পরিচারকবর্গ রাজমুকুট ও রাজকীয় মণি-মুক্তাদি যথানিয়মে মহারাণীর সমীপে স্থাপন করিলে, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মানুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে ঈশ্বরোপসনা আরম্ভ হইল। উপাসনা এবং তদনুসঙ্গীক ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন কালে ভিক্টোরিয়ার ভাব-প্রবণ হৃদয় ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং একাধিবার তাঁহার কুসুম-দাম-কোমল শুভ্র গণ্ডদেশ বহিয়া বিন্দু বিন্দু প্রেমাশ্রুপাত হইতে লাগিল। উপাসনান্তে ক্যাণ্টারবারীর ধর্ম্ম-যাজক মহাশয় মহারাণীর সমীপে গিয়া কহিলেন,—"মহারাণী কি এখন শপথ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন?"

মহারাণী—"ইচ্ছা করি।"

ধর্ম্মযাজক—"গ্রেট্ ব্রিটেন ও আয়র্‌লণ্ডের সম্মিলিত রাজ্য এবং তদধিকৃত সমুদায় প্রদেশকে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় গৃহীত রাজবিধি এবং তত্তদ্দেশে প্রচলিত রীতিনীতি ও আইন কানুন অনুযায়ী শাসন করিবার জন্য আপনি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিবেন কি?"

মহারাণী সুস্পষ্টস্বরে বলিলেন,—"এরূপ করিতে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

রাজপুরোহিত—"আপনার সর্ব্ববিধ বিচার কার্য্যে আপনি কি যথাসাধ্য সদয়ভাবে রাজবিধান ও ন্যায়ের আদেশ প্রতিপালন করিবেন?"

মহারাণী—"করিব।"

ধর্ম্মযাজক—"আপনি কি যথাসাধ্য ঈশ্বরের বিধান ও আইন অনুসারে এদেশে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত প্রোটেষ্টেণ্ট ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন? এবং আপনি কি রাজবিধানানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত চর্চ্চ-অব্-ইংলণ্ড ও আয়র্‌লণ্ড, এবং তৎ সম্পর্কিত মত, ক্রিয়াকলাপ ও তদন্তর্ভূত ধর্ম্মযাজকবর্গের সকলের ও প্রত্যেকের বিধিগত ক্ষমতা ও অধিকার যথাসাধ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবেন?"

মহারাণী—"এই সমুদায় রক্ষা করিতে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

তদনন্তর মহারাণী ঊর্দ্ধতন পরিচারকবর্গ সমভি-ব্যাহারে যথানিয়মে অভিষেক-প্রতিজ্ঞা গ্রহণার্থ উপাসনা-লয়-মধ্যস্থ বেদীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রধান ধর্ম্ম-যাজক মহাশয় মহারাণীর সমক্ষে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ,—একখণ্ড বাইবেল ধারণ করিলেন। ভিক্টোরিয়া বেদীর সম্মুখে নত-জানু হইয়া এই বাইবেলের উপরে আপনার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া অবনত মস্তকে গম্ভীরভাবে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিলেন ;—

"এইমাত্র যে প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহা আমি সতত রক্ষা করিব ;—ঈশ্বর আমার সহায় হউন।"

এই কথা বলিয়া মহারাণী সম্মুখস্থ ধর্ম্মগ্রন্থখানি চুম্বন করিলেন, এবং একখণ্ড লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে আপ-নার নাম অঙ্কিত করিয়া, পুনরায় নতজানু হইয়া, অবনত মস্তকে, নীরবে এই গুরুতর ব্রতে ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন।

অতঃপর যথারীতি চারিজন "নাইট্ অব্ দি গার্টার" উপাধিধারী লর্ড মহারাণীর শীর্ষোপরি একখণ্ড স্বর্ণ-খচিত বস্ত্র ধারণ করিলেন,এবং প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় চিরন্তন প্রথা অনুসারে পবিত্র তৈল দ্বারা ভিক্টোরিয়াকে ঈশ্বরের নামে রাজ-পদে অভিষিক্ত করিয়া, নবাভিষিক্তা মহারাণীর কল্যাণার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক, তাঁহার উপরে

ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তদনন্তর ধর্ম্ম-যাজক মহাশয় রাজকীয় তরবারি খানি মহারাণীর হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন;—

"পরমেশ্বরের ভৃত্য ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট হইতে আপনি এই রাজকীয় তরবারি খণ্ড গ্রহণ করুন। এই তরবারি দ্বারা ন্যায়ের শাসন অপ্রতিহত রাখিবেন, অন্যায়ের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবেন, ঈশ্বরের পবিত্র ধর্ম্মসমাজ রক্ষা করিবেন, বিধবা এবং অনাথদিগকে সাহায্য করিবেন, যাহা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার করিবেন, যাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা রক্ষা করিবেন, যাহা মন্দ তাহার শাসন ও সংস্কার করিবেন, এবং যাহা ভাল তাহার ভিত্তিভূমি দৃঢ় করিবেন,—যেন এই সকল কার্য্য করিয়া আপনি ধর্ম্মেতে গৌরবান্বিত হইতে পারেন; এবং ইহ জীবনে এরূপ ভাবে আমাদের প্রভু যিশুখৃষ্টের সেবা করিবেন—যেন পরজীবনে অনন্তকাল পর্য্যন্ত আপনি তাঁহার সঙ্গে স্বর্গেও রাজত্ব ভোগ করিতে পারেন। ঈশ্বর এই ইচ্ছা পূর্ণ করুন।"

এইরূপে অভিষেক-ক্রিয়া সাঙ্গ হইলে উপস্থিত অভিজাতবর্গ এবং ধর্ম্মযাজকগণ মহারাণীকে ধারণ করিয়া সিংহাসনে উত্তোলন করিয়া দিলেন। তদন্তে সমবেত অভিজাত ও ধর্ম্মযাজকগণ একে একে যথারীতি মহারাণীর

বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব প্রথমে ক্যাণ্টর-বারীর প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় মহারাণীর সিংহাসন-সমক্ষে নতজানু হইয়া, সসম্মানে তাঁহার চারুহস্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন;—

"আমার শরীর, আমার জীবন এবং আমার সর্ব্ব প্রকার পার্থিব সম্পত্তি আপনার অধীনে স্থাপন করিয়া আমি আপনার বশ্যতা স্বীকার করিলাম। সর্ব্ব প্রকারের লোকের বিরুদ্ধে আপনার প্রতি আমি বিশ্বাসী ও সৎ থাকিব। ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞাপালনে আমার সহায় হউন।"

ক্রমে ক্রমে সমবেত অভিজাতবর্গ ও ধর্ম্মযাজকগণ এইরূপে মহারাণীর সমক্ষে নতজানু হইয়া, তাঁহার চারুহস্ত চুম্বন করিয়া, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

প্রাচীন প্রথা অনুসারে অভিষেকের দিবস অভি-জাতবর্গ ও ধর্ম্মযাজকগণকে অভিষিক্ত রাজা বা রাণীর বাম গণ্ড চুম্বন করিতে হইত। কিন্তু এই যুবতী মহারাণীর অভিষেকে এই নিয়ম পরিত্যাগ করিতে হইল। কেবল মহারাণীর স্বপরিবারের ডিউকৃগণ তাঁহার গণ্ডদেশ চুম্বন করিলেন।

ভিক্টোরিয়ার খুল্লতাত ডিউক অব্ সসেক্স শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও ভ্রাতুষ্পুত্রীর অভিষেক-ক্রিয়া দর্শনার্থ সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ক্ষীণ

পদক্ষেপে সিংহাসন-সোপানাবলী আরোহণ করিতে দেখিয়া, স্বাভাবিক ভালবাসার আবেগে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ংই অগ্রসর হইয়া আপনার সুকুমার বাহুলতা দ্বারা তাঁহার গ্রীবাদেশ বেষ্টনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। এই পবিত্র দৃশ্য দর্শনে সমবেত লোকমণ্ডলীর প্রাণ নবীনা মহারাণীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে একেবারে অবনত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ ডিউকের প্রাণে ভ্রাতুস্পুত্রীর এই মধুর ব্যবহারে এত ভাবোচ্ছ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে লর্ড রোল্ নামে এক জন অশীতিপর বর্ষীয় জরাজীর্ণ-কলেবর অভিজাত মহারাণীর হস্ত চুম্বন করিবার জন্য, দুই জন বন্ধুর বাহুতে নির্ভর করিয়া রাজ-সিংহাসন-সোপান আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা নির্ভর-চ্যুত হইয়া গড়াইয়া একেবারে সিংহাসনের পাদ দেশে গিয়া পড়িলেন। এই ক্লেশকর দৃশ্য দর্শনে সমবেত লোক-মণ্ডলী চকিতত্রস্ত হইয়া উঠিল; এবং মহারাণীর কোমল প্রাণে বলবতী সহানুভূতির উদ্রেক হইল। কিন্তু লর্ড রোল্ পড়িয়া গিয়াও কোন প্রকারে আহত হন নাই; এবং তৎক্ষণাৎই অসাধারণ উৎসাহ সহকারে পুনরায় সিংহাসন-সোপান আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেন। ইতি মধ্যে কোমলপ্রাণা মহারাণী লর্ড মেল্-

বোর্‌ণ্‌কে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি স্বয়ং উঠিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে পারি না?" মেল্‌বোর্‌ণ্‌ মহারাণীর সদিচ্ছার পোষকতা করিলেন এবং ভিক্টোরিয়া দুই তিনটী সোপানস্তর অবতরণ করিয়া লর্ড রোলের চুম্বন লাভার্থ আপনার সুচারু হস্ত খানি প্রসারিত করিয়া দিলেন। মহারাণীর এই সদ্ব্যবহারে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ যৎপরোনাস্তি মোহিত হইয়াছিলেন।

অভিষেক উপলক্ষে বহুসংখ্যক ইংরাজ-প্রজা বিবিধ রাজকীয় উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লীটনের পিতা সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক বুল্‌ওয়ার্ লীটন্‌, এবং সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ স্যার উইলিয়াম হার্শেলের নাম চির-প্রসিদ্ধ থাকিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

শয়নাগার-ষড়যন্ত্র।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব আকৃতিতে বিধাতা এমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমাবেশ করেন নাই যে, তাঁহাকে এক জন অসাধারণ রূপসী বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়। কিন্তু রূপ না থাকিলেও তাঁহার মুখে বিশেষ পরিমাণে লাবণ্য বিদ্যমান ছিল। সৎপ্রকৃতির ছায়া তাঁহার চক্ষে সর্ব্বদা ভাসিত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আভা তাঁহার ললাটে সতত ফুটিত। এই কারণে শুদ্ধ শারীরিক গঠন-পারিপাট্য-জনিত যে রূপ তাঁহা ভিক্টোরিয়ার বেশী না থাকিলেও, মানসিক সৌন্দর্য্যের আভায় তাঁহার মুখে এমন রূপ ঢালিয়া দিয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া অনেক ভাব-প্রবণ ইংরাজ একেবারে বিমূঢ় হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক ডিকেন্স এবং অপর এক জন ভদ্র লোকের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এতদ্ব্যতীতও এমন অনেক লোক যুবতী ভিক্টোরিয়ার সুকুমার মুখচ্ছবি দেখিয়া বিমোহিত হইয়া বুদ্ধিহারা হইয়াছিলেন, যাঁহাদের অনুরাগোৎসাহ কেবল বাক্যে, কবিতায়, বা রাজকীয় শকটের অনুসরণে পর্য্যবসিত হয় নাই! রূপসী হইলেই রমণীগণকে সময়ে সময়ে মূঢ় লোকের আচার ব্যবহারে

বিশেষ ত্যক্ত হইতে হয়। তাহাতে আবার রূপ ও উচ্চ পদ যদি একাধারে মিলিত হয়, তাহা হইলে এই উত্যক্তির কারণ আরো বৃদ্ধি পায়। স্কটলণ্ডের রাজ্ঞী জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী মেরী, ফরাসীস্ রাজ্যের হতভাগিনী রাণী এণ্টিওনেট্, ইহাঁদের উভয়কেই আপনাদিগের অসাধারণ রূপের দোষে নির্ব্বোধ লোকের উত্যক্তি এবং সংকীর্ণচেতা হীন-নীতি পরায়ণ লোকের নিন্দা ও কুৎসা সহ্য করিতে হইয়াছিল। মহারাণীর মেরী বা এণ্টিওনেটের মত অসাধারণ রূপ ছিল না; কিন্তু তাঁহার যাহা কিছু লাবণ্য ছিল, যৌবন-সুলভ-সুস্থতা গুণে তাহাই, তাঁহার সুমধুর ভাব ও চরিত্রের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া, অনেক লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। এই কারণে অভিষেকের পর বৎসর কাল তাঁহাকে মূঢ় লোকের আচার ব্যবহারে বিশেষ বিরক্তি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার রূপ-গুণের প্রশংসা দিগন্তব্যাপিনী হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রশংসা ধ্বনিতে বিমোহিত হইয়া একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী যুবাপুরুষ মহারাণীকে দেখিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণাশায় সেই সীমান্ত প্রদেশ হইতে উইণ্ডজর নগরীতে আসিয়া উপনীত হয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহাকে বাতুলালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আর এক দিবস এক ব্যক্তি রাজকীয় উপাসনা-

লয়ে কোনও ক্রমে প্রবেশ লাভ করিয়া, মহারাণীর আসনের ঠিক বিপরীত দিকে, তাঁহার সমক্ষে, আসন গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে অবনত মস্তকে অভিবাদন এবং তাঁহার উদ্দেশে বারম্বার আপনার হস্ত চুম্বন করিতে লাগিল। অবশেষে স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক তাহাকে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক প্রণয়-লিপি মহারাণীর নিকট এই সময়ে প্রেরিত হয় এবং তন্মধ্যে দুই এক খানি সমসাময়িক সংবাদ পত্রে পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে একদা এরূপ প্রেমোন্মাদ-রোগগ্রস্থ একজন হতভাগ্য ব্যক্তি রাজপথের লোকারণ্য ভেদ করিয়া সহসা রাজকীয় শকটের পার্শ্বে আসিয়া এক খণ্ড প্রেমলিপি সজোরে শকটাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিয়া মহারাণীর মুখে বিশেষ আঘাত প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু সহসা এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়াও মহারাণী বিন্দুমাত্র ত্রস্ত হইলেন না, বরং ধীরভাবে দোষী ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ইহাকেও বাতুলালয়ে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল।

আর এক দিবস এক ব্যক্তি বকিংহাম প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া মহারাণীর শয়নাগারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং আর এক ব্যক্তি এক দিবস মহারাণী হাইড-

পার্কে ভ্রমণ করিতে গেলে, তাঁহার পার্শ্বে যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। ইহারা উভয়েই অল্পাধিক পরিমাণে দণ্ডিত হয়।

রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এইরূপে কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত বিশেষ উত্যক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে রাজদরবার সংশ্লিষ্ট একটী গুরুতর কলঙ্ক-সংবাদে সমগ্র লণ্ডন নগরী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। লেডী ফ্লোরা হেষ্টিংস নাম্নী জনৈক ভদ্র-মহিলা রাজমাতা লুইসার পরিচারিকা ছিলেন। সহসা তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কিছু কথা উঠিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া শুনিলেন, লেডী ফ্লোরা সসত্ত্বা হইয়াছেন। ভিক্টোরিয়া ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে অভ্যস্তা ছিলেন; সুতরাং এই দুঃসংবাদ শ্রবণে সহজেই তাঁহার গুরুতর ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। রাজা চতুর্থ জর্জ্জ বা চতুর্থ উইলিয়মের রাজদরবারের কোনও মহিলা সম্বন্ধে এরূপ কোনও কুৎসা রটিত হইলে, সম্ভবতঃ তাহার কোনও বিশেষ সন্ধানই লওয়া হইত না, এবং দুই চারি দিবস লোকের আলাপের বিষয়ীভূত হইয়া ক্রমে তাহা বিস্মৃতিতে ডুবিয়া যাইত। কিন্তু নীতি-পরায়ণা ভিক্টোরিয়া সেরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে পারিলেন না; এবং প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য

সবিশেষ কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই, লেডী ফ্লোরার দোষ প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে রাজদরবারে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিলেন। উপযুক্ত রাজবৈদ্যের পরীক্ষায় লেডী ফ্লোরার নির্দ্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইল। কিন্তু এই অপমান সহ্য করিয়া তিনি আর বেশী দিন জীবন ধারণ করিতে পারিলেন না; মর্ম্ম-যাতনায়, ভগ্নহৃদয়ে অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইল। এই দুর্ঘটনার জন্য মহারাণী অল্পাধিক পরিমাণে দায়ী ছিলেন! তিনি সদ্বিবেচনা সহকারে অগ্রে এই কুৎসার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া, পরে লেডী ফ্লোরাকে যে দণ্ড বিধান করিতে হয় করিলেই ইহার এরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিত না। এই ব্যাপারে এক দিকে যেমন তাঁহার নীতি-পরায়ণতা এবং পবিত্র-তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি দেখিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়, অপর দিকে সেইরূপ একদেশদর্শিতা দেখিয়া মনে বিশেষ বিরক্তির উদয় হয়।

এই দুর্ঘটনায় মহারাণী কিয়ৎ কালের জন্য আপনার প্রজাসাধারণের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা হইতে কিয়ৎ-পরিমাণে বঞ্চিত হইলেন এবং তাঁহার রাজদরবার লোকচক্ষে কথঞ্চিৎ হীন হইয়া পড়িল।

মহারাণীর তদানীন্তন দৈনিক জীবনের নিম্নলিখিত

বিবরণটী পড়িয়া পাঠক বিশেষ তৃপ্ত হইবেন। "মহারাণী প্রাতে অষ্টম ঘটিকার অল্পক্ষণ পরেই গাত্রোত্থান করেন এবং শয়নাগারেই প্রাতঃকালীন আহার সমাপ্ত করেন। তদনন্তর প্রাতঃকালে সমস্ত সময় রাজকার্য্যে অতিবাহিত করেন। তিনি স্বয়ং সমুদায় রাজকীয় পত্রাদি পাঠ করেন, এবং রাজকার্য্য-সম্পর্কীয় সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাপন করিতে হয়। একাদশ কিম্বা দ্বাদশ ঘটিকার সময় প্রধানমন্ত্রী মেল্‌বোর্‌ণ তাঁহার নিকটে আসেন এবং দৈনিক রাজকীয় কার্য্য পরিচালনা করেন। অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় বহুসংখ্যক পরিচারক, বন্ধুবান্ধব এবং অমাত্যবর্গ পরিবৃত হইয়া মহারাণী অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণে নির্গত হন। মেল্‌বোর্‌ণ্ এই সময়ে সর্ব্বদা তাঁহার বামে থাকেন। দুই ঘণ্টাকাল অশ্বারোহণে অতিবাহিত হয়। রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি অপরাহ্নের অবশিষ্ট সময় বাদ্যগীতে অতিবাহিত করেন; কিম্বা কোনও শিশুসন্তানদলকে লইয়া তাহাদের সঙ্গে বিবিধ বাল্যক্রীড়ায় যোগদান করিয়া আপনার কোমল হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি করেন। মহারাণী শিশুসন্তান অতিশয় ভালবাসেন, এবং নানা উপায়ে প্রায় সর্ব্বদাই অনত্যল্প সংখ্যক বালকবালিকাকে রাজবাটীতে একত্রিত করিয়া থাকেন। সার্দ্ধ সাত ঘটিকাই বৈকালিক

আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়, এবং রাজবাটীর অতিথি এবং নিমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলাগণ ইহার অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া একত্রিত হন; কিন্তু মহারাণী আট ঘটিকার পূর্ব্বে প্রায় আসিয়া উপস্থিত হন না। অতিথি ও নিমন্ত্রিত সকলে সমবেত হইলে মহারাণী রাজমাতা লুইসা এবং আপনার পরিচারক ও পরিচারিকাবর্গসহ বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া সকলকে লইয়া আহারের স্থানে গমন করেন। সচরাচর উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কুলীন অতিথির বাহু ধারণ করিয়া মহারাণী আহারার্থ গমন করিয়া থাকেন; কিন্তু এই দিবস আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি মিষ্টার ষ্টিফেন্ রাজবাটীতে অতিথি ছিলেন, এবং তাঁহার কুলমর্য্যাদা না থাকিলেও, ভিক্টোরিয়া তাঁহার বাহু ধারণ করিয়াই আহারার্থ যাত্রা করিলেন। আহারান্তে পরিচারিকাবর্গ ও অভ্যাগত এবং নিমন্ত্রিত মহিলাগণ সমভিব্যাহারে মহারাণী যথারীতি আসন পরিত্যাগ করিয়া আসিলে পুরুষগণ সুরাপান তাম্রকুটাদি সেবনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু রাজদরবারে মিতাচার প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহাদিগকে মহারাণী ডাকিয়া পাঠান। আহারান্তে সকলে পুনরায় বৈঠকখানায় সমবেত হইলে, মহারাণী প্রত্যেকের নিকটে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে অল্প অল্প কথাবার্ত্তা কহেন। তদন্তে রাজমাতা তাস

খেলায়, এবং মহারাণী বিবিধ বিষয়ের আলাপাদিতে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া প্রায় একাদশ ঘটিকার সময় শয়ন করিতে গমন করেন।"

তাঁহার গুরুতর কর্ত্তব্যভার বহনে মহারাণীকে পরামর্শাদি দ্বারা বিশেষভাবে সাহায্য করেন, প্রধান মন্ত্রী মেল্‌বোর্‌ণ্ ব্যতীত রাজ-দরবারে এমন লোক আর কেহ ছিলেন না। সুতরাং মেল্‌বোর্‌ণের উপরই তিনি সতত নির্ভর করিয়া চলিতেন, এবং এই কারণে ক্রমে মেল্‌বোর্‌ণের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার অতিশয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যতের জন্য নানা দুঃখের বীজও রোপিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থায় একব্যক্তির বহুকাল পর্য্যন্ত মন্ত্রিত্ব করা সম্ভবপর নহে; এবং যখনই পার্লেমেণ্টে উদারনৈতিকদলের পরাভবে মন্ত্রিপরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইবে, তখনই মেল্‌বোরণ্ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুকুমারমতী মহারাণীকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে ভাবিয়া, কেহ কেহ মেল্‌বোর্‌ণের উপর তিনি এত নির্ভর করেন, বা তাঁহার সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা স্থাপিত হয়, ইহা প্রার্থনীয় মনে করেন নাই। ইহার দুষ্ফল মহারাণীরও শীঘ্রই ভোগ করিবার উপক্রম হইল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রথম ভাগে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় জেমিকা উপনিবেশের শাসননীতি-সম্ব-

ন্ধীয় একটী প্রস্তাবে উদারনৈতিকগণ রক্ষণশীলগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন এবং এই পরাভব-নিবন্ধন মন্ত্রিগণ কর্ম্ম-ত্যাগ করিলেন। মহারাণী এরূপভাবে অকস্মাৎ আপনার প্রিয় মন্ত্রিদলের পরামর্শ ও সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহার প্রাণে এত যাতনা হইয়াছিল যে, লর্ড জন্-রসেলের সঙ্গে দেখা করিবার সময় তিনি অবিরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই দিবস তিনি সকলের সঙ্গে আহার করিতে আসেন নাই; পর দিবসও আপানর শয়নাগারেই আহার করিয়াছিলেন। মেল্‌বোর্‌ণ ডিউক অব্ ওয়েলিংটনকে ডাকিয়া মন্ত্রিসমাজ গঠনের ভার অর্পণ করিতে তাঁহাকে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শানুযায়ী মহারাণী ওয়েলিংটন্‌কে অহ্বান করিয়া মন্ত্রিসমাজ গঠন করিতে আদেশ করেন। কিন্তু ওয়েলিংটন্ স্বয়ং এই গুরুতর কার্য্য সাধনে অসম্মত হইয়া স্যার রবার্ট পিলের উপরে এই ভার অর্পণ করিবার জন্য মহারাণীকে অনুরোধ করেন। পিলের প্রতি ভিক্টোরিয়ার বিন্দুমাত্র সদ্ভাব ছিল না; সুতরাং তিনি কিরূপ মানসিক অবস্থায় পিল্‌কে ডাকিয়া পাঠান, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। যথাসময়ে পিল্ রাজাজ্ঞায় রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, মহারাণী তাঁহাকে যথোচিত ভদ্রতাসহকারে অভ্যর্থনা করিয়া

মন্ত্রিসমাজ গঠন করিতে আদেশ করিলেন। পিল্ তদনুসারে পর দিবস তাঁহার সহযোগিগণের একটী তালিকা লইয়া মহারাণীর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। পিলের প্রস্তাবানুযায়ী মন্ত্রিসমাজ গঠনে ভিক্টোরিয়া আপনার অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। এই সময়ে মহারাণীর পরিচারিকাগণ সকলেই উদারনৈতিকদলের সম্পর্কিতা ছিলেন। পিল্ ইহাঁদিগকে পদচ্যুত করিয়া স্বদলের মহিলাগণকে মহারাণীর পরিচারিকাপদে ব্রত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পিল্ মহারাণীর প্রধান মন্ত্রী হইবেন, আর তাঁহার প্রতিপক্ষীয় উদারনৈতিক নেতৃবর্গের পরিবারের মহিলাগণ মহারাণীর সহচরী ও পরিচারিকা থাকিবেন, এই অসামঞ্জস্য দৃশ্য দর্শনে তাঁহার মন্ত্রিসমাজের উপর যে মহারাণীর সম্পূর্ণ আস্থা আছে, জনসাধারণে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিবে না; এবং তাহাতে পিল্ ও তাঁহার সহযোগিগণকে লোকচক্ষে হীন হইতে হয় বলিয়া তিনি মহারাণীর নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার চক্ষে ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল, এবং তিনি কোনও মতে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। অতঃপর এই বিষয়ে ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্ এবং স্যার রবার্ট পিল্ উভয়ে মিলিত হইয়া মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও মহারাণী

আপনার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। মহারাণী পিল্‌কে দৃঢ়ভাবে বলিলেন,—"আমার পরিচারকগণের মধ্যে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারেন; কিন্তু আমার পরিচারিকাগণ সম্বন্ধে কোনও পরিবর্ত্তন করিতে আমি দিব না।" ইহার পরেও যখন তাঁহারা এই বিষয়ে আরো বিশেষ জেদ্ করিতে লাগিলেন, তখন মহারাণী কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"মনে করুন, আমার সিংহাসনপ্রাপ্তিকালে আপনারা মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাহা হইলে লর্ড মেল্‌বোর্‌ণ্ কখন আমার রক্ষণশীল পরিচারিকাগণকে অবসৃত করিতে জেদ্ করিয়া আমাকে ক্লেশ দিতেন না।" পিল্ মহাবিপদে পড়িলেন; এবং এই অবস্থায় তাঁহাদের মন্ত্রিপদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না তাহার বিচারার্থ রক্ষণশীল-দলের নেতৃগণের একটী সভা আহূত হইল।

এদিকে পিল্ রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া গেলেই মহারাণী লর্ড মেল্‌বোর্‌ণ্‌কে সমুদায় জ্ঞাপন করিয়া লিখিলেন;—"আমি ধীর ও শান্ত ছিলাম না বলিয়া কোনও আশঙ্কা করিবেন না। তাঁহারা আমাকে আমার সহচরীগণ হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন; আমার বোধ হয় কিছুকাল পরে তাঁহারা আমাকে আমার সৈরিন্ধ্রী এবং পারিবারিক ভৃত্যগণ হইতেও বঞ্চিত করিতে

চাহিবেন। তাঁহারা আমাকে নিতান্ত বালিকা মনে করিয়া আমার সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে বিলক্ষণরূপে দেখাইব যে আমি ইংলণ্ডের অধীশ্বরী।" লর্ড মেল্‌বোর্ণ্‌ আপনার সহযোগিদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে মহারাণীর পত্রখানি স্থাপন করিলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, পিলের এই অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করা মহারাণীর কোনও মতে উচিত নহে। তদনুসারে পিল্‌কে এই সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া মহারাণীর নামে একখানি চিঠি রচিত হইল। কাজে কাজেই পিল্‌ও এই অবস্থায় মন্ত্রিসমাজ গঠন করিতে অস্বীকৃত হইয়া মহারাণীকে পত্র লিখিলেন।

ইতিমধ্যে লর্ড মেল্‌বোর্ণ এবং লর্ড জন্‌ রসেল্‌ মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাণী তাঁহাদিগের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়া বলিলেন,—"আমি আপনাদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছি, আপনাদিগকেও এখন আমার পক্ষসমর্থন করিতে হইবে।" ফলতঃ এই বিষয়ে যুবতী মহারাণীর কার্য্য নিতান্ত অন্যায় ও অবৈধ হইয়াছিল, এবং তাঁহার পক্ষসমর্থন করিবারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দলাদলির ভীষণ আন্দোলন ও উন্মত্ততার মধ্যে লোকে মহারাণীর কার্য্যের যথা-

যথ বিচার করিতে সমর্থ হয় নাই। রক্ষণশীলগণ ব্যতীত প্রায় অপর সকলেই পিলের আচরণ নিতান্ত দূষণীয় হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি মহারাণীর এই কার্য্য বস্তুতঃ নিয়মতন্ত্রের মূল সত্য-বিরোধী হইয়াছিল, এবং এই ব্যাপারে পিলের কার্য্যই ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত হইয়াছিল। (McCarthy's History of Our Own Times. Chap VI.)

পিল্ মন্ত্রিসমাজ গঠন করিতে অস্বীকার করাতে মেল্‌বোর্ণ্-প্রমুখ উদারনৈতিকগণ কাজে কাজেই পুনরায় মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কিছুকাল পর্য্যন্ত এই বিষয়ের আন্দোলনে পার্লেমেণ্ট মহাসভা ও সমগ্র দেশ অল্পাধিক আন্দোলিত হইয়াছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ক্রমে জীবনের সেই স্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন, যেখানে মানুষের প্রাণ আর আপনাতে আপনি আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না; যেখানে,স্ফুটনোন্মুখ হৃদয়-বৃত্তিসমূহ জগতে একজন অনন্যসাধারণ প্রণয়পাত্র,এবং একটী অনন্যসাধারণ আরাম-স্থল অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়;—যেখানে শরীর ও মন—সমুদয় প্রকৃতি পূর্ণাঙ্গী হইবার উদ্দেশে একজন সঙ্গীর জন্য লালায়িত হয়। বিবিধ কারণে ভিক্টোরিয়ার প্রাণের এই যৌবন-সুলভ, স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত বলবতী

হইয়া উঠিল। তাঁহার মস্তকের গুরু ভার সম্যক্‌রূপে বহন করিবার জন্য,—প্রলোভন ও পরীক্ষার সময় একজন সদ্বন্ধু পাইবার জন্য,—সর্ব্বসময়ে প্রাণ খুলিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত একটী চির আরামস্থল লাভ করিবার জন্য স্বভাবতঃই তাঁহার প্রাণ নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সিংহাসন প্রাপ্তি হইতে মহারাণী অকৃত্রিম আস্থা ও স্নেহ সহকারে মেল্‌বোরণের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছিলেন; সর্ব্বপ্রকারের পরীক্ষা ও সমস্যার মধ্যে তাঁহারই পরামর্শ গ্রহণ এবং তাঁহারই নিকট আপনার মনোভাব সরলভাবে ব্যক্ত করিয়া বল ও সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলেন। কিন্তু মেল্‌বোরণের পদত্যাগে ভিক্টোরিয়ার এই একমাত্র নির্ভর-স্থল রাজনৈতিক আন্দোলন-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মত একজন নিয়মতন্ত্র রাজ্যের রাজ্ঞীর পক্ষে রাজনৈতিক সম্প্রদায় বিশেষের কোনও নেতার উপর এরূপ নির্ভর স্থাপন কর্ত্তব্য নহে। অথচ একটা নির্ভর স্থল না হইলে শঙ্কট-পরীক্ষায় ও বিপদাপদে আশ্রয়-স্থান থাকে না। এই কারণে মহারাণী ভিক্টোরিয়া সত্বর পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধা হইতে উৎসুক হইলেন।

নবম অধ্যায়।

প্রণয় ও পরিণয়।

রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার জন্মের তিন মাস পরে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ষড়বিংশ দিবসে, তাঁহার মাতুল, সেক্সকোবার্গ-সেল্‌ফিল্‌ড়াধিপতি ডিউক্ আর্ণেষ্টের একটী পুত্র সন্তান জাত হয়। একই ধাত্রী ভ্রাতা ভগিনী উভয়ের সূতিকাগারে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্মযাজক মহাশয় পূর্ব্ব বৎসর রাজকুমার এড্‌ওয়ার্ডের বিবাহ-কার্য্যে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, তাঁহারই হস্তে ডিউক্ আর্ণেষ্টের নবজাত রাজ কুমারের নামকরণ হয়; এবং রাজদরবারের ইতিহাস-লেখক এই ঘটনাদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, যেন জন্মাবধিই এই নবজাত রাজকুমারের এবং ইংলণ্ডের ভবিষ্য অধীশ্বরীর ভাগ্য বিধাতা কর্ত্তৃক এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল,—যেন ইহাঁরা পরস্পরের জীবন-সঙ্গী হইবার জন্য জন্মাবধিই বিধাতা-পুরুষ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন।

এই নবজাত রাজকুমারের নাম এল্‌বার্ট রাখা হইল। রাজকুমার এল্‌বার্ট ডিউক্ আর্ণেষ্টের দ্বিতীয় পুত্র; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আর্ণেষ্ট, এল্‌বার্ট অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

রাজকুমার এল্‌বার্ট দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বিধাতা তাঁহাকে অতুল রূপের অধিকারী করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরম সুন্দর অঙ্গক সমূহের বিকাশ দর্শনে

শিশু রাজকুমার এল্‌বার্ট।

তাঁহার জননীর ও পিতামহীর যার পর নাই আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এল্‌বার্টের অষ্টম মাস বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মাতৃঠাকুরাণী তাঁহার রূপের বর্ণনা করিয়া লিখি-লেন, "এল্‌বার্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তাহার রূপের কোথাও

তুলনা হয় না।" ইহা কেবল মাতৃস্নেহজনিত অত্যুক্তি নহে, শিশু রাজকুমারকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই শতমুখে তাঁহার অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

রাজকুমার এল্‌বার্টের বয়োবৃদ্ধি সহকারে যেমন রূপ তেমনি গুণও বিকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার পিতামহী অসাধারণ গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার যেরূপ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সেইরূপ হৃদয়ের কোমলতা ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়াও স্বকীয়া মাতামহীর এই সকল অসাধারণ সদ্‌-গুণের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মাতামহও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শিল্প এবং সংগীতাদি উচ্চতর ও মহত্তর বিদ্যার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। রাজকুমার এল্‌বার্ট পিতামহী ও পিতা-মহের সর্ব্ব প্রকারের গুণরাশি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার উজ্জ্বল শারীরিক সৌন্দর্য্য ছিল, এবং আপ-নার সুকুমার দেহ-গঠন এল্‌বার্ট মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজকুমার এল্‌বার্টের এই স্বাভাবিক গুণরাশি বয়ো-বৃদ্ধি সহকারে সুশিক্ষাগুণে বিশেষ বিকশিত হইতে আরম্ভ করিল। অতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ চিন্তা-শীলতা ও জ্ঞান-পিপাসার পরিচয় পাওয়া যাইতে

লাগিল। অলসতা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল; কোনও না কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। যে মানসিক উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে তিনি শৈশবের আমোদ-প্রমোদে ও ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত হইতেন, সেই উদ্যম ও উৎসাহ সহকারেই আবার বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার বলবতী ইচ্ছা-শক্তি গুণে তিনি শৈশবেই আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অপরাপর শৈশব-সহচরদিগের উপর সতত আধিপত্য ভোগ করিতেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই ইচ্ছাশক্তি আরো বিশেষ বিকশিত হইয়াছিল।

শৈশব হইতেই তাঁহার অসাধারণ সততারও পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এমন কি ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যেও তাঁহার হৃদয়ের এই ভাব সতত উজ্জ্বল থাকিত। একদা শৈশব-সহচরগণের সঙ্গে ক্রীড়া-যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া, এল্‌বার্ট স্বপক্ষীয় বালকগণ সমভিব্যাহারে, প্রতিপক্ষীয় বালকবৃন্দ কর্ত্তৃক রক্ষিত একটী ক্রীড়া-দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গ অধিকার করা তাঁহাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশকর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া একটী বালক তাহাতে প্রবেশ করিবার একটী গোপনীয় পথের কথা বলিয়া, সেই পথে যাইয়া দুর্গে উঠিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু এই প্রস্তাব শুনিয়া সৎপ্রকৃতি এল্‌বার্টের যার পর নাই বিরক্তির উদয় হইল,

এবং ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"এইরূপ ভাবে জয় লাভ করা স্যাক্সন বীর পুরুষের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ; তাঁহারা সাক্ষাৎ যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাস্ত করিবেন।"

রাজকুমার এল্‌বার্টের পরম মনোহারিণী শৈশব-প্রকৃতি সুশিক্ষা গুণে, তাঁহার বয়োপ্রাপ্তিতে, অসাধারণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার মত এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তাঁহার শিক্ষা, সদ্‌গুণ এবং মহৎ প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক জষ্টিন ম্যাক্‌কার্থী লিখিয়াছেন,—

"রাজকুমার এল্‌বার্ট স্বকীয় অসাধারণ অঙ্গসৌষ্ঠব ও মহৎগুণাবলির প্রভাবে যে কোনও কুমারীরই হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তাঁহার অসাধারণ রূপ-লাবণ্য এবং বিদ্যা বুদ্ধি ছিল। আমরা জানি,রাজকুমারগণের অতি অল্প মাত্রায় রূপগুণ থাকিলেই, রাজদরবারের নরনারীগণ উন্মত্ত উৎসাহ সহকারে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজকুমার এল্‌বার্ট একজন সামান্য কৃষকের বা অতি সামান্য পরিচারকের সন্তান হইলেও, তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিগত রূপগুণে তিনি লোকের প্রশংসা-ভাজন হইতেন। তিনি গভীর ও বহুদেশদর্শী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এরূপ ভাবে সংগীত, রসায়ন, উদ্ভিদ, ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল

যে, তিনি ইচ্ছা করিলে এই সমুদায় বিদ্যার প্রত্যেকটীকে আপনার ব্যবসায় স্বরূপ অবলম্বন করিতে পারিতেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে জর্ম্মান দেশেও সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা-বিধান-প্রণালী সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এবং সেই সময়ের পক্ষে তাঁহার মানসিক শিক্ষা বিধানে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কি আশ্চর্য্য সমাবেশই হইয়াছিল! তিনি বিবিধ রাজ্যের শাসন-ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং রাজনৈতিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছিলেন। পর জীবনে তাঁহার মধ্যে কার্য্যক্ষম লোকের বিবিধ সদ্‌গুণ্ সমূহ দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি কৃষিকার্য্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কার্য্যকরী শিল্পের, যন্ত্রাদির এবং ব্যবসা-বিজ্ঞানের উন্নতিতে তাঁহার বিশেষ মতি ছিল। তাঁহার প্রকৃতি কবি, জ্ঞানী, এবং ব্যবসায়ীর একত্র মিশ্রণে যেন রচিত হইয়াছিল। জাঁকজমকশূন্য, শান্তিময় পারিবারিক-জীবনের প্রতি তাঁহার প্রাণের বিশেষ আসক্তি ছিল। বিশুদ্ধ ও সুবিস্তৃত জ্ঞানের চর্চ্চায়, পবিত্র পারিবারিক সুখ ও শান্তির মধুরতায়, শিল্প ও কবিতার অনুশীলনে এবং প্রকৃতির সঙ্গে নীরব মধুর আলাপনে জীবন যাপন করিতে তিনি অতিশয় ভাল বাসিতেন। বিহগগণের মধুর সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার অনুপম সুখ হইত, এবং একান্তে বসিয়া অর্‌গ্যাণ্ যন্ত্র বাদন করিতে পাইলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হই-

তেন। কিন্তু রাজ-নীতি-বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। রাজ-নীতি ও অপরাপর বিষয় সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির বিচার শুনিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইত এবং একদা তিনি বলিয়াছিলেন যে, সঙ্গীতের অসম্বদ্ধ তান যেমন কাণে বাজে, অসঙ্গত যুক্তিও তাঁহার কর্ণে তেমনই বাজিত। আশৈশব তাঁহার প্রাণে নিরতিশয় বলবতী কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিদ্যমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। আমরা যতদূর অনুমান করিতে পারি, দুষ্ক্রিয়া ত দূরের কথা, যৌবন-স্বভাব-সুলভ সামান্য সামান্য অহিতাচারেও তিনি কখনও লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।”

এইরূপ একজন অসামান্যরূপলাবণ্য-সম্পন্ন এবং অসাধারণগুণগ্রাম-বিভূষিত পুরুষ-রত্ন যে গুণগ্রাহিণী কোমল-প্রাণা ভিক্টোরিয়ার হৃদয় আকর্ষণ করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ রাজকুমার এল্‌বার্টের জন্মের কিছুকাল পর হইতেই রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁহার পরিণয় সংঘটনেচ্ছা সেক্সকোবার্গের রাজপরিবার-বর্গের প্রাণে উদিত হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়ার মাতামহী ও রাজকুমার এল্‌বার্টের পিতামহী,—রাজমাতা সোফিয়া আদর করিয়া দৌহিত্রী ভিক্টোরিয়াকে—“বাসন্তীকুসুম” (May-flower) বলিয়া ডাকিতেন; এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র লিওপোল্‌ডের প্রাণের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, ইংল-

ণ্ডের এই "বাসন্তিকুসুম"-কলিকা বিধাতার কৃপায়, কালে যথাযথরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া, তাঁহাদের প্রিয়তম এল্‌বার্টের হৃদয়-কানন সুশোভিত করিয়া থাকে।

কিন্তু ভিক্টোরিয়ার পরিবারবর্গের সকলে এই বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজা চতুর্থ উইলিয়ম এই সম্বন্ধের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার মাতুল ডিউক আর্ণেষ্ট ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড পরিদর্শনে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন রাজা চতুর্থ উইলিয়ম নানা উপায়ে এই প্রস্তাবের প্রতিকুল ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, নেদার্‌লেণ্ডের রাজকুমার এলেক্‌জেণ্ডারের সঙ্গে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার পরিণয় হয়। কিন্তু বিধবা-রাণী এডিলেড্‌ এই বিষয়ে আপনার পতির মনোভাব সম্বন্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে পরে বলিয়াছিলেন যে, আপনার মাতুল-পুত্রকে বিবাহ করিতে রাজকুমারীর বিশেষ ইচ্ছা আছে জানিতে পারিলে, মহারাজা তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবের প্রতিকুলাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতেন।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজকুমার এলবার্টের সঙ্গে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই প্রথম দর্শনেই বালিকা ভিক্টোরিয়ার প্রাণ আপনার বালক ভ্রাতার প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। মহারাণী

স্বয়ং আপনার তদানীন্তন মনোভাব বিবৃত করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"এই সময়ে রাজকুমার (এল্‌বার্ট) তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা আকৃতিতে অনেক খর্ব্ব ছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহার রূপের অভাব ছিল না। তিনি যারপর নাই অমায়িক, সরল এবং প্রফুল্ল ছিলেন। সকল বিষয়েই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত এবং প্রাণে উৎসাহের উচ্ছ্বাস উঠিত। তিনি অনেক সময় আমার এক সঙ্গে পিয়েনো বাদন করিতেন,—কখনও বা চিত্র করিতেন,—সংক্ষেপতঃ তিনি প্রতিনিয়ত কোনও না কোনও কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি যাহা কিছু দেখিতেন, তাহাতেই সুখী হইতেন। আমার মনে আছে একদিন লণ্ডন নগরীর ভিন্ন ভিন্ন দাতব্য বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রবৃন্দের জন্য সেণ্ট্‌পলের উপাসনা-মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। রাজকুমারদ্বয় পিতৃসমভিব্যাহারে আমাদিগকে লইয়া এই দিবস উক্ত উপাসনালয়ে গিয়াছিলেন; এবং এল্‌বার্ট গভীর মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই উপলক্ষে প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ষোড়শ বর্ষীয় রাজকুমারের পক্ষে এরূপ গভীর একাগ্রতা সহকারে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করা, একটী অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নাই।" (Early Years of the Prince Consort—by Major

General Grey—p. 216. Memorandum by the Queen. March 1864).

প্রথম দর্শনে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার প্রাণে মাতুল-পুত্র এল্‌বার্টকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় নাই,—জাগ্রত হইয়াছিল কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়। কিন্তু রাজকুমার এলবার্টের প্রাণে অবশ্য তাহা জাগিয়াছিল। এই বিষয়ে আপনার পরিবারবর্গের মতামত সম্বন্ধে তিনি একেবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। অতি শৈশবেই তাঁহার ধাত্রী তাঁহার প্রাণে ইংলণ্ডের ভবিষ্য মহারাণীকে বিবাহ করিবার ভাব জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অবধি রাজকুমার রীতিমত আপনার প্রিয়তমা ভগিনীর নিকট চিঠি পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন-প্রাপ্তিতে তিনি যে ক্ষুদ্র লিপিখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি; তাহার মধ্যেও তাঁহার প্রাণের সরল অনুরাগের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ডিউক্ আর্ণেষ্টের ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পর হইতেই রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে রাজকুমার এল্‌বার্টের পরিণয় হইবে বলিয়া জনরব উঠে।* কিন্তু বলিতে গেলে উভয়েই তখনও নিতান্ত অপ্রাপ্ত-বয়স্ক; এই সময়ে এই জনরব উত্থিত হইয়া তাঁহাদের চিত্তকে

বিক্ষিপ্ত করে, ইহা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে ভাবিয়া, রাজকুমারকে জনসাধারণের দৃষ্টির অগোচর রাখিয়া এই জনরব স্রোত বন্ধ করিবার উদ্দেশে, রাজা লিওপোল্‌ডের পরামর্শানুসারে রাজকুমার সুইজরলণ্ড ভ্রমণে প্রেরিত হইলেন। এই উপলক্ষে জীবনের সর্ব্ব প্রথম রাজকুমার এল্‌বার্ট আপনার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ সহোদর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। জীবনের এই সর্ব্বপ্রথম বন্ধু-বিচ্ছেদ-শোকে তাঁহার প্রাণে যে কি মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিয়াছিল, রাজকুমারের তদানিন্তন চিঠি পত্রাদিতে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাজন্য সমাজের বিবাহে গভীর ও সরল প্রেম অপেক্ষা কুট ও স্বার্থপর রাজনীতির খেলা অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিবাহ প্রকৃত প্রেমের ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল।

শৈশবাবধি যদিও রাজকুমার এল্‌বার্টের প্রাণে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁহার ভবিষ্য পরিণয়ের ভাব অল্পাধিক জাগ্রত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার নিকট এই সম্বন্ধে কোনও প্রকাশ্য প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় নাই। ঐ বৎসরের প্রথম ভাগে সর্ব্ব প্রথমে রাজা লিওপোল্‌ড্ ভিক্টোরিয়ার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সম্ভবতঃ ভিক্টোরিয়া

তখনই আপনার সামান্য অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কেন না ইহার অল্পদিন পরেই রাজকুমার এল্‌বার্টও সুচতুর খুল্লতাতের মুখে সর্ব্ব প্রথমে প্রকাশ্যভাবে এই সম্বন্ধের কথা অবগত হইলেন। রাজকুমার আপনার স্বাভাবিক একাগ্রতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই বিষয়ের গভীর আলোচনা করিলেন। এই বিবাহে তাঁহার সুখ সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে, ইহা তিনি একরূপ স্থির নিশ্চিত জানিতেন; কিন্তু এইরূপ রমণীর পাণিগ্রহণে দায়িত্ব কত, ইহাও তিনি সম্যক উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইলেন না। এই গভীর দায়িত্ব-বোধ তাঁহাকে গভীরতম চিন্তা সাগরে নিমগ্ন করিয়া দিল। রাজকুমার সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই অল্প বয়সেই যে সামান্য ভূয়োদর্শন জন্মিয়াছিল, তাহা হইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে মানবের ভাগ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া চন্দ্রালোক সেবনে কেবল আয়াসের স্বপ্ন দেখা সম্ভব পর নহে। প্রত্যেক পদেরই দায়িত্ব ও দুঃখ ক্লেশ আছে; এবং যখন মানুষকে বিবিধ বিরক্তি, ক্লেশ, নিরাশা, ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতেই হয়, তখন কোনও মহৎ এবং পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনার্থ এই ক্লেশ, বিরক্তি, নিরাশা এবং ঝঞ্ঝাট সহ্য করাই বিধেয়। এই জন্য ইংলণ্ডেশ্বরীর পতিরূপে তাঁহাকে গুরুতর কর্ত্তব্য-বোঝা মস্তকে বহন করিয়া অশেষ

শঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া বিচরণ করিতে হইবে জানিয়াও, তিনি সেই উচ্চপদ লাভেই অভিলাষী হইলেন। তাঁহার বুদ্ধিমান খুল্লতাত বিবাহ-প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তৎসঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কৈশোর বয়স নিবন্ধন আশু-পরিণয় বাঞ্ছনীয় নহে, সুতরাং রাজ-কুমারকে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন; কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখনই হউক তাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিবেন, এই কথা নিশ্চিত জানিতে পারিলে তাঁহার কালবিলম্বে কোনও আপত্তি নাই; কিন্তু তাহা না জানিলে এই অনিশ্চিত বিষয়ের আশায় বসিয়া থাকিয়া তিনি আপনার ভবিষ্য জীবনের এরূপ গুরুতর ক্ষতি করিতে প্রস্তুত নহেন। রাজকুমার এল্বার্টের পিতারও এই মত ছিল। সুতরাং এই কাল-বিলম্বে রাজকুমারের প্রাণে যে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইতেছিল ইহা আর আশ্চর্য্য কি? মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং রাজকুমারের তদানীন্তন মনোভাব জানিতে পারিয়া, তজ্জন্য বিশেষ আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন;—

"রাজকুমারের জীবনের সমুদায় আশা ভরসা একে-বারে বিনষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমার

বিবাহিত হইবার প্রবৃত্তির উদয় হওয়া পর্য্যন্ত, তিন চারি বৎসরকাল তাঁহাকে এরূপভাবে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, এই কথা এখন যখনই আমার মনে হয়,তখনই আমার আপনার উপর বিশেষ ক্রোধ হয়। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে কেন্‌সিংটন্ রাজপ্রাসাদের নির্জ্জনতা হইতে আসিয়া অকস্মাৎ স্বাধীনভাবে ইংরাজ রাজসিংহাসনের অধিকারিণী হওয়াতেই, বিবাহ সম্বন্ধীয় সমুদায় ভাব আমার মস্তক হইতে একেবারে পলায়ন করিয়াছিল ;—আমার আত্মসমর্থনার্থ কেবল এইমাত্র বলিতে পারি। কিন্তু এখন আমার তদানীন্তন মানসিক অবস্থার জন্য বিশেষ অনুতাপ হইয়া থাকে। ভূয়োদর্শন-জাত-অভিজ্ঞতা-বিহীনা অষ্টাদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা মহারাণীর অবস্থার মত, একটী যুবতীর পক্ষে, হৃদয় মনের সর্ব্বপ্রকারের স্বাভাবিকী ও পরম মনোহারিণী প্রকৃতিনিচয়ের আর এমন সর্ব্বনাশকর অবস্থা কল্পনাও করা যাইতে পারে না ;—আমি আমার জীবনের ক্লেশকর অভিজ্ঞতা হইতেই এই কথা বলিতে পারি। আমার কন্যাগণের মধ্যে কাহারও এইরূপ বিষম অবস্থায় পতিত হইবার আর সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি।”
(Early Years pp. 120-21. Memorandum by the Queen).

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজকুমার এলবার্ট

প্রাপ্ত বয়স্ক হইলেন। ইহার অল্প দিন পরেই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্ণেষ্ট সমভিব্যাহারের ইংলণ্ড পরিদর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ভ্রাতাদ্বয় খুল্লতাত, রাজা লিওপোল্‌ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। রাজা লিওপোল্‌ড তাঁহাদের হস্তে ভিক্টোরিয়ার নিকট নিম্ন-লিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিলেন।

লেকেন্‌—অক্টোবর ৮, ১৮৩৯।

"প্রিয়তমা ভিক্টোরিয়া,—তোমার ভ্রাতাদ্বয় আপনারাই এই পত্রের বাহক হইবেন। তাঁহাদিগকে স্নেহচক্ষে দেখিও,—আমার অনুরোধ। তাঁহারা অতি ভাল ও সৎলোক এবং তোমার অনুগ্রহের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাঁহারা অহঙ্কারী বা আত্মাভিমানী নহেন। বস্তুতঃই তাঁহারা অতি বুদ্ধিমান ও বিশ্বাস-যোগ্য। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি যে, তাঁহারা আপনার বাড়ীর মত তোমার সেখানে বাস করেন, ইহাই তোমার ইচ্ছা।

তাঁহাদিগকে তোমার কিছু বলিবার থাকিলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারা অতি আহ্লাদসহকারে তাহা শুনিবেন।

তোমার শুভানুধ্যায়ী মাতুল,—রাজা লিওপোল্‌ড।"

এই দিবসই বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসেল্‌স্‌ পরিত্যাগ করিয়া, রাজকুমারদ্বয় ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার

সন্ধ্যা সার্দ্ধ সাত ঘটিকার সময় উইণ্ডজর রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাণী নিরতিশয় স্নেহ ও সদ্ভাব সহকারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিবার জন্য তিনি সোপানাবলী-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে রাজমাতা লুইসার নিকট লইয়া গেলেন।

তিন বৎসর পরে ভ্রাতা ভগিনীতে পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ হইল। এই তিনবৎসরকাল মধ্যে রাজকুমারদ্বয়ের মুখাকৃতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহাঁরা উভয়েই যথোচিত দীর্ঘাকৃতি ও প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশেষতঃ রাজকুমার এল্‌বার্টের রূপ অতি উজ্জ্বল আভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ গঠন-পারিপাট্য তো ছিলই, কিন্তু তাঁহার মুখের অলৌকিক কোমলতা ও লাবণ্যের ছটা, তাঁহার সুনীল আয়ত চক্ষুর গভীর চিন্তাশীলতার ছবি, এবং তাঁহার প্রশস্ত ললাটের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জ্যোঃতি না থাকিলে, কেবল গঠন পারিপাট্যে এ অসাধারণ রূপের উৎপত্তি হইত না। রাজকুমার এল্‌বার্ট স্বভাবতঃই সুপুরুষ ছিলেন, তাহাতে আবার একবিংশতি বর্ষের নবযৌবনের তেজঃপুঞ্জে এবং স্ফুটমতী হৃদয় বৃত্তির নবীন উচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখ-

লাবণ্যের ও দেহকান্তির আশ্চর্য্য মধুরিমা সম্পাদন করিয়াছিল।

এইরূপ উন্নত চরিত্র হৃদয়বান ও পরম সুন্দর যুবা পুরুষের সন্নিধানে উদারমতী সরলপ্রাণা যুবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হৃদয় যে বহুদিন আর আত্মবশে থাকিতে পারিল না, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? চারি পাঁচ দিবস মধ্যেই মহারাণী রাজকুমার এল্‌বার্টের প্রণয়পাশে দৃঢ়-বদ্ধা হইয়া আত্মসমর্পণে উদ্যতা হইলেন। ১০ই অক্টো-বর রাজকুমার এল্‌বার্ট উইণ্ডজর রাজবাটীতে উপনীত হইয়াছিলেন। ১৪ই অক্টোবর দিবসে মহারাণী প্রধান মন্ত্রী মেল্‌বোর্‌ণকে আপনার সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন। এই কথা শুনিয়া মেল্‌বোর্‌ণ যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। ইংরাজ-সাধারণে কিরূপ ভাবে এই সংবাদ গ্রহণ করিবেন, মহারাণী লর্ড মেলবোর্‌ণ্‌কে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"আমার বোধ হয় তাহারা অতিশয় আহ্লাদিত হইবে, কারণ আমি শুনিতে পাই, এই বিষয়ে দেশের লোক কিঞ্চিৎ উৎকন্ঠিত হইয়াছে। আমি ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।" কিয়ৎক্ষণ পরে পিতরোপম বাৎসল্য-সহকারে মেল্‌বোর্‌ণ পুনরায় বলি-লেন,—"আপনি যার পর নাই সুখী হইবেন। কারণ, যে পদেই হউক না কেন রমণী কখনও বেশী দিন একাকী

থাকিতে পারেন না।" (Queen's Journal October 14, 1839. Quoted in Early Years p. 224).

পর দিবস, ১৫ই অক্টোবর প্রাতে রাজকুমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ ঘটিকার সময় রাজবাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অল্পক্ষণ পরেই, মহারাণী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ভিক্টোরিয়া তখন একাকী এক নিভৃত কক্ষে বসিয়াছিলেন। এখন আর তিনি মহারাণী নহেন। অপরাপর যুবতীগণ জীবনের এই শঙ্কটস্থলে, এই বিষম অবস্থায়, কম্পিত হৃদয়ে, চকিত নেত্রে, জাগ্রত কর্ণে, যেরূপ ভাবে প্রিয়তম প্রণয় পাত্রের পদশব্দের প্রতীক্ষা করেন, ভিক্টোরিয়াও সেইরূপ ভাবে, সেইরূপ উৎকণ্ঠা সহকারে, সেইরূপ বিক্ষিপ্ত চিত্তে রাজকুমার এল্‌বার্টের আগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। বিবাহ প্রস্তাব সচরাচর বরকেই উপস্থিত করিতে হয়,—

"নরত্নমন্বিষ্যতে মৃগ্যতে হিতৎ।"—

রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করিতে যায় না; লোকেই রত্নের অন্বেষণ করিয়া থাকে।—কিন্তু সাধারণ লোকাবলম্বিত এই রীতি রাজকীয় শিষ্টাচার-সম্মত নহে। অতএব ভিক্টোরিয়াকেই আপনার বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া, প্রিয়তম এল্‌বার্টের হস্তে আত্মসমর্পন করিতে হইল।

অপরাপর প্রণয় ব্যাপারে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, এ স্থলেও তাহাই হইল। বিবিধ প্রকারের অর্থশূন্য, উদ্দেশ্য শূন্য, ভাব শূন্য, দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পরে, ক্রমে অল্পে অল্পে মহারাণী কম্পিত হৃদয়ে, আরক্তিম মুখমণ্ডলে, শুষ্ককণ্ঠে, ভগ্ন ভাষায় আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। উভয়েই উভয়ের প্রতি যার পর নাই অনুরক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রাণ-প্রতিম ভিক্টোরিয়ার মধুর কণ্ঠ বিনিসৃত এই অমিয়মাখা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্যনিচয় শ্রবণে রাজকুমারের প্রাণে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? শুভক্ষণে প্রণয়ী যুগলের শুভ পরিণয় সুস্থির হইয়া গেল। ভিক্টোরিয়া স্বয়ংই বাগ্‌দত্তা হইলেন।

রাজকুমার এল্‌বার্ট আশৈশব ভিক্টোরিয়াকে ভালবাসিতেন। এই সুকুমার বালিকা-রত্নকে আপনার হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাঁহারই সুখের ও স্বার্থের মধ্যে আপনার জীবনের সমুদায় সুখ এবং সমুদায় স্বার্থ একেবারে নিমগ্ন করিয়া দেন—ইহা তাঁহার প্রাণের গূঢ়তম আকাঙ্ক্ষা ছিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে, ভিক্টোরিয়ার রূপগুণের মনোরম বিকাশে এবং আপনার হৃদয়ের স্বাভাবিক পরিস্ফুর্ত্তিতে, এই গভীরতম আকাঙ্ক্ষা গভীরতর হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়াও প্রাণে প্রাণে বহু কাল

হইতে রাজকুমার এল্‌বার্টকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পরে তিনি বারম্বার বলিয়াছেন যে, রাজকুমার এল্‌বার্ট ব্যতীত অপর কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিবেন না,—আশৈশব তাঁহার প্রাণে এই সংকল্প ছিল। সুতরাং আজ বহু দিনের সাধ পুর্ণ করিয়া, উভয়েরই প্রাণে অতুল আনন্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। সাধকের বহুকালের সাধনায় সিদ্ধ হইলে যে আনন্দ,—দরিদ্রের বহু ধনের অধিকারে যে আনন্দ,—এই প্রণয়ী যুগলের এই প্রথম প্রেম-সম্ভাষণে আজ তদপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দ হইল। মহারাণী তাঁহার দিনলিপি-পুস্তকে এই দিবসের এই সকল সুমধুর ঘটনার উল্লেখ করিয়া—এল্‌বার্টকে পতিরূপে বরণ করিয়া আপনার প্রাণে যে গভীর সুখের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, হৃদয়ের সরল ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়া—লিখিয়াছেন ;—"তিনি আমাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া যে গুরুতর স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, ইহা যাহাতে কোনও মতে অনুভব করিতে না পারেন তজ্জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, তিনি আমাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া গুরুতর আত্মত্যাগ করিতেছেন ; কিন্তু তিনি কোনও মতে তাহা স্বীকার করেন না।......আমি অতঃপর আর্ণেষ্টকে লইয়া আসিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎই

আর্ণেষ্টকে লইয়া আসিলেন। আর্ণেষ্ট আমাদের সুখে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন; এবং ইহাতে তাঁহার অতীব সুখ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আর্ণেষ্ট তাঁহার ভ্রাতার গুণাবলির কথা আমাকে বলিলেন। (Queen's Journal quoted in Early Years.p. 227).

সেই দিবস অপরাহ্নেই আপনার পরম সুখের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ভিক্টোরিয়া প্রিয়তম মাতুল, রাজা লিও-পোল্‌ড্‌কে পত্র লিখিলেন।

উইণ্ডজর রাজবাটী, ১৫ই অক্টোবর ১৮৩৯।

"প্রিয়তম মাতুল,—আপনি সতত আমার সম্পর্কিত সকল বিষয়েই এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন যে, এই পত্রখানি পড়িয়া যে আপনার বিশেষ আনন্দ হইবে, তদ্বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। আমি সব ঠিক্ করিয়াছি, এবং সে কথা আজ প্রাতে এল্‌বার্টকেও বলিয়াছি। এই কথা শুনিয়া তিনি যে গভীর ভালবাসা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমার প্রাণে অতুল আনন্দ হইয়াছে। রূপে গুণে তাঁহাকে একজন অসাধারণ পুরুষ বলিয়া বোধ হয়, এবং আমার মনে হয় যেন আমার সম্মুখে অশেষ সুখের ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হইতেছে। আমি তাঁহাকে কত ভালবাসি বাক্যে তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, আমাকে বিবাহ

করিতে স্বীকৃত হইয়া তিনি অশেষ ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু যাহাতে তাঁহাকে বিশেষ সুখী করিতে পারি, তজ্জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। তাঁহার অসাধারণ কার্য্যকুশলতা আছে বলিয়া বোধ হয়, এবং তিনি যে পদ গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে এই গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় এবং কার্য্যকর হইবে। বিগত কতিপয় দিবস আমি যেন স্বপ্নের ঘোরে কাটাইয়াছি। এই সকল মিলিয়া আমাকে এরূপ বিবসা করিয়াছে যে, কি লিখিব তাহাই বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমি বস্তুতঃই অতিশয় সুখী হইয়াছি। পার্লেমেণ্টের অধিবেশনের পূর্ব্বে এই কথা রাষ্ট্র হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ তাহা হইলে এই বিষয় জ্ঞাপন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ পার্লেমেণ্টের সভা আহ্বান না করা, আমার পক্ষে কর্ত্তব্যকার্য্যের ত্রুটী হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আপনি এবং মাতুল আর্ণেষ্ট ব্যতীত অপর কেহ যেন এই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতে না পারেন।

"বলা বাহুল্য যে এই বিষয়ে আমি লর্ড মেল্বোর্ণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি আমার সংকল্পের কথা শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার মতে সর্ব্ব বিষয়েই ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে।

"সচরাচর লর্ড মেল্‌বোর্‌ণ্‌ আমার প্রতি যেরূপ সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করেন, এই বিষয়েও সেইরূপই করিয়াছেন। পার্লেমেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার অল্প দিন পরেই—আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে,—আমাদের পরিণয় হওয়া লর্ড মেল্‌বোর্‌ণ্‌ এবং আমি, উভয়েই বিশেষ প্রার্থনীয় মনে করি; এল্‌বার্টেরও তাহাতে সম্পূর্ণ অভিমত আছে।

"প্রিয়তম এল্‌বার্টকে আগামী মাসের শেষ পর্য্যন্ত এখানে রাখিতে ইচ্ছা করি। আর্ণেষ্টের সরল আনন্দ দেখিয়া আমার বিশেষ সুখ হয়। তিনি প্রিয়তম এল্‌বার্টকে কত ভালবাসেন!"

আপনার চিরানুগত ভাগিনেয়ী—ভিক্টোরিয়া।"

মহারাণীর প্রিয়তম মাতুল রাজা লিওপোল্‌ডের ব্যারণ্‌ ষ্টকমার্‌ নামে একজন অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি দুই একবার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজদরবারেও গতায়াত করিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। বাগ্‌দত্তা হইবার অল্প দিন পূর্ব্বে, সম্প্রতি বিবাহ করিতে তাঁহার একেবারে মত নাই বলিয়া তিনি ব্যারণ্‌ ষ্টকমারকে লিখিয়াছিলেন। সুতরাং এত অল্প দিবস মধ্যে ব্যারণ্‌কে আপনার এরূপ ঘোরতর মত পরিবর্ত্তনের সংবাদ লিখিতে ভিক্টোরিয়ার

স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ হইল। সেই দিবসই ব্যারণ্ ষ্টকৃমার্‌কে মহারাণী লিখিলেন ;—

"প্রিয় ব্যারণ ষ্টকৃমার্,—আমি আমাকে এত দোষী মনে করিতেছি যে, কিরূপ ভাবে এই চিঠি খানি আরম্ভ করিব তাহা বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহাতে যে সুসংবাদ থাকিবে, তাহা শুনিয়া, আমার বোধ হয়, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিবেন। এল্‌বার্ট সম্পূর্ণ রূপে আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। অদ্য প্রাতে আমাদের মধ্যে সব স্থির হইয়া গিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আমাকে সুখী করিবেন। আমিও তাঁহাকে সুখী করিব তৎসম্বন্ধে এরূপ স্থির বিশ্বাস আছে, একথা আপনাকে বলিতে পারিলে কত সুখী হইতাম। সমুদায় বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিবার আমার সময় নাই, মাতুল লিওপোল্‌ড্ আপনাকে তাহা বলিবেন।"

পর দিবস (১৮৩৯ খ্রীঃ ১৬ই অক্টোবর) রাজকুমার এল্‌বার্টও তাঁহার বন্ধু ব্যারণ্ ষ্টকৃমার্‌কে এই সুখকর সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। আপনার এই "সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখের দিনে" এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, রাজকুমার প্রিয়তমা ভিক্টোরিয়ার সম্বন্ধে লিখিলেন ;— "ভিক্টোরিয়া আমার প্রতি এত সদয় ও স্নেহশীল ব্যবহার করেন যে; আমাকে এরূপ ভালবাসা দেওয়া হইতেছে

দেখিয়া আমি অনেক সময়ে অবাক্ হইয়া যাই। আমি জানি যে আমি সুখী হই, ইহা আপনার আন্তরিক ইচ্ছা, এবং তাহাতেই আমার হৃদয়-বেগ আপনার কাছে প্রকাশ করিতেছি। আমি এত বিভোর হইয়া রহিয়াছি যে, আর অধিক লিখিতে পারি না।"

রাজকুমার এল্‌বার্ট তাঁহার স্নেহময়ী পিতামহীকে লিখিলেন ;—

"মহারাণী সে দিবস তাঁহার স্বীয় কক্ষে আমাকে ডাকিয়া সরল ও গভীর প্রেমোচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন যে, আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছি, এবং আমি স্বার্থত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবন-সঙ্গী হইতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকে যার পর নাই সুখী করিব। তাঁহাকে বিবাহ করাতে আমাকে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। মহারাণী বলিলেন যে, কেবল আমার পত্নী হইবার উপযুক্ত গুণ তাঁহার নাই বলিয়া, তিনি প্রাণে একটু ক্লেশ পাইতেছেন। তাঁহার এই সুখপ্রদ সরলতা দৃষ্টে আমি একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছি।"

যেখানে প্রণয়ী যুগলের পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকে, যেখানে উভয়েই আপনাকে আপনার প্রণয়পাত্র বা প্রণয়পাত্রী অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে অনেক হীন মনে করেন,

সেখানেই প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হয়। কিন্তু এই কঠোর জগতে এই আমি-অতি-হীন-ভাব-প্রবল প্রেম সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কবিতা ও উপন্যাসে ইহার যেমন বিকাশ, বাস্তব জীবনের কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার তেমন বিকাশ হয় না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভিক্টোরিয়া ও এল্‌বার্টের এই পবিত্র প্রেমে এই গভীর শ্রদ্ধা এবং এই আমি-অতি-হীন-ভাবের পূর্ণ বিকাশ দৃষ্টে চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়। এই রাজকীয় প্রেমকাহিনী পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন কোনও উচ্চাঙ্গের কাব্য বা উপন্যাস পাঠ করিতেছি। ভিক্টোরিয়া এবং এল্‌বার্টের এই প্রেমভাব দেখিয়া বোধ হয়, যেন সুকবি সেক্ষপীরের মিরান্দা ও ফার্দিনন্দকে দেখিতেছি, বা আমাদিগের মহাকবি কালিদাসের উমা ও মহাদেবের প্রেম লীলার নয়ন প্রীতিকর অভিনয় দর্শন করিতেছি। রাজন্যসমাজে সচরাচর প্রেমের উজ্জ্বলচিত্র দৃষ্ট হয় না; কিন্তু ভিক্টোরিয়া ও এল্‌বার্টের প্রেমের মত গভীর, প্রকৃত, পবিত্র প্রেমচ্ছবি কেবল রাজন্য সমাজে কেন, সমগ্র মানব সমাজেই অতীব বিরল।

১৪ই নবেম্বর দিবসে রাজকুমার এল্‌বার্ট ভ্রাতা সমভিব্যাহারে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। জীবনের এই প্রথম বিচ্ছেদের তীব্রতায় ভিক্টোরিয়াকে অতিশয় ক্লিষ্ট করিল; এবং প্রিয়তমের অবর্ত্ত-

মানে তিনি অধিকাংশ সময়, রাজকুমারের ইংলণ্ডে বাস সময়ে উভয়ে মিলিয়া যে সমুদায় সুমধুর সঙ্গীত করিতেন, সেইগুলি গাইয়া আপনার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হ্রাস করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। রাজকুমার তাঁহার প্রণয়পাত্রীকে আপনার একখানি ক্ষুদ্র প্রতি-মূর্ত্তি প্রেমোপহার দিয়াছিলেন; মহারাণী এই প্রতি-কৃতিখানিকে অতি যত্নসহকারে আপনার কঙ্কণ মধ্যে ধারণ করিয়া সতত নিকটে রাখিতেন। যখন অতিশয় যাতনা হইত, তখন এই ছবিখানি দেখিয়াও কিয়ৎপরি-মাণে সুখী হইতেন। রাজকুমার আপনার ভবিষ্যপত্নীর এই সকল দুঃখের কথা শুনিয়া পিতৃস্বসা ও ভবিষ্য শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী রাজমাতা লুইসাকে লিখিয়াছিলেন;—"আমার প্রিয়তমা ভিক্টোরিয়ার আপন নিভৃত কক্ষে বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া থাকার কথা যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইয়াছে। হায়! আমি যদি তাঁহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য এখনি তাঁহার নিকট উড়িয়া যাইতে পারিতাম, তবে কি সুখই না হইত!" রাজকুমার আপ-নার ভবিষ্য পত্নীকেও লিখিয়াছিলেন,—'আমি যে এত গভীর ভালবাসা ও ঐকান্তিক প্রণয়ের পাত্র হইয়াছি ইহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। আমার প্রায় সততই মনে হয়,—আমি এমন কি যে, এত সুখ আমার

হইবে ?—কারণ আমি তোমার এত প্রিয় এই কথা জানিলে বস্তুতঃই আমার হৃদয়ে অত্যধিক সুখোচ্ছ্বাস উঠিয়া থাকে।” আর একবার লিখিয়াছিলেন ;—“আমার চিন্তা কত ঘন ঘন যে তোমার দিকে ধাবিত হয়, বলিতে পারি না! তোমার গৃহে আমি যে কতিপয় ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষ আলোক-সমুদ্ভাসিত অংশ, এবং আমি যে তোমার রক্ষক হইয়া নিয়ত তোমার নিকটে থাকার গভীর সুখের অধিকারী হইব, ইহা এখনও সম্যকরূপে ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না।” ইহার কিছু দিন পরে প্রকাশ্যভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আপনার আসন্ন-দীক্ষা ব্যাপারের কথা লিখিয়া রাজকুমার এল্‌বার্ট মহারাণীকে লিখিয়াছিলেন,—“সেই গম্ভীর ও পবিত্র কার্য্য-সাধন কালেও যদি আমি বেদীর সমক্ষে দাঁড়াইয়া তোমার কথা ভাবি, ঈশ্বর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না। কারণ আমি তখনও তোমার জন্য, ও তোমার আত্মার কল্যাণের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব; এবং তিনি আমাদিগকে তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত রাখিবেন না।”

পার্লেমেণ্ট মহাসভায় মহারাণীর আসন্ন পরিণয় বার্ত্তা প্রথম প্রচার করিবার কথা হইয়াছিল; কিন্তু অবশেষে এত কাল অপেক্ষা না করিয়া, প্রিভি কৌন্সিলের সভা

আহ্বান করিয়া তথায়ই সর্ব্বাগ্রে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করা শ্রেয়স্কর বিবেচিত হইল। তদনুসারে ২৩এ অক্টোবর দিবস এই সভা আহূত হইল। মহারাণী যথা সময়ে সভা-মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া আপনার শুভ পরিণয়-সংবাদ উপস্থিত সভ্যগণকে জ্ঞাপন করিলেন। এই দিবসের এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি স্বয়ংই লিখিয়াছেন;—ঠিক দুই ঘটিকার সময় আমি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। গৃহ লোকে পূর্ণ ছিল; কিন্তু সেখানে কাহারা আছেন, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আমি কেবল লর্ড মেল্‌বোর্ণ্‌কে আনন্দাশ্রু পূর্ণ লোচনে আমার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিলাম, কিন্তু তিনি আমার নিকটে উপবেশন করেন নাই। অতঃপর আমি আমার বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলাম। আমার হস্ত কাঁপিতেছে,—ইহা আমি বেশ অনুভব করিতেছিলাম; কিন্তু পড়িবার সময় একটীও ভুল করি নাই। পড়া সাঙ্গ হইলে আমি যেন শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। অতঃপর লর্ড লিণ্ডহার্ষ্ট দণ্ডায়মান হইয়া এই বিজ্ঞাপনী সাধারণ্যে প্রচার করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তদন্তে আমি সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিয়া গেলাম। এই ব্যাপার সমাধা করিতে সর্ব্বশুদ্ধ তিন চারি মিনিট সময় লাগিয়াছিল। (The Queen's Journal. November 23, 1839 quoted in Early Years).

আপনার এই গভীর সুখের দিনে মহারাণী প্রজাবর্গের সুখ দুঃখের প্রতি বিন্দুমাত্র উদাসীন হইলেন না। প্রকৃত প্রেমে মানুষকে স্বার্থপর ও স্বকীয় ক্ষুদ্রতম সুখ দুঃখের গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ করে না। বরং পবিত্র প্রেম-জনিত হৃদয়ের অলৌকিক স্ফূর্ত্তিতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার স্নেহ ও সহানুভূতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মহারাণী এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধা নর-হিতৈষিণী দেবী এলিজাবেথ্ ফ্রাইর নিকট কারামুক্ত হতভাগিনী অনাথা স্ত্রীলোক-দিগের সাহায্যার্থ পঞ্চ শত মুদ্রা প্রেরণ করিলেন, এবং ভবিষ্যতে ইহাঁদের দুঃখ মোচনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

মহারাণী যথা সময়ে পার্লেমেণ্ট মহাসভাকে আপনার আশু-পরিণয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। মন্ত্রিসমাজ রাজ-কুমার এল্‌বার্টের জন্য বার্ষিক পঞ্চ লক্ষ মুদ্রার একটী রাজকীয় বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত মহাসভা সমক্ষে প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু মহাসভা বার্ষিক তিন লক্ষ টাকাই যথেষ্ট মনে করিয়া, ভবিষ্য রাজ্ঞী-পতির জন্য ঐ পরিমাণ বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিলেন। রাজকুমার এল্-বার্ট স্বদেশে মাতৃ-দত্ত একটী সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন; তাহার বার্ষিক আয় কিঞ্চিদধিক দুই লক্ষ মুদ্রা ছিল। ভিক্টোরিয়ার পাণিগ্রহণার্থ ইংলণ্ডে আসিবার সময় তিনি

ঐ সম্পত্তি হইতে আপনার বিশ্বস্ত অনুচরগণের জন্য কিঞ্চিৎ বার্ষিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, অবশিষ্ট অংশ আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দান করিয়া আসিলেন।

প্রস্তাবিত পঞ্চ লক্ষের পরিবর্ত্তে পার্লেমেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহার তিন লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হওয়াতে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে তাঁহার শুভ পরিণয় ইংরাজ প্রজাবর্গের বিশেষ অনুমোদিত নহে বলিয়া, রাজকুমারের মনে ধারণা জন্মিল। বিবাহার্থে ইংলণ্ডে আসিবার সময়,পথিমধ্যে তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করেন,এবং ইহাতে তাঁহার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার প্রতি কোনও অসদ্ভাব বা অপ্রীতি হইতে তাঁহার বৃত্তি কমাইবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয় নাই। প্রধানতঃ ইংলণ্ডের তাৎকালিক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধনই এরূপ হইয়াছিল। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের পত্নী, রাণী শার্‌লোট্‌; রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের পত্নী, রাণী ক্যারোলিন্‌; রাজা চতুর্থ উইলিয়মের পত্নী, রাণী এডিলেড্‌; এবং রাজকুমারী শার্‌লোটের পতি, রাজকুমার লিওপোল্‌ড; ইহাঁদের সকলকেই বার্ষিক পঞ্চ লক্ষ মুদ্রা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পতিকেও তদনুরূপ রাজকীয় বৃত্তি দান করাই শ্রেয়স্কর ও ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়া মন্ত্রিসমাজ পার্লেমেণ্ট-সমক্ষে এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু

তাঁহারা দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। যখন পার্লেমেণ্ট মহাসভা, রাজপরিবারের কাহাকেও কোনও রাজকীয় বৃত্তি দানের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতিবাদ করা রাজভক্তিহীনতা মনে করিয়া, সভয়ে তাহা হইতে বিরত থাকিতেন;—যখন দেশের অর্থব্যয়ে কৃপণতা করা দূরের কথা, বিশেষ বিবেচনা করিয়া চলা পার্লেমেণ্ট অনুচিত মনে করিতেন,—সে দিন গত হইয়াছিল। পার্লেমেণ্টের সভ্যগণ এখন ক্রমে প্রজাসাধারণের অর্থের রক্ষকস্বরূপ আপনাদিগের গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন;—এখন তাঁহারা ঘোরতর অবিবেচনা ও উদাসীনতা-সহকারে প্রজাদত্ত রাজস্বের অপব্যয় করা যে ধর্ম্ম ও ন্যায়বিরুদ্ধ, ইহা ক্রমে বুঝিতেছিলেন। কিন্তু মন্ত্রি-সমাজ তখনও দেশের এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা এবং পার্লেমেণ্টের এই অভিনব দায়িত্ব-বোধ ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। (Hist. of Our Own Times p. 150 Vol. I). বিশেষতঃ তখন ব্যবসায় বাণিজ্যের শিথিলতা নিবন্ধন বণিক-প্রধান ইংরাজ প্রজামণ্ডলীর আর্থিক অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল। এ অবস্থায় প্রজাদত্ত রাজস্ব হইতে এতগুলি মুদ্রা একটী রাজকীয় বৃত্তির জন্য দান করা মহাসভার সভ্যগণের অনেকের চক্ষেই ন্যায়সঙ্গত বোধ হইল না।

তথাপি মন্ত্রি-সমাজ যদি আধুনিক প্রথা অনুসারে পূর্ব্ব হইতে বিরুদ্ধপক্ষীয় রক্ষণশীল নেতৃবর্গের সঙ্গে এই বিষয়ে বন্ধুভাবে পরামর্শ করিয়া, উভয় পক্ষে মিলিত হইয়া, একটা স্থির নির্দ্ধারণে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই প্রস্তাব লইয়া এত বাদানুবাদ হইত না। সুতরাং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দেশের তদানিন্তন অসচ্ছল আর্থিক অবস্থা এবং মন্ত্রিগণের অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধনই প্রস্তাবিত পঞ্চ লক্ষ মুদ্রার বার্ষিক বৃত্তির বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিবাদ হইয়াছিল। নতুবা প্রকৃত পক্ষে, ব্যক্তিগত ভাবে, রাজকুমারের প্রতি কাহারও কোনও অসদ্ভাব ছিল না। রাজকুমারকে এই সমুদায় কথা সবিস্তারে বলা হইলে পর, তাঁহার প্রাণের ঐ সন্দেহ বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণী পার্লেমেণ্টের এই ব্যবহারে বিশেষ মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছিলেন, এবং কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার মন হইতে এই সমুদায় ক্লেশ একেবারে দূরীভূত হয় নাই।

যাহা হউক ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। ৮ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমভিব্যাহারে, রাজকুমার এলবার্ট বকিংহাম রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরদিবস ৯ই ফেব্রুয়ারি, রবিবার

রাজকুমার মহারাণীর পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া অতিবাহিত করিলেন। ইহাঁরা সকলেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। যেমন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রাণে, সেইরূপ রাজকুমার এল্‌বার্টেরও প্রাণেও ধর্ম্মভাব বিশেষরূপে বিকশিত হইয়াছিল। বিবাহের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তিনি আপনার প্রিয়তমা পিতামহীকে লিখিলেন ;—"আর তিন ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই আমি প্রিয়তমা ভিক্টোরিয়াকে লইয়া বিবাহমণ্ডপে গিয়া দণ্ডায়মান হইব। আমার জীবনের এই গুরুতর সময়ে আমি পুনরায় আপনার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি ; এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার নিকট হইতে আমি তাহা প্রাপ্ত হইব, এবং তাহাই আমার রক্ষা-কবচ হইবে। এই খানেই আমাকে এই পত্র শেষ করিতে হইতেছে। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন! তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়-স্থল হউন!"

প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে কন্যাকে অপরাপর প্রতিজ্ঞার সঙ্গে স্বামীর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিয়া, তাঁহার অধীনে থাকিবার জন্যও প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। মহারাণীর পক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সুসঙ্গত হইবে না মনে করিয়া, ক্যাণ্টারবারীর ধর্ম্মযাজক মহাশয়, প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতিতে,—বিশেষতঃ ঐ বশ্যতা

স্বীকারের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে, ভিক্টোরিয়া কোনও পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন কি না,জানিতে চাহিলেন। কিন্তু মহারাণী সেরূপ কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। তিনি তদুত্তরে ধর্ম্মযাজক মহাশয়কে বলিলেন,—"চর্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের পবিত্র পদ্ধতি অনুসারে, অপরাপর স্ত্রীলোকের মত, আমি বিবাহিত হইতে ইচ্ছা করি, এবং রাজ্ঞীরূপে আমি বশ্যতা সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞা করিতে না পারিলেও রমণীরূপে প্রচলিত পদ্ধতির সমুদায় প্রতিজ্ঞা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

ক্রমে দ্রুতগতিতে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। এই উপলক্ষে রাজকীয় উপাসনালয় অতি সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। মধ্যাহ্ন দ্বাদশ ঘটিকার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাদ্যবাদিত্র সমভিব্যাহারে, মহোল্লসিত পরিচারক, অমাত্য, বন্ধুবান্ধব এবং নিৎ-কন্যাগণ পরিবৃত হইয়া মহারাণী বিবাহমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার এল্‌বার্ট কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বিবাহমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে সমবেত সকলে আসন গ্রহণ করিলে, মহারাণী আপনার আসন পরিত্যাগ করিয়া রাজকুমারের বাহু ধারণ পূর্ব্বক বেদীসমক্ষে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিবাহ আরম্ভ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভিক্টোরিয়া

দক্ষিণ হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা শেষ হইলে, প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় মহারাণীকে বিবাহ করিতে রাজকুমার প্রস্তুত আছেন কি না,—প্রভৃতি প্রশ্ন যথারীতি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার ধীর গম্ভীরভাবে প্রত্যেক প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলে, ধর্ম্মযাজক মহাশয় মহারাণীকেও ঐরূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মযাজক—"ভিক্টোরিয়া, তুমি কি এল্‌বার্টকে তোমার বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিয়া,ঈশ্বরের বিধানানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত পবিত্র বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া, তাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস করিতে ইচ্ছুক আছ ?"

ভিক্টোরিয়া—"আছি।"

ধর্ম্মযাজক—"তুমি কি সুস্থতায় ও অসুস্থতায়, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া চলিবে ? এবং তাঁহার সেবা করিবে ? এবং তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিবে ? এবং অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা উভয়ে যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন কি তুমি তাঁহার নিকটে থাকিবে ?

ভিক্টোরিয়া—"থাকিব।"

ভিক্টোরিয়া অতি মৃদু কিন্তু সুস্পষ্টস্বরে এই প্রশ্ন সমুদায়ের এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক

II

রাজ্ঞীপতি রাজকুমার এলবার্ট্।

প্রশ্নের উত্তর দান কালে প্রীতি-বিস্ফারিত নয়নে প্রাণ-প্রতিম এল্‌বার্টের প্রতি চাহিয়া দেখিয়াছিলেন।

তদনন্তর ধর্ম্মযাজক মহাশয়—"এই কন্যা কে সম্প্রদান করিতেছেন?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, ভিক্টোরিয়ার বৃদ্ধ খুল্লতাত, ডিউক্ অব সকেক্স অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"আমি করিতেছি।" অতঃপর প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় ভিক্টোরিয়ার হস্ত ধারণ করিয়া রাজ-কুমারের হস্তে স্থাপন করিলেন, এবং যথারীতি বিবাহ প্রতিজ্ঞা পঠিত হইল। ভিক্টোরিয়া বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া এই গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভগবানের কৃপায় তাঁহার বৈবাহিক জীবন যেমন সুখের হইয়াছিল, এ জগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই তেমন হইয়া থাকে।

দশম অধ্যায়।

বৈবাহিক জীবন।

মহারাণীর বিবাহ উপলক্ষে সমগ্র ইংলণ্ডে মহা মহোৎ-সব হইল। বিবাহের দিন লণ্ডননগরী অসংখ্য আলোক-মালায় বিভূষিত হইল। বিবাহান্তে আপনাদিগের প্রিয়তমা মহা-রাণীকে তাঁহার নবপরিনীত পতিপার্শ্বে দর্শন করিয়া, পথিপার্শ্বস্থ অসংখ্য লোকমণ্ডলী উন্মত্ত জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। উপাসনা মন্দির হইতে বর কন্যা বকিংহাম্ রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে যথারীতি আমোদ আহ্লাদ ও আহারাদি চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মহারাণী স্বামী সঙ্গে উইণ্ডজর যাত্রা করিলেন। লণ্ডন হইতে উইণ্ডজরের পথে অসংখ্য আলোক-মালা সজ্জিত ও বহুসংখ্যক তোরণ নির্ম্মিত হইয়া রাজ-পথের অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। অগ-নিত লোকপুঞ্জ বহুক্ষণ হইতে নবোদ্বাহিত মহারাণী ও তদীয়া প্রিয়তমা পতির দর্শন লাভাশায় পথের উভয় পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল। রাজকীয় শকট নয়ন গোচর হইবা মাত্র লক্ষ লক্ষ নরনারী সমস্বরে তাঁহাদের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। লণ্ডন হইতে উইণ্ডজর যাইতে হইলে সুপ্রসিদ্ধ ইটন্ বিদ্যালয়ের সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। এই

বিদ্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ছাত্রগণ যার পর নাই আনন্দোৎসাহ সহকারে মহারাণী এবং তাঁহার নব-বিবাহিত পতির যথাযথ অভ্যর্থনা করিল, এবং পরে সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, বিবিধ বর্ণের অসংখ্য পতাকা হস্তে লইয়া, তুমুল জয়ধ্বনি করিতে করিতে রাজকীয় শকটের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া রাজ-দম্পতীকে উইণ্ডজর রাজবাটীর দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

এই সকল প্রীতিকর দৃশ্য দর্শনে রাজকুমার এল্‌বার্টের প্রাণে পরম পরিতোষ লাভ হইল। মহারাণীর বিবাহে প্রজাবর্গের তেমন আনন্দ হয় নাই বলিয়া, তাঁহার প্রাণে যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল, এই সকল সোৎসাহ অভিনন্দন, উন্মত্ত জয়ধ্বনি এবং আনন্দোৎসব দেখিয়া তাহা একেবারে বিদূরিত হইল।

মহারাণীর একজন সহচরী বিবাহের দিনে ভিক্টোরিয়ার মুখ-ভাবের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন ;—'মহারাণীর মুখভাব এবং আচার-আচরণ যার পর নাই সুন্দর হইয়াছিল। আনন্দাশ্রু বর্ষণে তাঁহার নয়নদ্বয় কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মুখে গভীর আনন্দের আভা প্রকাশ পাইতেছিল। বিবাহান্তে যখন তিনি রাজকুমার এল্‌বার্টের বাহু ধারণ করিয়া ধীরপদবিক্ষেপে বিবাহ-বেদীর নিকট হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, তখন রাজকুমারের

উপর তাঁহার অকৃত্রিম আস্থা ও প্রেমভাব দেখিয়া উপস্থিত লোকমণ্ডলীর নয়ন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। মহারাণীর প্রকৃতি যার পর নাই সরল, এবং তজ্জন্য সিংহাসনারোহণাবধি নানা কারণে সকল সময়ে প্রাণের সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না বলিয়া, তাঁহার বিশেষ ক্লেশ হইত। এখন আর এই সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না ভাবিয়া তাঁহার প্রাণে উন্মত্ত আনন্দতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল।"

ইংরাজ সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুসারে নবদম্পতীগণ, বিবাহের অব্যবহিত পরে, কিছুকাল নির্জ্জনে অতিবাহিত করেন। মহারাণী রাজকীয় কার্য্যের তাড়নায় একাধিক দিবস এই সুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র বিবাহের পরদিবস তাঁহারা উইণ্ডজর রাজবাটীতে নির্জ্জনে অতিবাহিত করিতে পাইলেন। এই দিবস মহারাণী আপনার প্রাণের গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়া ব্যারণ্ ষ্টক্‌মারকে লিখিয়াছিলেন;—"রাজকুমার অপেক্ষা প্রিয়তর, বিশুদ্ধতর, ও মহত্তর ব্যক্তি এই পৃথিবীতে পাওয়া যাইবে না।" নবদম্পতীর নবীনপ্রেমের নবোৎসাহেই যে কেবল মহারাণী এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা নহে; চিরদিন প্রিয়তম পতির সম্বন্ধে তাঁহার প্রাণে এই গভীর শ্রদ্ধা ও পবিত্র প্রেমের ভাব বিদ্যমান ছিল এবং আজীবন বিদ্যমান থাকিবে।

অল্প দিন মধ্যেই রাজকুমার এল্‌বার্টের পিতা স্ব-রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পিতাকে বিদায় দিবার সময়ে রাজকুমারের প্রাণে নিরতিশয় যাতনা হইয়াছিল। রাজকুমার এল্‌বার্ট তাহা স্বীকার করুন আর নাই করুন, মহারাণীকে বিবাহ করিয়া যে তাঁহাকে অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই পরিণয় নিবন্ধন এল্‌বার্টকে আপনার মাতৃ-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সমাজে চির-জীবনের জন্য আশ্রয় লইতে হইল; তাঁহার পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজন হইতে একরূপ জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। এই সকল যদি গভীর স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত না হয়, তবে স্বার্থত্যাগ আর কাহাকে বলে? কিন্তু এই সকল সুখ ও শান্তির বিনিময়ে তিনি সতী ভিক্টোরিয়ার পবিত্র প্রেমের অধিকারী হইয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পিতার স্বদেশ গমনে রাজ-কুমারের প্রাণে গভীর যাতনা হইল। রাজকুমারের এই দিবসের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া মহারাণী লিখিয়া-ছেন;—"রাজকুমার আমাকে বলিলেন যে, আমি সজ্ঞান অবস্থায় কখনও পিতৃস্নেহ ভোগ করি নাই, সুত-রাং তাঁহার প্রাণে যে যাতনা হইতেছে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব না। তাঁহার শৈশব জীবন

অতিশয় সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল; এবং তাঁহার শৈশব বন্ধুগণের মধ্যে এখন কেবল আর্ণেষ্টই তাঁহার নিকটে আছেন। কিন্তু এখন আমি তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসিতেছি চিরদিনই যদি সেরূপ ভালবাসি, তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে পারিব। ......হায়, সেই মুহূর্ত্তে প্রিয়তম স্বামীরত্নের ক্লেশে আমার প্রাণে কি যাতনাই না হইয়াছিল! পিতা, ভ্রাতা, বন্ধুগণ, মাতৃভূমি—এই সকল তিনি কেবল আমারই জন্য পরিত্যাগ করিয়াছেন! ঈশ্বর করুন যেন আমার প্রিয়তমকে সুখী করিয়া আমি সুখী হইতে পারি! তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য আমার যাহা কিছু সাধ্য তাহাই করিব।"

মহারাণীর এই সময়ের দৈনিক জীবনের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে;—"মহারাণী প্রিয়তম পতি সহ প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় প্রাতঃকালীন ভোজন সমাপনান্তে উভয়ে মিলিয়া অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে নির্গত হন। অতঃপর রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া মহারাণী আপনার পূর্ব্বতন প্রথা অনুসারে রাজ কার্য্য পরিচালনা করেন, তৎপরে স্বামী স্ত্রীতে মিলিত হইয়া কিছুকাল চিত্রকার্য্যে অতিবাহিত করেন। চিত্রবিদ্যার প্রতি রাজকুমার এল্‌বার্টের বিশেষ অনুরাগ

ছিল; এই আমোদপ্রদ কার্য্যের প্রতি মহারাণীরও বিশেষ আসক্তি আছে। অপরাহ্ন তুই ঘটিকার সময় উভয়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলে পর, প্রধান মন্ত্রী মেল্‌বোর্‌ণ্‌ দৈনিক রাজকার্য্য সাধনার্থ মহারাণীর নিকটে আগমন করেন। অতঃপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজকুমার মহারাণী সমভিব্যাহারে একখানি ক্ষুদ্র শকটারোহণে ভ্রমণে নির্গত হন, কোনও দিন রাজকুমার এই সময় অশ্বারোহণে নির্গত হন; এবং তখন মহারাণী হয় জননীর সঙ্গে,না হয় আপনার সহচরীবর্গের সঙ্গে শকটারোহণে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যহই রাজকুমার মহারাণীর নিকটে বসিয়া কোনও ধর্ম্মপুস্তক বা কাব্য গ্রন্থাদি পাঠ করেন। রাত্রি আট ঘটিকার সময় সকলের সঙ্গে বসিয়া রাজকুমার এবং মহারাণী বৈকালিক আহার করেন। আহারান্তে রাজকুমার প্রায়ই ছতরঞ্চ খেলিয়া থাকেন। রাত্রি একাদশ ঘটিকার অল্পক্ষণ পরেই মহারাণী শয়নাগারে প্রবেশ করেন।"

চিত্রকার্য্যের প্রতি মহারাণীর গভীর অনুরাগের কথা এই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর গল্প প্রচারিত হইয়াছে। মহারাণী একদা রাজ-বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথে দাঁড়াইয়া রাজপ্রাসাদের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতেছিলেন। একজন মাত্র পরিচারক কিঞ্চিৎ

দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময় একজন মেষপালক এক দল মেষ লইয়া ঐ পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাণী পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার মেষপালের গতিরোধ করিতেছেন দেখিয়া, এই মেষপালকের কিঞ্চিৎ বিরক্তির উদয় হইল। সে আপনার সবল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল,—"হে স্ত্রীলোক আমার মেষপালের পথ ছাড়িয়া দাও।" এই কথা শুনিয়া মহারাণীর পরিচারক ধীরে ধীরে মেষপালকের নিকটে গিয়া বলিল "ইনি কে তুমি জান কি?"—মেষ-পালক তীব্রতর স্বরে বলিল;—"আমি জানিতে চাহি না,—তাহাকে আমার মেষপালের পথ ছাড়িয়া দিতেই হইবে।"—কিন্তু তথাপি পরিচারক তাহাকে ধীরে ধীরে মহারাণীর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিল। এই পরিচয় পাইয়া সরল মেষপালক যারপর নাই অপ্রতিভ ও ভীতি-বিহ্বল হইয়া মূৰ্চ্ছিতপ্রায় হইলে, তাহার প্রতি ভিক্টোরিয়ার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, এবং পরিচারকের নিকট হইতে সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি মৃদুমধুর ভাবে মেষপালককে সান্ত্বনা করিয়া তাহার মেষপালের পথ ছাড়িয়া দিলেন।

বিবাহের কতিপয় মাস পরে, মহারাণীর জন্মতিথি উপলক্ষে নবদম্পতী রাজকীয় কার্য্যকলাপের ব্যস্ততা হইতে কিঞ্চিৎ অবসর গ্রহণ করিয়া, ক্লেরমোণ্ট রাজবাটীতে

গিয়া কিছুদিন বাস করিলেন। এই স্থানে তাঁহারা যথেচ্ছা ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির মনোহর শোভা দর্শনে, বিবিধ প্রীতিকর অধ্যয়নে, চিত্তামোদকর সঙ্গীতালাপনে, এবং বিবিধ আমোদ আহ্লাদ ও স্নেহ সম্ভাষণে দিনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদা পদব্রজে ভ্রমণ করিতে যাইয়া সহসা পথিমধ্যে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও ঝড়ে আক্রান্ত হইয়া এই রাজদম্পতী পথিপার্শ্বস্থ একখানি পর্ণকুটিরে আশ্রয় লইলেন। এই পর্ণকুটিরে একটী বৃদ্ধা একাকিনী বাস করিত। আলাপপ্রিয়া কুটিরবাসিনী রাজকুমার লিওপোল্ড্ এবং তাঁহার পরলোকগতা পত্নী রাজকুমারী শারলোট সম্বন্ধে অনেক গল্প করিয়া অভ্যাগত দম্পতীর আনন্দবর্দ্ধন করিল। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় কিছুই পাইল না; এবং রাজবাটী প্রত্যাগমনকালে ইঁহারা একখণ্ড ছত্র চাহিলে, বৃদ্ধা একখণ্ড ছত্র রাজকুমারের হস্তে দিয়া বারম্বার বলিতে লাগিল,—"দেখ কল্যই ইহা ফিরাইয়া দিতে ভুলিও না।" এই সরলা বৃদ্ধার সরল ব্যবহারে রাজদম্পতী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

যেমন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রাণে, সেইরূপ রাজকুমার এল্‌বার্টের প্রাণেও ধর্ম্ম এবং পবিত্রতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। রাজকুমার এল্‌বার্ট মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সর্ব্বপ্রকারের মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষের

সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন; মহারাণীও রাজকুমারের সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে যথাসাধ্য উৎসাহ দান ও সাহায্য করিতেন। ইংরাজ-সমাজের রীতি অনুসারে আহারান্তে পরিবারের মহিলাগণ আহারস্থল পরিত্যাগ করিয়া গেলে পুরুষগণ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া সুরাপান ও তাম্রকূটাদি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ইহাতে অনেক সময় অতিশয় কুফল ফলিয়া থাকে। অমিত-পান অনেক সময় এই সূত্রে পরিবারে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ ঘটায়। মহারাণী রাজদরবারের দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজ হইতে এই কুনিয়ম একেবারে বিদূরিত করিয়া দিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। রাজকুমারও এই প্রথার যারপর নাই বিরোধী ছিলেন। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর এই মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন! কিন্তু বিষয়বুদ্ধি-প্রবণ লর্ড মেল্‌বোর্ণ্ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; এবং রাজদরবার হইতে মহারাণী এই কুরীতি একেবারে বিদূরিত করিতে না পারিলেও, আহারস্থল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অল্পক্ষণ পরেই ভদ্রলোকদিগকে পূর্ব্ব প্রথানুসারে ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। জর্ম্মাণ দেশে এই সকল কুরীতি প্রচলিত নাই বলিয়া ইংরাজ-সমাজের আমোদ কোলাহলে নিমজ্জিত হইয়া রাত্রি জাগরণে রাজকুমারের প্রথম প্রথম

বিশেষ ক্লেশ হইয়াছিল। কিন্তু সচরাচর একাদশ ঘটিকার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বা পরেই মহারাণী শয়নাগারে প্রবেশ করিতেন।

প্রজাসাধারণের হিতসাধনে রাজকুমার এল্‌বার্টের প্রাণে গভীর ও সরল আকাঙ্ক্ষা ছিল। বিবাহের অব্যবহিত পর হইতেই মহানগরী লণ্ডনের অগণিত দীন হীন প্রজাবর্গের বাসগৃহাদির উন্নতিসাধনে তিনি অল্পাধিক যত্ন করিতে আরম্ভ করেন। নিম্ন-শ্রেণীর লণ্ডনবাসিগণের মানসিক ও নৈতিক উন্নতিবিধানার্থ, তাহাদের জন্য স্থানে স্থানে নূতন নূতন বিশুদ্ধ আমোদ বা ক্রীড়া কৌতুকের স্থান প্রতিষ্ঠা করিতেও তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। অপরাহ্ণে তিনি মধ্যে মধ্যে একাকী অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে যাইতেন,—এই মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল অশ্বারোহণ-জনিত সুখ ও আমোদলাভার্থ তিনি এইরূপে মধ্যে মধ্যে প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন না। বস্তুতঃ নিষ্ফল অশ্বারোহণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনিচ্ছা ছিল। অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণে নির্গত হইয়া তিনি মহানগরীর দরিদ্র পল্লীসমূহের দীন হীন অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য বা আমোদ বিধানার্থ কোথায় কি চেষ্টা করা হইতেছে, কোথায় কোন্ নূতন আমোদ-বাটীকা, বা নূতন বাসগৃহ, বা নূতন প্রমোদ

উদ্যান বা রাজপথ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাই পরিদর্শন করিতে যাইতেন। চিত্রবিদ্যার প্রতি তাঁহার যারপর নাই অনুরাগ ছিল, এবং কখনও কখনও অশ্বারোহণ পূর্ব্বক এইরূপ ভ্রমণে নির্গত হইয়া, রাজকুমার কোনও সুনিপুণ চিত্রকরের চিত্রশালিকায় গিয়া উপস্থিত হইতেন। অপরাহ্লে, জলযোগের সময় তিনি প্রায়ই দ্রুতপদবিক্ষেপে রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। কিন্তু আহারের স্থানে যাইবার সময় সতত মহারাণীর কক্ষ হইয়া যাইতেন এবং কোথায় কি পরিদর্শন করিয়াছেন —কোন্ চিত্রশালিকা, বা কোন্ নবরচিত বাসবাটী, প্রমোদ-উদ্যান বা রাজপথের নির্ম্মাণকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া আসিয়াছেন,—তাহা বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বলিতেন।

মহারাণীকে বিবাহ করিয়া রাজকুমার আপনার মস্তকে অতি গুরু ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈবাহিক জীবনের প্রথম হইতেই তিনি আপনার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর অস্তিত্বের মধ্যে একেবারে নিমগ্ন করিয়া,—সর্ব্বপ্রকারের ক্ষমতা ও অধিকার লাভেচ্ছাকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া, রাজ-স্বভাবসুলভ জাঁকজমক ও আধিপত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিয়া—এবং জনসাধারণ সমক্ষে আপনার মস্তকে

স্বাধীনভাবে কোনও দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া,—মহারাণীর পদ, সম্মান, ও ব্যক্তিত্বের বশীভূত হইয়া—সতত আপনার পরামর্শ দ্বারা রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রকারের গুরুতর বিষয়াদির মীমাংসায় মহারাণীর সাহায্য করিয়া,—এবং তাঁহার পরিবারের কর্ত্তা ও তাঁহার গৃহের তত্ত্বাবধায়ক রূপে, তাঁহার ব্যক্তিগত বিষয় সম্পত্তির রক্ষক ও পরিচালকরূপে, রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার বিশ্বস্ত পরামর্শ দাতারূপে, এবং তাঁহার রাজমন্ত্রিগণের সঙ্গে চিঠি পত্রাদি লেখা ও পরামর্শাদি করিবার সময় তাঁহার সহকারী রূপে,—তত্তৎপদের সমুদায় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া রাজকুমার কেবল আপনার প্রিয়তমা ভার্য্যার সুখ শান্তি এবং উন্নতিকল্পে, ও তাঁহার প্রজাসাধারণের হিতব্রতে বৈবাহিক জীবনের প্রথম হইতেই আপনার শরীর মন সমুদায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। (Speeches &c of the Prince Consort p. 76 quoted in The Home Life of the Prince Consort p. 65).

কিন্তু রাজকুমার এল্‌বার্টের পক্ষে এই গুরুতর ব্রত পালন নিতান্ত সহজ হইল না। মহারাণীর পতি হইলেও, আইনতঃ তাঁহার কোনও বিশেষ অধিকার বা ক্ষমতা ছিল না;—আইনের চক্ষে তিনি কেবল সেক্স-কোবার্গাধিপতির কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। বিশেষতঃ মহারাণীর পরিবারবর্গ রাজকুমারকে তাঁহার পদোপ-

যোগী সম্মান ও মর্য্যাদা দানে নিতান্ত কৃপণতা করিতে লাগিলেন। এমন কি পার্লেমেণ্টের বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া রাজকুমারের পদ ও মর্য্যাদা স্থির করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও ত্রুটী করিলেন না। এদিকে অল্পাধিক ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া,মহারাণীর গার্হস্থ্য কর্ম্মচারীগণ রাজবিধান ও চিরন্তন প্রথা অনুসারে তাঁহাদের যাঁহার যে অধিকারছিল, মহারাণীর প্রিয়তম পতির সম্মান ও সুখ বিধানার্থ তাহা কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতে ঘোরতর আপত্তি করিতে লাগিলেন। রাজকুমার রাজকীয় উৎসবাদিতে মহারাণীর সঙ্গে এক শকটে যাইতে পারিবেন না,—মহারাণীর সিংহাসনের পার্শ্বে উপবেশন করিতে পারিবেন না; তাঁহার গৃহের কর্ম্মচারীগণের কার্য্য ও আচারআচরণের তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন না,—ইত্যাদি আপত্তি তুলিয়া তাঁহাকে চারিদিক হইতে লোকে বিশেষ বিরক্ত করিতে লাগিল; এবং এই সকল কারণে মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া তিনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে,—বিবাহের দুই তিন মাস পরেই লিখিয়াছিলেন,—"আমার পারিবারিক জীবনে আমি অতি সুখী ও সন্তুষ্ট হইয়াছি; তবে আমি কেবল স্বামী,—কিন্তু গৃহের কর্ত্তা নহি, ইহাতে আমার যথোপযুক্ত আত্ম-

সম্মান রক্ষা করিয়া চলা বড়ই বিষম ব্যাপার হইয়াছে।"
(Letter to Prince Lowenstien—quoted in the Early Years).

কিন্তু পতিগতপ্রাণা ভিক্টোরিয়া প্রিয়তম স্বামীকে এই ক্লেশকর অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে কালবিলম্ব করি-লেন না। মহারাণীর অব্যবহিত পরেই রাজকুমারের পদ ও মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করিবার জন্য পার্লেমেণ্টে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মহাসভার বিরুদ্ধভাব দর্শনে মন্ত্রিগণ তাহা প্রত্যাহৃত করিলেন। মহারাণী অতঃপর ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্ এবং আপনার মন্ত্রিবর্গের পরা-মর্শ অনুসারে, রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া রাজকুমারের এই পদমর্য্যাদা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন্। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার পারিবারিক অসুবিধা ও অশান্তি একেবারে দূর হইল না। অনেকের ইচ্ছা ছিল যে, রাণী ব্যক্তিগত জীবনে রাজ-কুমারের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতে চাহেন, চলুন; —কিন্তু রাজবাটীর সর্ব্বপ্রকারের বিষয়ে রাজকুমারের কোনও হাত থাকিবে না। এমন কি রাজকীয় অশ্ব তত্ত্বাবধায়ক (Master of the Horse) লর্ড এল্‌বিমার্ল রাজকীয় ব্যাপারাদি উপলক্ষে রাজকীয় শকটে বসিবার তাঁহার যে চিরন্তন অধিকার ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, রাজকুমারকে ঐ স্থানে বসিতে দিতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া ডিউক অব্

ওয়েলিংটন্ বিরক্তি সহকারে বলিয়াছিলেন,—"মহারাণী লর্ড এল্‌বিমার্লকে শকটের উপরে, শকটের নিম্নে, শকটের পশ্চাতে, অথবা তাঁহার যেখানে ইচ্ছা হয় সেখানেই বসাইতে পারেন।"—মহারাণীও অসাধারণ দৃঢ়তা সহকারে এই সকল নীচতা ও সংকীর্ণতা বিনাশ করিলেন। রাজবাটী সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপে রাজকুমারের উপরে মহারাণীর শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষিত হওয়া প্রার্থনীয় ও বৈধ বলিয়া কেহ কেহ জেদ করিলে, তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন,—"আমি বিবাহ কালে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে, এবং তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা আমি সতত পালন করিব। কোনও মতে ইহার বিন্দুমাত্র অর্থ বিপর্য্যয় বা ইহাকে সঙ্কুচিত করিব না। এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আমরা উভয়ে এক হইয়াছি,—এবং প্রকৃত রাজকীয় কার্য্যকলাপাদি ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে আমাকে রাজকুমারের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে।"

একটুকু বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া প্রথম হইতেই রাজকুমারকে মহারাণীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারির পদ প্রদান করিলে এই সকল ক্লেশকর আন্দোলন উঠিতে পারিত না। মহারাণীর শৈশব শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী লেজেন্ এই পদে ব্রত ছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, রাজকুমারকে

মহারাণীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী নিযুক্ত করাই তাঁহার সম্বন্ধে রাজবাটী ও রাজপরিবার সম্পর্কিত সমুদায় গোল মিটাইবার প্রকৃষ্ট উপায়,—তখন শ্রীমতী লেজেন্ প্রসন্ন-চিত্তে আপনার পদ পরিত্যাগ করিয়া রাজকুমারকে তাঁহার ন্যায্য অধিকার দান করিলেন।

বিবাহের অল্প দিবস পরেই মহারাণী স্নেহময়ী জননী হইতে ভিন্ন হইয়া, তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র আবাস বাটী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সংসারে প্রবেশ করিয়া যুবতীগণকে সর্ব্বদাই শৈশবের আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া নবপরিণীত স্বামীর পরিবারভুক্ত হইতে হয়! মহারাণী হইয়াও ভিক্টোরিয়া এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তি পাই-লেন না। নানা কারণে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে বাস করা প্রার্থনীয় হইল, কিন্তু তাই বলিয়া মাতা ও কন্যার গভীর ভালবাসার কোনও হ্রাস হইল না।

বিবাহের তিন চারি মাস পরেই রাজকুমার আপনার প্রাণের সরল ও গভীর উৎসাহ সহকারে বিবিধ জনহিত-কর কার্য্যে লিপ্ত হইতে লাগিলেন। সংগীত বিদ্যার চর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ মতি ছিল। বিবাহান্তে এক মাস কাল অতিবাহিত হইতে না হইতে তিনি প্রাচীন ঐকতান বাদকদলের (Ancient Concerts) তত্ত্বাবধায়কের পদে অভিষিক্ত হইলেন। তদবধি তিনি শিল্প ও সংগীতাদি

বিবিধ উন্নততর বিদ্যার চর্চ্চা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। ১লা জুন তারিখে রাজকুমার দাসত্বপ্রথানিবারিণী সভার সভাপতির কার্য্য করিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা অতি সুন্দর হইয়াছিল। অতি যত্ন সহকারে রাজকুমার এই বক্তৃতাটী রচনা করিয়াছিলেন, এবং সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীকে তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে রাজকুমার তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন যে,অশ্রান্ত-করতালি দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে লোকের মন বিশেষ আলোড়িত হইয়াছিল।

সকল দেশের জন-সাধারণই নিরতিশয় ভাবপ্রবণ। যখন যে ভাব প্রাণে প্রবল হয়, চারি দিক্ বিচার না করিয়া তাহারা তখন সেই দিকেই বিশেষ ঝুঁকিয়া পড়ে। এইরূপ ভাবে একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেই তাহার আশু প্রতিক্রিয়াও অবশ্যম্ভাবী। ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণে লোকমণ্ডলীর হৃদয় তাঁহার দিকে বিশেষ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু লেডী ফ্লোরা সম্বন্ধীয় দুর্নামে তাঁহার বিরুদ্ধে একটুকু একটুকু প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। তৎপরে দেশময় অর্থকষ্ট উপস্থিত হইতে লাগিল। মহারাণীর সিংহাসন আরোহণাবধি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে

ক্রমাগত অল্পাধিক শস্যহানি হইয়া খাদ্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্যের শিথিলতা নিবন্ধন শ্রমজীবিগণের বেতন নিরতিশয় হ্রাস হইয়া পড়িল। অল্প আয়বান্ লোকের এরূপ অগ্নিমূল্য দিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করা অসম্ভব। সুতরাং তাহাদের আর ক্লেশের সীমা পরিসীমা রহিল না। এতন্নিবন্ধন দেশে ঘোরতর অশান্তি ও অসন্তোষ উৎপন্ন হইয়া সমগ্র সমাজকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। রাজনৈতিক আন্দোলন তরঙ্গে সমগ্র ইংলণ্ড কাঁপিতে লাগিল। ইংলণ্ড ও ফরাসী প্রভৃতি দেশে অন্নকষ্ট বা অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে গভীর অসন্তোষ এবং রাজদ্রোহিতাও অল্পাধিক প্রধূমিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষেও তাহাই হইতে লাগিল। স্বার্থপর, স্বদেশহিতৈষণা-বিহীন,সঙ্কীর্ণচেতা মন্ত্রিগণের হস্তে পড়িয়া মহারাণী অহর্নিশ কেবল আমোদ আহ্লাদে দিনাতিবাহিত করেন,প্রজাবর্গের সুখ দুঃখের প্রতি তিনি দিন দিন ঘোরতর উদাসিনী হইয়া পড়িতেছেন,—এই সকল অলীক জনরব দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া, মহারাণীর বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্ব হইতেই যে সামান্য প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার বল বৃদ্ধি করিয়া দিল। এই সময়ে চার্টিষ্ট নামে একদল রাজনৈতিক সংস্কারক সম্প্রদায় জন্ম গ্রহণ করিয়া, ভীষণ রাজনৈতিক

আন্দোলন উত্থাপন করিলেন। আমূল-সংস্কারকগণ ক্রমে উদারনৈতিক মন্ত্রিদল হইতে অল্পাধিক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহারাই এই নবোদিত সংস্কারক দলের নেতা হইলেন। মহারাণীর অভিষেকের অল্প দিবস পরে বার্‌মিংহাম নগরে আমূলসংস্কারকদিগের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়; এবং এই সভাতে প্রজা সাধারণের উন্নতি বিধানার্থ কিরূপে রাজনৈতিক সংস্কার সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাহাদিগকে কি কি রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য, ইহা স্থিরীকৃত হইয়া,—একটী প্রকাণ্ড প্রস্তাব গৃহীত হইল। ফলতঃ মহারাণীর রাজত্ব-প্রারম্ভে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উদার রাজনৈতিক মন্ত্রী লর্ড জন্ রসেল্ আমূলসংস্কারক-দিগের বিরুদ্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া, শ্রমজীবিগণের সঙ্গে যোগদান করিয়া এই আন্দোলন উত্থাপিত করেন। এই দিন হইতে চার্টিষ্ট সম্প্রদায়ের মত প্রচণ্ড দাবানলের ন্যায় দেশ-ময় পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল, এবং তদবধি পূর্ণ দশ বৎসর কাল তদ্দ্বারা ইংরাজ সমাজ আমূল আন্দোলিত হইয়াছিল। চার্টিষ্ট সম্প্রদায় ছয়টী রাজনৈতিক অধিকার প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন;—(১) প্রাপ্তবয়স্ক প্রজা মাত্রেই পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনয়নের অধিকারী হইবে, (২) প্রতি বৎসর

পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন হইবে; (৩) নির্ব্বাচন পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া সভ্য মনোনয়ন করা হইবে; (৪) মনোনীত সভ্যের সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোনও উপযুক্ততা থাকিবে না;—অর্থাৎ সম্পত্তি থাকুক আর নাই থাকুক, প্রজামণ্ডলী যাহাকে সভ্য মনোনীত করিবে, তিনিই সভ্য হইতে পারিবেন; (৫) মহাসভার সভ্যগণ মহাসভার কার্য্য করিবার জন্য নিয়মিত বেতন প্রাপ্ত হইবেন; (৬) সমগ্র ইংলণ্ডকে সভ্য মনোনয়নার্থ সমভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের সমসংখ্যক সভ্য মনোনয়নের অধিকার থাকিবে। এই সকল অধিকার-প্রার্থনা যে নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত ছিল না, পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিয়াছে। এই ছয়টী সংস্কারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর তিনটীই ইংলণ্ডের প্রজাবর্গ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তদানীন্তন মন্ত্রিগণ ও পার্লেমেণ্ট এই সকল প্রার্থনার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদিগের ঔদাসীন্য এবং বিরুদ্ধাচরণে উত্তেজিত হইয়া শ্রমজীবিগণ বাহুবল প্রয়োগে উদ্যত হইল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউপোর্ট নামক স্থানের শ্রমজীবিগণ রাজদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বৎসর জুলাই মাসে বারমিংহাম নগরের শ্রমজীবিগণও রাজদ্রোহী হইল। নিরতিশয় দৃঢ়তা ও কঠোরতা

সহকারে এই সকল রাজদ্রোহিতা নিবৃত্তি করা হইল বলিয়া, আর এইরূপ প্রকাশ্য বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইল না সত্য; কিন্তু অসন্তোষ এবং প্রচলিত শাসনপ্রণালী ও শাসনকর্ত্তৃবর্গের বিরুদ্ধে দ্রোহীভাব বিলক্ষণ প্রধূমিত হইতে লাগিল।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে যখন মহারাণীর বিবাহ হয়, তখনও দেশে ভীষণ অর্থকষ্ট বিরাজ করিতেছিল। শ্রমজীবিসাধারণের প্রাণে তখনও গুরুতর অসন্তোষভাব প্রধূমিত হইতেছিল। রাজ-পরিণয় সম্বলিত আমোদ প্রমোদের বিবরণে তাঁহাদের এই প্রধূমিত অসন্তোষ বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মন্ত্রিসমাজ লোকের অপ্রিয়ভাজন হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে উদ্রিক্ত লোক সাধারণের ক্রোধভাব ক্রমে মহারাণীর উপরে গিয়া পড়িতে লাগিল। এইজন্য রাজদরবারের আমোদ প্রমোদের বিরুদ্ধে কোনও কোনও সমসাময়িক সংবাদ পত্রে তীব্রতম ভাষা প্রয়োজিত হইতে লাগিল। এই সকল দুঃখ দুর্গতির জন্য ভিক্টোরিয়া বিন্দু-পরিমাণেও দায়ী ছিলেন না। তাঁহার স্বভাব চরিত্রের যতটুকু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে, তিনি যে আপনার প্রজামণ্ডলীর দুঃখ ক্লেশে স্বয়ং ক্লিষ্ট হইতেন না, বা তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন; ইহা কোনও মতে সম্ভবপর বোধ হয় না। কিন্তু তিনি এই সমুদায়ের

জন্য দায়ী হউন আর নাই হউন, এই সমুদায় দুঃখ কষ্টে পড়িয়া প্রজাসাধারণ তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইতেছিল। সিংহাসন আরোহণ করিয়া তিনি তাহাদের যে সরল প্রীতি ও ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইতেছিল। এই সময়ে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যভাগে, একটী ভীষণ বিপৎপাতের ঘোরতর আশঙ্কায় প্রজামণ্ডলীর এই শোচনীয় মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া, তাহারা পুনরায় প্রবলবেগে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল; পুনরায় মহারাণী প্রজাবর্গের হৃদয়াসনে আপনার পূর্ব্বস্থান সহসা অধিকার করিলেন।

১০ই জুন সায়াহ্ন ছয় ঘটিকার সময় মহারাণী প্রিয়তম পতি সমভিব্যাহারে আপনার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস অনুযায়ী শকটারোহণে সান্ধ্যবায়ু সেবনার্থ বকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দুর যাইতে না যাইতে পথিপার্শ্ব হইতে একজন যুবা পুরুষ মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া একটী পিস্তল ছুড়িল। রাজকুমার পিস্তল-ধ্বনি শুনিবামাত্রই সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন। মহারাণীও তৎসঙ্গে সঙ্গেই কোন্‌দিক্ হইতে এই ভীষণ ধ্বনি আসিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু রাজকুমার এল্‌বার্ট তাঁহাকে চক্ষের পলকে সজোরে

আকর্ষণ করিয়া বসাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎই পুনরায় দ্বিতীয় পিস্তল ধ্বনিত হইল। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় এবারও এই হতভাগ্য যুবকের লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বহু সংখ্যক ভীতিগ্রস্ত লোক আসিয়া রাজকীয় শকট পার্শ্বে একত্রিত হইয়া রাজহত্যা-প্রয়াসী যুবা পুরুষকে ধরিয়া নিরস্ত্র করিল। সমবেত লোক মণ্ডলীর আশঙ্কা নিবৃত্তি করিবার জন্য মহারাণী একবার শকটোপরি দণ্ডায়মান হইলেন। এই ভীষণ ব্যাপারেও মহারাণীর বিন্দুমাত্র ত্রাস হইল না। রাজকুমার স্বয়ং তৎপরে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"আমি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া আগ্রহাতিশয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার ত্রাস হয় নাই তো? কিন্তু তিনি কেবল হাস্য করিয়া আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন।" এই হতভাগ্য রাজ-হত্যা-প্রয়াসী যুবকের নাম অক্সফোর্ড।

অক্সফোর্ড ধৃত ও নিরস্ত্র হইবার পর, রাজকুমারের আদেশ অনুসারে, রাজকীয় শকট পুনরায় আপনার গন্তব্য পথে চলিল। এই ভীষণ সময়েও মহারাণীর প্রাণ সর্ব্বাগ্রে আপনার প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনবর্গের প্রতি ধাবিত হইল। তাঁহার স্নেহময়ী জননী এই সংবাদ শ্রবণে যার পর নাই ভীত ও ত্রস্ত হইবেন ভাবিয়া, মহারাণী

স্বয়ং তাঁহাকে এই দুর্ঘটনার সমুদায় বিবরণ বলিয়া আশ্বস্ত করিবার আশায় জননীর আবাস বাটী অভিমুখে শকট পরিচালনা করিতে আদেশ করিলেন। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার সংবাদ রাজমাতা লুইসার কর্ণে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রিয়তমা তনয়া জামাতা সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতৃগৃহে কতিপয় মুহূর্ত্ত মাত্র অতিবাহিত করিয়া মহারাণী হাইড্ উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া রাজবাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অক্সফোর্ডের হনন-চেষ্টার সংবাদ শ্রবণে বহুসংখ্যক নরনারী পথিমধ্যে সম-বেত হইয়াছিলেন। রাজকীয় শকট দর্শনে ইহারা তুমুল আনন্দ ধ্বনিতে মহানগরীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। হাইড্ পার্কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনতা হইয়াছিল। রাজকীয় শকট নয়নগোচর হইবামাত্র এই লোক-মণ্ডলী শত শত কণ্ঠে "মহারাণী দীর্ঘজীবিনী হউন" বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সায়াহ্নে বহুসংখ্যক অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র পুরুষ ও মহিলা, মহারাণীর এই বিপন্মুক্তি উপলক্ষে আপনাদের আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নানা কারণে কিছুকাল হইতে মহারাণী প্রজা সাধা-রণের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধাভক্তি হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বঞ্চিত হইতেছিলেন। কিন্তু দুর্ম্মতি অক্সফোর্ড এইরূপ

ভাবে তাঁহার প্রাণ হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল শুনিয়া, সমগ্র ইংরাজ সমাজের রাজভক্তি প্রবলতর বেগে যুবতী মহারাণীর প্রতি প্রধাবিত হইল। সমসাময়িক সংবাদ পত্রে বর্ণিত আছে যে, এই দুর্ঘটনার পর কিছু দিন পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারী মহারাণীর প্রতি আপনাদিগের গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে রাজবাটীর সম্মুখে আসিয়া প্রতিদিন সমবেত হইতেন, এবং শত শত রাজকীয় কর্ম্মচারী, উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র পুরুষ ও ভদ্রমহিলা, মহারাণীর এই ভীষণ ও আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তি লাভে আপনাদিগের গভীর আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য প্রতিদিন রাজবাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রাজকুমার ও মহারাণী যখনই রাজপথে বহির্গত হইতেন, তখনই প্রকাণ্ড লোকারণ্য সদৃশ লণ্ডন নগরীর অগণিত অধিবাসিগণ প্রবল কণ্ঠে তাঁহাদের জয়ধ্বনি করিয়া গগন কম্পিত করিত; এবং শত শত উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র পুরুষ ও মহিলা, অশ্বারোহণে তাঁহার প্রিয়তম-দেহ-রক্ষক স্বরূপ রাজকীয় শকট পরিবেষ্টন করিয়া চলিতেন।

লণ্ডনের শেরিফদ্বয় ও মহারাণীর রাজমন্ত্রিগণপ্রমুখ বহুসংখ্যক নগরবাসী মহারাণীর এই পরম পরিতোষকর বিপন্মুক্তিতে আপনাদিগের গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়া

তাঁহাকে এক খণ্ড অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার জন্য ১২ই জুন প্রত্যূষে রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাঁদের অভিনন্দন দান সাঙ্গ হইলে, অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় পার্লেমেণ্ট মহাসভার কমন্সগণ আপনাদিগের অভিনন্দন পত্র লইয়া রাজবাটীতে উপনীত হইলেন। মহারাণী সিংহাসনে বসিয়া এই অভিনন্দন গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে রাজকুমার তাঁহার বামে ও ঊর্দ্ধতন রাজকীয় কর্ম্মচারীগণ তাঁহার দক্ষিণে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই সুখকর ব্যাপার দর্শন করিলেন। কমন্সদিগের শকটরাজি রাজবাটীর প্রাঙ্গন-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাজপথে বহির্গত হইবা মাত্র, পার্লেমেণ্টের লর্ডসভ্যগণও আপনাদিগের অভিনন্দন পত্র লইয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। ইহাঁদের অভিনন্দন পত্রও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে গৃহীত হইল।

কেবল রাজধানী লণ্ডন নগরীতে নহে, কিন্তু দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এই উপলক্ষে গভীর রাজভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল।

মহারাণী এই সময়ে সসত্ত্বা ছিলেন। এই অবস্থায় এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিশেষ ত্রাসিত হইলে, ঘোরতর বিপৎপাতের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার প্রকৃতি এক দিকে যেরূপ রমণী-স্বভাব-সুলভ সর্ব্বপ্রকারের কোম-

লতা দ্বারা বিভূষিত ছিল, অপরদিকে তাহাতে পুরুষ-প্রকৃতি-সম্ভব নির্ভীকতা এবং মানসিক বল বিক্রমেরও কোনও অভাব ছিল না। সুতরাং এই ঘোরতর বিপদাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইয়াও তিনি বিন্দু পরিমাণেও মানসিক স্থৈর্য্য-চ্যুত হন নাই। এই ভীষণ দিবসে মহারাণীর আচার আচরণ ও ভাব স্বভাবের প্রশংসা করিয়া নিন্দুক-স্বভাব গ্রেভিলও লিখিয়াছেন যে,—"এই উপলক্ষে মহারাণীর ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি সাহস ও স্থৈর্য্যের প্রকাশ পাইয়াছিল।"

অক্সফোর্ডের এইরূপ ভাবে মহারাণীকে হত্যা করিবার চেষ্টা দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রের ফল বলিয়া প্রথম প্রথম লোকের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। বিশেষতঃ অক্সফোর্ডের রক্ষণাধীনে "যুন ইংলণ্ড" নামে একটী গুপ্ত সভার কতিপয় কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছিল, এবং তদ্দৃষ্টে জানা গিয়াছিল যে, মহারাণীকে প্রাণে বিনাশ করা এই সভার সভ্যগণের একটী প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই কারণেও লোকের মনে এই গোপনীয় ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ইহার অমূলকতা প্রমাণিত হইল। যথারীতি অক্সফোর্ডের বিচার হইয়া তাহার দোষ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়; এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সে যে কোনও দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র-ভুক্ত নহে তদ্বিষয়েও

বিস্তর প্রমাণ সংগৃহীত হইল। কিন্তু কেহ কেহ তাহাকে উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত বলিয়া সন্দেহ করাতে, তাহার বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল না। অক্সফোর্ড কিছু দিন পর্য্যন্ত কারাবাস করিয়া, পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদেশানুসারে কারামুক্ত হইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় প্রেরিত হয়। এই হতভাগ্য ব্যক্তি অষ্ট্রেলিয়া উপনিবেশে গৃহ-রঞ্জিত করিয়া আপনার জীবিকা আয়োজন করিতেছে বলিয়া অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও শুনা গিয়াছিল।

উপরোক্ত দুর্ঘটনার সময় মহারাণী সসত্বা ছিলেন,—এইমাত্র এই কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং সন্তান জাত হইবার পরে নবজাত শিশুকে জীবিত রাখিয়া মহারাণী পরলোক গমন করিলে,তাঁহার বয়োপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য একজন রাজপ্রতিনিধির প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া,এই অভাবের যথাযথ প্রতিবিধান করিবার উদ্দেশে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগেই পার্লেমেণ্ট মহাসভায় একখণ্ড উপযোগী বিধানের পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইয়া রাজকুমার এল্‌বার্ট ভবিষ্য রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন। বিবাহের অব্যবহিত পরে এই বিধান পার্লেমেণ্ট মহাসভা সমক্ষে উপস্থিত হইলে, সম্ভবতঃ অধিকাংশ সভ্যগণ তাহার বিরোধী হইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এই কতিপয় মাস মধ্যে রাজকুমার

আপনার চরিত্র-প্রভাবে ইংরাজ সাধারণের এরূপ গভীর প্রীতি ও বিশ্বাস ভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, যে সমুদায় রক্ষণশীল সভ্য ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রতি যার পর নাই অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—এই বিধান পাশ হইবার সময়, তাঁহারাই শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া ইহার পক্ষ সমর্থন করিলেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ নবেম্বর দিবস অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার দশ মিনিট পূর্ব্বে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। চিরাগত প্রথা অনুসারে এই সময়ে রাজমন্ত্রিগণ রাজবাটীতে উপস্থিত ছিলেন। দুই ঘটিকার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজ-ধাত্রী একটী পুষ্টকায় সুস্থ ও সবল বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া মন্ত্রিগণ সমীপে আসিয়া নবজাত রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁহাদিগের আলাপ পরিচয় করাইয়া দিলেন। উপস্থিত অভিজাত ও মন্ত্রিবর্গ রাজকুমার এল্‌বার্টের সুখে আপনাদিগের গভীর আনন্দ প্রকাশ করিলেন। রাজকুমারও যথোচিতরূপে এই সরল প্রীতি-সম্ভাষণের জন্য তাঁহাদিগকে আপনার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিলেন। কিন্তু কথিত আছে যে পুত্র-সন্তান না হইয়া কন্যা-সন্তান জাত হওয়াতে তাঁহার প্রাণে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইয়াছিল; এবং মহারাণীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—" সম্ভবতঃ তাঁহার ইংরাজ

প্রজামণ্ডলী কন্যা-সন্তান জাত হওয়াতে কিঞ্চিৎ নিরাশ হইবেন।" ভিক্টোরিয়া আপনার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা সহকারে তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—"সে বিষয় ভাবিও না; আগামীবারে পুত্র-সন্তানই হইবে।"

সূতিকাগারে রাজকুমার আপনার প্রিয়তম পত্নীর যথোচিত সেবা-সুশ্রুষা করিতে কখনও ক্রুটী করেন নাই। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর পরিচারিকাবর্গের অভাব ছিল না। কিন্তু শত শত দাসদাসী থাকিলেও আত্মীয় স্বজনগণের সামান্য সেবা সুশ্রুষায় প্রাণে যে পরম পরিতোষ লাভ করা যায়, অপরে নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে প্রাণপণে যত্ন করিলেও সে সুখ হয় না। মহারাণী এই সময় প্রিয়তম পতির ঐকান্তিক যত্ন ও ভালবাসা পাইয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছিলেন। যতদিন মহারাণী সূতিকাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন, ততদিনই রাজকুমার অতি প্রফুল্ল ভাবে সেই অন্ধকার গৃহে, নির্জ্জনে, তাঁহার নিকটে বসিয়া, তাঁহার চিত্ত-বিনোদনার্থ বিবিধ মনোরম গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন, এবং মহারাণীর অত্যাবশ্যকীয় লেখা পড়ার কার্য্য করিয়া দিতেন। মহারাণীকে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সোফা বা অন্য কোনও সুখপ্রদ আসনে উপবেশন করিতে হইলে,—রাজকুমারই স্বয়ং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আসনান্তরে স্থাপন করিতেন। তিনি

রাজবাটীর যে অংশেই থাকুন না কেন, এই কার্য্য সাধনার্থ আহূত হইবা মাত্র আগ্রহাতিশয় সহকারে সূতিকাগারে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। মহারাণী স্বয়ং লিখিয়াছেন, "এই সময়ে জননী-তুল্য ব্যস্ততা ও আগ্রহাতিশয়সহকারে রাজকুমার আমার যত্ন ও সেবা সুশ্রুষা করিতেন।"

কালক্রমে মহারাণী সূতিকাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যথানিয়মে আপনার বিবিধ গুরুতর কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। ২৬এ জানুয়ারী দিবসে তিনি পার্লেমেণ্ট-গৃহে যাইয়া সভারম্ভ করিয়া দিলেন। ইহার অল্প দিবস পরেই নবজাত রাজকুমারীর নামকরণ-ক্রিয়া যথোচিত সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইল।

নবজাত রাজকুমারীর নামকরণের পূর্ব্ব দিন রাজকুমার ও মহারাণী, রাজবাটীর কতিপয় ভদ্র মহিলা সমভিব্যাহারে, বকিংহাম রাজপ্রাসাদের ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে বরফের উপর দিয়া গতায়াত করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন। সহসা রাজকুমারের পদতলস্থ বরফরাশি সরিয়া গিয়া, তাঁহার জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। উপস্থিত ভদ্র মহিলাগণ এই বিষম শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জলমগ্নপ্রায় রাজকুমারকে উদ্ধার করিবার জন্য কোনও চেষ্টা না করিয়া, ভীতিবিহ্বল হইয়া কেবল নিষ্ফল চীৎকার

করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশৈশবই মহারাণীর বিলক্ষণ উপস্থিত-বুদ্ধি ছিল। এই উপলক্ষেও তিনি ধীরভাবে রাজকুমারের নিকটে গিয়া তাঁহাকে এই শঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কৃপায়, মহারাণীর সাহায্যে, রাজকুমার কষ্টে স্বষ্টে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। মহারাণী অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে এই বিপদে এইরূপ ভাবে রাজকুমারের সাহায্য না করিলে নিশ্চয় তাঁহার জীবন-সংশয় উপস্থিত হইত।

এই বৎসর গ্রীষ্মকালে ভিক্টোরিয়া পতি সমভিব্যাহারে বিবিধ প্রকাশ্য আমোদ-প্রমোদ-স্থলে গতায়াত করিতে লাগিলেন। মহারাণীর সদ্দৃষ্টান্তে ইংরাজ রঙ্গভূমি ক্রমে বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী উপন্যাস রচয়িত্রী মিসেস্ এলিফেণ্ট লিখিয়াছেন যে, যে সকল রঙ্গভূমিতে মহারাণী গমন করিতেন, এবং পতি সমভিব্যাহারে গিয়া যে সকল অভিনয় দেখিয়া সুখী হইতেন,—তৎসমুদায়ই তাঁহার উপস্থিতিতে বিশোধিত হইতে লাগিল। এই সকল রঙ্গালয়ে বহুবৎসরাবধি যে সকল কুরীতি ও কদাচারের জঘন্য মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছিল, যুবতী মহারাণীর পবিত্র মুখচ্ছবি সমক্ষে তাহা ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল।"

একাদশ অধ্যায়।

মন্ত্রি পরিবর্ত্তন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে জেমিকা-উপনিবেশের শাসননীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে পরাভূত হইয়াই মেল্‌বোর্‌ণ্‌-প্রমুখ উদারনৈতিক মন্ত্রিদলের কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত ছিল। তাঁহারাও কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্যার রবার্ট পিলের সঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হইয়া মহারাণী উদারনৈতিকগণকে মন্ত্রিকার্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন,—পাঠক ইহা অবগত আছেন। যুবতী, অনভিজ্ঞা, ভাবপ্রবণা মহারাণীর এই কার্য্য যতই কেন ক্ষমা-যোগ্য হউক না; অভিজ্ঞ ও পরিণামদর্শী মন্ত্রিগণের পক্ষে ইহার পোষকতা করা কদাপি সঙ্গত হয় নাই। যাহা হউক, এই অবৈধ উপায়ে, পার্লেমেণ্টের মতের বিরুদ্ধে, রাজমন্ত্রিত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া উদারনৈতিকগণ বহুকাল ইংরাজসাধারণ ও ইংরাজ-পার্লেমেণ্টের সদ্ভাব এবং সহানুভূতি ভোগ করিতে পারি-লেন না। ইতিমধ্যে চীনে-ইংরেজে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। চীন সম্রাট আপনার প্রজাবর্গের সঙ্গে ইংরাজ বণিকের অহিফেণ ব্যবসায় বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া চীনদেশস্থ ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায়ের ও ক্রমে ইংলণ্ডের ইংরাজ মন্ত্রিগণেরও বিরাগভাজন হইলেন। ইংরাজ গবর্ণ-

মেণ্ট সবলে চীনবাসীদিগকে অহিফেন গলাধঃ করাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ইহা হইতে ঘোরতর যুদ্ধের সূচনা হইল। এ দিকে উরূপ-খণ্ডেও যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। মিশরের পাশা তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া সিরিয় প্রদেশকে তুরস্কের শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। মিশর ও তুরস্কে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। ইংলণ্ড তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই যুদ্ধে যোগদান করিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতসীমান্তে আফগানিস্থানেও ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছিল। সুতরাং পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় এই সকল আন্দোলনে এবং এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইল এবং ভবিষ্যতে আরো রাশীকৃত অর্থব্যয় হইবার উপক্রম হইল। নিয়মিত রাজস্বে এই অনিয়মিত ব্যয় সংকুলন হইবে কেন? মন্ত্রি-সমাজের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের রাজকীয় আয় ব্যয়ের হিসাবে আয় অপেক্ষা দুই ক্রোড় মুদ্রা পরিমাণ ব্যয় অধিক দৃষ্ট হইল। সর্করার আমদানী-শুল্কের হ্রাস করিয়া এই অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার আশায় মন্ত্রিসমাজ পার্লেমেণ্ট সমক্ষে তদনুরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। পার্লেমেণ্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন, এবং তন্নিবন্ধন রাজমন্ত্রিগণ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া লোকের আশা হইল। কিন্তু

এরূপ করিতে তাঁহারা সহজে প্রস্তুত হইলেন না। লর্ড রসেল্, গোধুম, রাই, বার্লি প্রভৃতি শস্যের শুল্ক হ্রাস করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। এই সময়ে স্বাধীন-বাণিজ্য সম্প্রদায়ের কেবল মাত্র অভ্যুদয় হইয়াছে। রাজকীয় শুল্ক হইতে সর্ব্বপ্রকারের বাণিজ্য দ্রব্যকে মুক্ত করাই ইহাঁদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সুপ্রসিদ্ধ অর্থ-নীতিবিদ্ কব্ডন্, ফসেট্ প্রভৃতি এই মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তখনও এই মত বহুল পরিমাণে প্রচারিত বা আদৃত হয় নাই; তবে অল্পে অল্পে তাহার বল সঞ্চয় হইতেছিল। এই সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশেই লর্ড রসেল্ এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন, নতুবা প্রকৃত পক্ষে যে মেল্বোর্ণ-মন্ত্রিসমাজ স্বাধীন-বাণিজ্যের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা নহে। পার্লেমেণ্ট ইহাঁদের এই প্রস্তাবের গূঢ় অভিপ্রায় বিশদ রূপে বুঝিতে পারিলেন। এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তাঁহারা প্রজা-সাধারণের ও পার্লেমেণ্ট মহাসভার আমূল-সংস্কারক-দলের সহানুভূতি লাভ করিবেন আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু সহানুভূতির স্থলে তাঁহাদের ভাগ্যে কেবল লোকের ঘৃণা লাভ হইল। অপিচ, লর্ড রসেলের মুখে এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া লোকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল,—কি উপায়ে এই মন্ত্রিগণকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা যাইতে

পারে—লোকে তাহাই ভাবিতে লাগিল। (Hist: of Our Own Times. Chap IX. p 202) অবশেষ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন দিবস স্যার রবার্ট পিল,—"মন্ত্রিসমাজের উপর মহাসভার অনাস্থা জন্মিয়াছে, এবং এ অবস্থায় তাঁহাদের মন্ত্রিপদে থাকা প্রচলিত শাসন প্রণালী সঙ্গত নহে"—এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর পার্লেমেণ্টে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। লর্ড মেল্‌বোর্‌ণ্‌ অগত্যা ইংরাজ সাধারণের মনোভাব জানিবার উদ্দেশে মহাসভা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন। যথাসময়ে পার্লেমেণ্টের নব নির্ব্বাচিত সভ্যগণ মধ্যে রক্ষণশীলগণের সংখ্যাধিক্য নিবন্ধন, স্যার রবার্ট পিল প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মন্ত্রিসমাজ গঠন করিলেন।

মেল্‌বোর্‌ণ্‌-প্রমুখ উদারনৈতিক মন্ত্রিদল রাজা চতুর্থ উইলিয়মের রাজত্বের শেষভাগে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাস হইতে—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসরকাল ইংলণ্ডের রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহাঁরাই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রথম মন্ত্রিসম্প্রদায়। ইহাঁদের অশেষ দুর্ব্বলতা, সঙ্কীর্ণতা, ও সময়ে সময়ে অবৈধ ক্ষমতা লাভেচ্ছার পরিচয় পাওয়া

গিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমুদায় ত্রুটী সত্ত্বেও ইহাঁদের শাসনাধীনে, ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার গুরুতর পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী ইংলণ্ডের ইতিহাসে যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে, মেল্‌বোর্‌ণ্‌-মন্ত্রি-সমাজের শাসনসময়ে তাহার অনেকগুলির সূত্রপাত হইয়াছিল। এই উদারনৈতিক মন্ত্রিসমাজ ইচ্ছায়ই হউক, আর অনিচ্ছায়ই হউক, ইহার অনেকগুলির বীজ স্বহস্তেই রোপণ করিয়াছিলেন। মেল্‌বোর্‌ণ্‌-মন্ত্রিসমাজ যে নিতান্ত সংস্কারপ্রিয় ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থাধীনে সমগ্র ইংরাজ সমাজে ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধানেচ্ছা বিশেষ বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। জন-সাধারণের এই বলবতী ইচ্ছার তাড়নায়ই ভিক্টোরিয়ার প্রথম উদারনৈতিক মন্ত্রিদল বিবিধ সংস্কারের সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের উন্নতির ইতিহাস সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে মেল্‌বোররণ্‌-মন্ত্রিসমাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সংস্কারাবলির কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজনীয়। আমরা সংক্ষেপে এস্থলে তাহা বিবৃত করিব।

প্রথমতঃ—এই মন্ত্রিসমাজ ইংলণ্ডে সাধারণ শিক্ষা

বিস্তারের পথ সর্ব্ব প্রথমে প্রশস্ত করিয়া দেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথমে এই বিষয়ের জন্য পার্লেমেণ্ট বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। এই অর্থ চার্চ্চ-অব্-ইংলণ্ড এবং ইংরাজ ও বৈদেশিক স্কুলসভা কর্ত্তৃক ব্যয়িত হইত। ইংলণ্ডের মত এরূপ জনতাপূর্ণ রাজ্যে সাধারণ শিক্ষার জন্য বার্ষিক দুইলক্ষ মুদ্রা কিছুই নয় বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। তাহাতে আবার রাজধর্ম্ম-সমাজ চার্চ্চ-অব-ইংলণ্ড আপনার অধীনস্থ বিদ্যালয় সমূহের সাহায্যার্থ ইহার অধিকাংশ মুদ্রা আত্মসাৎ করিতেন। এ অবস্থায় এই অর্থ দ্বারা দেশের জনসাধারণের যথোচিত উপকার হইতেছিল না। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড জন্ রসেল্ এই বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া, প্রিভি কৌন্সিলের একটী শিক্ষা কমিটীর হস্তে এই অর্থ স্থাপন পূর্ব্বক, তদ্দ্বারা জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ইংলণ্ডের সর্ব্ব শ্রেণীর প্রজার শিক্ষা বিধানের উপায় অবলম্বন করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়া ইংলণ্ডের সাধারণ শিক্ষা বিস্তৃতির পথ সর্ব্ব প্রথম প্রশস্ত করিয়া দিল।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রারম্ভে অতি সামান্য সামান্য অপরাধীদিগের প্রাণ দণ্ড হইত। মেল্‌বোর্‌ণ-মন্ত্রিসমাজ এই বীভৎস ও নৃশংস বিধান পরিবর্ত্তিত করেন।

তৃতীয়তঃ—ইয়ুদীগণ ইংলণ্ডে ইতিপূর্ব্বে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন নাই। মেল্-বোর্ণ্-মন্ত্রিসমাজ তাঁহাদিগের রাজনৈতিক অক্ষমতা দূর করিতে প্রয়াস পান।

চতুর্থতঃ—ইতি পূর্ব্বে ইংলণ্ডে একস্থান হইতে অন্য স্থানে চিঠিপত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে অযথা অর্থ ব্যয় হইত। মেল্‌বোর্ণ্-মন্ত্রিসমাজ পেনি-পোষ্ট প্রণালী প্রচার করিয়া প্রজাসাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করেন।

পঞ্চমতঃ—এই মন্ত্রিসমাজ সংবাদপত্রের ডাক মাশুল হ্রাস করিয়া দেশে জ্ঞান বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা করেন।

ষষ্ঠতঃ—ইহাঁরাই আয়র্‌লণ্ডে সর্ব্ব প্রথম নির্ব্বাচন প্রণালীতে নাগরিক সমিতির সভ্য মনোনয়ন-প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

এই রূপে আরো অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কারের সূচনা করিয়া, ভিক্টোরিয়া রাজত্ব যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আজ খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছে মেল্‌বোর্ণ্-মন্ত্রিসমাজ, তাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের মত একটী নিয়মতন্ত্র রাজ্যে এই সকল সংস্কার-কার্য্যে রাজা বা রাণীর আধিপত্য ও চেষ্টা কত,—ইহা জানা একরূপ অসম্ভব। মেল্‌বোর্ণ্-মন্ত্রিসমাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সংস্কারসাধনে মহারাণীর আধিপত্য ও আগ্রহ

বেশী ছিল কি অল্প ছিল,—তিনি এই সমুদায়ের প্রতি উদাসিনী ছিলেন,না তৎপ্রতি ঐকান্তিক ও সরল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন,—এ সকল বিষয় নির্দ্ধারণ করা অতি কঠিন ব্যাপার। আমাদিগের ন্যায় এত দূরদেশবাসীদিগের তাহা নির্দ্ধারণ করা একেবারে অসাধ্য বলিতে হয়। কিন্তু মহারাণীর তদানীন্তন উদার মতামত ও সাধারণ ভাবস্বভাব সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান আছে, তাহা হইতে বোধ হয় যে, এই সকল উদার সংস্কার সম্বন্ধে উদারমতী ভিক্টোরিয়া কখনই উদাসিনী ছিলেন না। মন্ত্রিদলের এই সকল কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল। ফলতঃ মন্ত্রিগণ এই সকল উদার সংস্কার-সম্বন্ধে ঘোরতর উৎসাহী ছিলেন না, বরং কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের তৎসম্বন্ধে ঔদাসীন্য ছিল ;—এই কথা যখন স্মরণ হয়, তখন বোধ হয় মহারাণী এই সকলের বিরোধী হইলে, বা তৎপ্রতি নিতান্ত উদাসিনী থাকিলে, সম্ভবতঃ মন্ত্রিগণ আরো কিছু কাল পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পারিবারিক সুখ ও রাজকীয় অশান্তি।

প্রিয়তম মন্ত্রিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মহারাণীর প্রাণে বিষম যাতনা হইয়াছিল। বিশেষতঃ বিশ্বাসী ও পরম সুহৃৎ লর্ড মেল্‌বোর্‌ণের সাহায্য, সৎপরামর্শ ও সস্নেহ ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইবার সময় তাঁহার কোমল প্রাণে অতীব যাতনা হইয়াছিল। মেল্‌বোরণ্‌ মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া, মহারাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া বলিলেন,—"চারি বৎসরকাল আপনাকে প্রতিদিন দেখিয়াছি। কিন্তু ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিলে যেরূপ হইত, এখন সেরূপ হইবে না। রাজকুমার সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় বিষয় অতি সুন্দররূপে বুঝিয়া থাকেন, এবং তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তি অতি তীক্ষ্ণ।" বস্তুতঃ রাজকুমার এল্‌বার্টের বুদ্ধি বিবেচনা প্রভৃতির উপর সকল কঠিন সমস্যায় নির্ভর করিতে পাইবেন, মহারাণীর এই ভরসা ছিল বলিয়া, এখন আর মন্ত্রি-পরিবর্ত্তনে তাঁহার তেমন তীব্র যাতনা ও ভয় হইল না। মেল্‌বোরণের মুখে প্রিয়তম স্বামীর এরূপ প্রশংসা শ্রবণে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রাণে বিশেষ সুখ হইয়াছিল।

স্যার্ রবার্ট পিল্ রাজ্য-শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। মহারাণীর পরিচারিকা ও সহচরীগণ সম্বন্ধে এবার আর কোনও আন্দোলন উপস্থিত হইল না। ফলতঃ উদারনৈতিকগণের পরাভব ও কর্ম্মত্যাগের আশু সম্ভাবনা দেখিয়া, কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই বুদ্ধিমান মেল্‌বোর্‌ণের পরামর্শ অনুসারে, মহারাণী আপনার পরিচারিকাগণের মধ্যে যাঁহারা উদারনৈতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন,—তাঁহাদিগের পদত্যাগ গ্রহণ করিয়া, তত্তৎস্থলে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মহিলাগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্যার্ রবার্ট পিল্‌ও যার পর নাই সদ্বিবেচনা সহকারে মহারাণী এবং রাজকুমার এলবার্টের সঙ্গে অতি সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই মহারাণীর উদার হৃদয় স্যার্ রবার্ট পিল্ সম্বন্ধে আপনার বিরুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল। এখন পিল্ ক্রমে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং রাজকুমার এল্‌বার্টের শ্রদ্ধা প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হইবার অল্পদিন পরেই পিল্ একটী শিল্প কমিশ্যন নিযুক্ত করিয়া, রাজকুমার এল্‌বার্টকে তাহার সভাপতি পদে বরণ করিলেন। পিলের এই কার্য্যে মহারাণী এবং তাঁহার প্রিয়তম পতি উভয়েই পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের নবম দিবসে মহারাণীর প্রথম পুত্র-সন্তানের জন্ম উপলক্ষে বকিংহাম রাজবাটীতে মহা মহোৎসব হইল। এই দিবস অতি প্রত্যূষে চিরাগত প্রথা অনুসারে কাণ্টারবারীর প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় এবং রাজমন্ত্রিগণ, অপরাপর ঊর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীবর্গ সহকারে রাজাজ্ঞায় বকিংহাম রাজবাটীতে আসিয়া সমবেত হইলেন। রাজমাতা লুইসা ঠিক্ নয় ঘটিকার সময় কন্যার সূতিকাগারে উপস্থিত হইলেন। মহারাণী অতিশয় পীড়িতা ছিলেন, এবং প্রিয়তমা পত্নীর এই বিষম শঙ্কটকালে রাজকুমার গুরুতর আশঙ্কা ও ভয়ে বিশেষ ক্লিষ্ট হইতেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় একাদশ ঘটিকার পূর্ব্বেই মহারাণী প্রসূতী হইলেন। রাজ-ধাত্রী তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ মহারাজাকে ক্রোড়ে লইয়া কক্ষান্তরে সমবেত রাজপুরুষগণের নিকটে গমন করিলেন। তাঁহারা একে একে সকলে এই নগ্ন আগন্তুকের অভ্যর্থনা করিয়া যথারীতি ব্রিটিশ সিংহাসনের ভবিষ্য অধিকারীর জন্ম সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া তন্নিম্নে আপন আপন নাম স্বাক্ষর করিলেন। এই শুভ বার্ত্তা তৎক্ষণাৎই রাজপরিবারের বন্ধুবান্ধবগণের নিকট প্রেরিত হইল। চারিদিক হইতে লোকে রাজকুমার এল্বার্টের পুত্র-সন্তানের জন্ম উপলক্ষে আপনাদিগের আনন্দ

III.
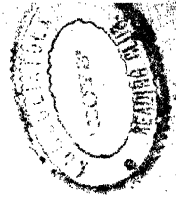
যুবরাজ প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্।

প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে অসংখ্য অভিনন্দন প্রদান করিতে লাগিল।

শিশু রাজকুমারের জন্ম নিবন্ধন রাজপরিবারে গভীর সুখের স্রোত প্রবাহিত হইল। আপনাদের শিশু-দিগকে দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া মহারাণীর অনুপম আনন্দ হইতে লাগিল। রাজকুমারের জন্মের কিছুকাল পরেই খ্রীষ্টমাস পর্ব্ব উপলক্ষে মহারাণী আপনার দৈনন্দিন লিপি পুস্তকে লিখিলেন;—"ইতিমধ্যেই আমাদের দুইটী সন্তান জন্মিয়াছে এবং তন্মধ্যে একটী এখনই খ্রীষ্টমাস পর্ব্বের আমোদ-কর দৃশ্য দেখিয়া পরিতুষ্ট হইতেছে,— এই কথা ভাবিলে স্বপ্নের মত বোধ হয়।"

কখনও কখনও সন্তান সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাংসারিকতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু এই সমুদায় পার্থিব সুখভোগে, ধর্ম্মবতী ভিক্টোরিয়ার প্রাণ সতত সর্ব্বসুখদাতা পরমেশ্বরের প্রতি ধাবিত হইত। মহারাণী আপনাদের প্রথমা কন্যা সম্বন্ধে আপনার দৈনন্দিন লিপি পুস্তকে লিখিয়াছেন;—"এল্‌বার্ট প্রিয়তমা পুসীকে (রাজকুমারী লুইসা) তাহার মাতামহী-দত্ত এমন একটী সুন্দর, ছোট, পরিচ্ছন্ন মেরিণো পোষাকে সাজাইয়া আমার শয্যা পার্শ্বে আনিয়া স্থাপন করিলেন, এবং সে এমন

শান্তভাবে সেখানে শুইয়া রহিল যে, প্রাণপ্রতিম এল্‌বার্ট যখন তাহার নিকটে বসিলেন,—এবং আমাদের উভয়ের মধ্যস্থলে যখন সে শয়ন করিয়া খেলা করিতে লাগিল,—তখন এই দৃশ্য দেখিয়া আমার প্রাণ পরম আনন্দে ও ভগবানের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ভরে একেবারে নত হইয়া পড়িল।"

নবজাত রাজকুমারের জন্মের কিছুকাল পরে মহারাণী আপনার প্রিয়তম মাতুল রাজা লিওপোল্‌ডকে লিখিলেন,- "আমাদের ছোট বালকটী কাহার মতন হইবে ঠিক্‌ বুঝিতে পারিতেছি না। সে যেন শরীর ও মন সম্বন্ধে সর্ব্ব বিষয়ে তাহার পিতার অনুরূপ হয়—আমি কত গভীর একাগ্রতা সহকারে দিবা রাত্রি এই প্রার্থনা করিতেছি, তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। প্রিয়তম মাতুল! আমি কত সুখী, এবং ভগবানের কত গভীর করুণার পাত্রী হইয়াছি বলিয়া অনুভব করিতেছি,—এরূপ পূর্ণ-মনুষ্যত্ব-সম্পন্ন স্বামীরত্ন পাইয়া আমার প্রাণে কত আত্মশ্লাঘার উদয় হইয়া থাকে—এ সকল যদি আপনি সম্যক্‌রূপে জানিতেন, তবে এই বিবাহ সংঘটন করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার প্রাণে কতই না আনন্দ হইত!" রাজা লিওপোল্‌ডের নিকট আর একখানি পত্রে মহারাণী লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের

সকলের জীবনেই দুঃখ, ক্লেশ ও বিপদ, পরীক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে ; কিন্তু গৃহে যদি সুখ থাকে, তবে অপর শত সহস্র দুঃখ যন্ত্রণা অতি তুচ্ছ কথা ; এবং আপনাকে আমি সরলভাবে ইহা বলিতে পারি যে, আমার মত কেহ এই কথার সত্যতা গভীরভাবে অনুভব করে না। বিগত শরৎকালে আমার মন্ত্রিগণকে,—বিশেষতঃ আমাদের সহৃদয় ও স্নেহশীল বন্ধু লর্ড মেল্‌বোর্ণকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া আমি অতি গুরুতর পরীক্ষা ও ক্লেশে পড়িয়াছিলাম ; কিন্তু আমার পরিবারের অভ্যন্তরীণ সুখে, আমার স্বামীর ভালবাসায়,—তাঁহার সকরুণ ব্যবহারে, তাঁহার সুপরামর্শে, এবং তাঁহার সহবাসে এই সমুদায় কষ্ট আমার কষ্ট বলিয়াই মনে হয় নাই।" সতী ভিক্টোরিয়ার মধুর প্রেমগুণে তাঁহার গৃহে সুখ ছিল, এবং তন্নিবন্ধন তিনি বাহিরের বিপদ পরীক্ষাকে তেমন গ্রাহ্য করিতেন না।

রাজকুমারের একমাস বয়ঃক্রম কালে মহারাণী তাঁহাকে প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্ এবং আর্‌ল্ অব্ চেষ্টার উপাধি প্রদান করিয়া রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন। যথা সময়ে মহা সমারোহ সহকারে নামকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া, নবজাত রাজকুমারের এল্‌বার্ট এডওয়ার্ড নাম রাখা হইল। ইতিপূর্ব্বে রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের নামকরণ ক্রিয়া রাজবাটীতেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়া

কোনও ধর্ম্মালয়ে তাঁহার প্রথম পুত্র-সন্তান এবং ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ অধিকারীর নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে উইণ্ডজর নগরীর সেণ্টজর্জ্জ উপাসনালয়ে এই ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রুশিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক্ উইলিয়াম এই সময়ে ইংরাজ রাজদরবারের অতিথি ছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথা অনুসারে তিনি নবজাত রাজকুমারের ধর্ম্ম-পিতা হইলেন।

মেল্‌বোর্‌ণের প্রতি মহারাণীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবন্ধন তিনি তাঁহার নূতন মন্ত্রিদলের প্রতি কোনও রূপ অন্যায় বা অপ্রীতিকর ব্যবহার করেন নাই। ফলতঃ পিলের বিরুদ্ধে তাঁহার ইতিপূর্ব্বে যে অসদ্ভাব ছিল, ক্রমে তাহা বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। পিল্‌ও মহারাণীর সঙ্গে সতত অতি অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহার করিতেন। সর্ব্ব প্রকারের রাজনৈতিক বিষয়ে মহারাণী সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইতে চাহিতেন। তাঁহার রক্ষণশীল মন্ত্রিগণও নিরতিশয় যত্ন সহকারে সতত তাঁহার এই বৈধ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যত্ন করিতেন। কথিত আছে যে, একদা লর্ড এলেন্‌বরা মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া ভারত-শাসন সম্বন্ধীয় সমুদায় সমসাময়িক ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ অতি বিশদভাবে তাঁহার সমক্ষে বিবৃত করেন। ইহার অল্প দিন পরে প্রধান মন্ত্রী স্যার রবার্ট পিল্ লর্ড এলেন্‌বরাকে

ভারতের শাসন-কর্ত্তৃ-পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, এলেন্‌বরাই ঐ পদের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মহারাণী প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাবে আপনার অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। (Greville's Journals. Vo II. 1837—1852. p 66.)

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ অশেষ দুঃসংবাদের ভার বহন করিয়া ইংলণ্ডে প্রবেশ করিল। মেল্‌বোর্‌ণ্‌-মন্ত্রিসমাজ আপনাদিগের অপরিণাম-দর্শিনী পররাষ্ট্রনীতি দ্বারা অশেষ অনর্থ উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কু-শাসনগুণে ও ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মত্ততা নিবন্ধন, ইংরাজে-আফগানে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতেই অশেষ অসদ্ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। ইংলণ্ডের স্বার্থপর, অপরিণামদর্শিনী আফগান-নীতি, আফগান জাতির অকৃত্রিম ঘৃণার পাত্র হতভাগ্য শাহা শূজার পক্ষাবলম্বিনী হইয়া, তাহাদের প্রিয়তম আমীর বিচক্ষণ ও সূক্ষ্মদর্শী দোস্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। দোস্ত মহম্মদ আপনার অসাধারণ যুদ্ধ-নৈপুণ্য ও সৎসাহস গুণে কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত ইংরাজের আতঙ্ক উৎপাদন করিয়া, অবশেষে স্বেচ্ছায়ই ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন সত্য,—কিয়ৎপরিমাণে বল প্রয়োগ এবং কিয়ৎপরিমাণে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরাজ সেনাপতি আফগান রাজ্য অধিকার করিয়া শাহা শূজাকে

কাবুলের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন সত্য; কিন্তু বিধাতার দুর্দ্দম শাসনে, ইহাঁদিগকে শীঘ্রই আপনাদিগের জীবন-রক্ত-পাতে এই গুরুতর দুষ্ক্রিয়ার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বহু সহস্র ইংরাজ সেনা, সেনাপতি ম্যাক্‌নার্টন সমভিব্যাহারে আফগান ছুরিকাঘাতে নিহত হইল। তাহাদের এই ভীষণ দুর্গতির কাহিনী প্রচার করিবার জন্য কেবল মাত্র একজন ইংরাজ ক্ষতদেহে, দুর্ব্বল পদবিক্ষেপে, কষ্টে স্বষ্টে কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া জেলালাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ভীষণ দুঃসংবাদ শ্রবণে মহারাণীর প্রাণে অতীব ক্লেশ হইল। আফগান-সীমান্তে ইংরাজ আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মন্ত্রি-সমাজও বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন।

অপরদিকে চীন-ইংরাজ যুদ্ধও চলিতেছিল। আমেরিকায়, এবং আফ্রিকার উত্তমআশা অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী ইংরাজাধিকৃত প্রদেশ সমূহেও ঘোরতর অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। উরূপায়ও ফরাসীস্ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রীতি ও সদ্ভাব রক্ষা করা ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিতেছিল। এই সকল কারণে ইংলণ্ডের সেনা ও নৌযুদ্ধ সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। এদিকে রাজকোষে অর্থাভাব। পূর্ব্ব বৎসর আয় অপেক্ষা দুই ক্রোর মুদ্রা ব্যয় অধিক হইয়াছিল।

এই বৎসর এই ঋণ প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া পড়িল।

ইংলণ্ডের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজস্ব ক্রমাগত হ্রাস পাইতে লাগিল। শস্য বিষয়ক বিধান সম্বন্ধে দেশে গুরুতর অশান্তি-কোলাহল উত্থিত হইল। শ্রমজীবীগণের বেতনের ন্যূনতা নিবন্ধন তাহাদের অতিশয় অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল, এবং ব্যবসা বাণিজ্য অতি শিথিল হইয়া পড়িল। স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে সর্ব্বত্র যেন এক ঘোর বিপদ-মেঘ উত্থিত হইয়া, রাজকুমারের জন্ম নিবন্ধন রাজকীয় আমোদ আহ্লাদ ও আনন্দ উৎসবের মধ্যে রাজ-দরবারে ও মন্ত্রিদলের উপরে গুরুতর বিষাদ ঢালিয়া দিতে লাগিল।

এই বৎসর মার্চ্চ মাসে রাজকুমার এল্‌বার্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর্ণেষ্টের বিবাহ হইল। এই উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া প্রিয়তম মাতুল রাজা লিওপোল্‌ড্‌কে লিখিয়াছিলেন,—"এই বিবাহের কথায় আমার হৃদয় অত্যন্ত পূর্ণ রহিয়াছে। আর্ণেষ্ট ঐ সময়ে আমাদের এখানে ছিলেন বলিয়া আমাদের বিবাহের কথা এতবার আমার স্মরণ পথে আসিয়া পড়িতেছে যে, আমি সততই তাহার কথা ভাবিতেছি। আর্ণেষ্টকে তাঁহাদের "মধুমাস" এখানে আসিয়া

যাপন করিতে আমি বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি। আপনিও তাঁহাকে আমার হইয়া এই অনুরোধ করিবেন। আর্ণেষ্ট আমাদের সুখের সাক্ষী ছিলেন, আমরাও তাঁহার এই সুখ দেখিতে ইচ্ছা করি।"—এই সামান্য পত্রখানি হইতেও মহারাণী আপনার বৈবাহিক জীবনে কত যে সুখী হইয়াছিলেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজকুমার এল্‌বার্ট জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিবাহে উপস্থিত থাকিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু অর্থকষ্ট নিবন্ধন এই সময়ে ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে,এবং প্রধানতঃ স্কট্‌লণ্ডের নানা স্থানে গুরুতর প্রজাদ্রোহ উপস্থিত হইতেছিল। তদ্ব্যতীত শস্য সম্বন্ধীয় বিধানের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলনে, এবং চার্টিষ্ট সম্প্রদায়ের উত্তেজনায় দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ভীষণ অশান্তি ও দ্রোহিভাব প্রধূমিত হইতেছিল। সুতরাং এই ভীষণ পরীক্ষার সময়ে মহারাণীকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

এই সময় লণ্ডন নগরীর বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের সাহায্যার্থ মহারাণী রাজবাটীতে মহা সমারোহ সহকারে একটী নৃত্যোৎসব করিলেন। ইহাতে বহু সংখ্যক অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর ভদ্র পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁদের প্রত্যেককে এক একটী নূতন পোষাকে এই নৃত্যে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল, এবং তন্নিবন্ধন বহুল পরি-

মাণে অতি মূল্যবান্ বস্ত্র সমূহ বিক্রীত হইয়া ব্যবসায়ী-গণের কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছিল। মহারাণী স্পিটাল্-ফিলড্ নামক স্থানের তন্তুবায়গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বস্ত্রদ্বারা আপনার পোষাক নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন।

এই ব্যাপারের প্রায় এক পক্ষ কাল পরে স্পিটাল্-ফিল্ডের তন্তুবায়দিগের সাহায্যার্থ আর একটী নৃত্য হয়। এই নৃত্যে অভ্যাগত সকলকে ঐ স্থানের তন্তুবায়গণ নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। এইরূপ লোক-হিতকর উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইংরাজ অভিজাত-গণের গৃহেও এই সময়ে বহুসংখ্যক নৃত্যাদি হইয়াছিল।

এই বৎসর দুই জন দুর্ম্মতি রাজহত্যা-প্রয়াসীর হস্তে মহারাণীর জীবনসংশয় উপস্থিত হয়। ৩০এ মে দিবস সায়াহ্ণ সাত ঘটিকার সময় মহারাণী রাজকীয় শকটা-রোহণে সান্ধ্যবায়ু সেবনার্থ বকিংহাম্ রাজবাটী হইতে নির্গত হইলেন। পথিমধ্যে পূর্ব্ববৎসর যে স্থানে দুরাত্মা অক্সফোর্ড তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ঠিক্ সেইস্থানে রাজকীয় শকট উপস্থিত হইবা মাত্র, একব্যক্তি মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িল। সৌভাগ্য-ক্রমে তাহার সন্ধান ব্যর্থ হইল। এই দুরাত্মার নাম ফ্রেন্সিস্। নিকটস্থ একজন সৈনিক পুরুষ ও একজন পুলিশ কনেষ্টবল, ফ্রেন্সিস্কে ধৃত করিয়া নিরস্ত্র

করিল। এই উপলক্ষেও মহারাণী আপনার স্বাভাবিক নির্ভীকতা ও স্থৈর্য্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। এই ব্যক্তি যে এরূপভাবে মহারাণীর জীবন হরণ করিবার চেষ্টা পাইবে, ইহা রাজকুমার এল্‌বার্ট ও মহারাণীর একরূপ জানা ছিল। পূর্ব্ব রবিবারে উপাসনা মন্দির হইতে প্রত্যাগমনকালে এক ব্যক্তি পথিপার্শ্বস্থ লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া রাজকীয় শকটাভিমুখে একটী পিস্তল ছাড়িবার প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে পিস্তল শব্দিত হয় নাই। রাজকুমার তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার চেষ্টা নিষ্ফল হইল দেখিয়া সে এত দ্রুত-পদ-বিক্ষেপে সেস্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিল যে, তাহাকে ধৃত করিয়া দিবার আর কোনও উপায় ছিল না। মহারাণী তাহাকে দেখেন নাই; এবং রাজকুমারও হয়ত তাঁহার দৃষ্টি দোষে এরূপ দেখিয়াছেন, এই ভাবিয়া ঐ কথা তখন আর প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর কর্ণগোচর করেন নাই। কিন্তু রাজবাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অপর এক ব্যক্তির মুখেও ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহারাণীকে তৎসম্বন্ধে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। এই কথা শুনিয়া মহারাণী অতি সামান্যরূপে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বিশেষ সুরক্ষিত না হইয়া রাজপথে বহির্গত হইতে

নিষেধ করিলেন। কিন্তু মহারাণীর চিকিৎসক মহাশয় এই মতের বিরোধী ছিলেন। মহারাণী স্বয়ংও তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি পরে বলিয়াছেন ;—"গোপনীয় আক্রমণের অনিশ্চিততার মধ্যে আমি থাকিতে পারিতাম না। চিরদিন বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকা অপেক্ষা তৎক্ষণাৎই বিপদের সম্মুখীন হওয়া আমি সহস্রগুণে অধিক শ্রেয়স্কর মনে করি।" তিনি এই বিপদের সম্মুখীন হওয়া প্রার্থনীয় মনে করিলেন। কিন্তু আপনার সহচরী ও পরিচারিকাগণকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই দিবসও যথানিয়মে তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণে যাইবার জন্য মহারাণী কর্তৃক আহূত হইবার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু মহারাণী তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন না। কেবল রাজকুমার সমভিব্যাহারে তিনি যথারীতি ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। রাজবাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহারাণী কুমারী লিডেল্‌কে বলিলেন,—"আজ অপরাহ্নে তোমাদিগকে আমার সঙ্গে ভ্রমণে লইয়া যাই নাই বলিয়া তোমরা নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়াছ। কিন্তু বিগত রবিবারে উপাসনালয় হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে হনন করিবার উদ্দেশে পিস্তল নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাহা

ধ্বনিত হয় নাই। রাজকুমার তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু অতি দ্রুতপদবিক্ষেপে সে পথিপার্শ্বস্থ লোকারণ্য মধ্যে প্রবেশ করাতে আর তাহাকে ধরিতে পারা যায় নাই। এই ব্যক্তি পুনরায় ঐ চেষ্টা করিবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাহাতেই অপর কাহাকেও বিপদাপন্ন করা অন্যায় মনে করিয়া অদ্য আমি একাকীই রাজকুমার সমভিব্যাহারে ভ্রমণে গিয়াছিলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। সেই দুরাত্মা পুনরায় অদ্য আমাকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রাজকুমার তাহাকে চিনিয়াছেন।"

এই দুর্ঘটনার সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে নগরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অক্সফোর্ডের হনন চেষ্টার পরে যেরূপ সমগ্র ইংলণ্ডে মহারাণীর প্রতি গভীর রাজভক্তির উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছিল, এইবারেও সেইরূপ হইয়াছিল।

যথা সময়ে যথারীতি ফ্রেন্সিসের বিচার হইয়া তাহার প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল। প্রধান বিচারপতির মুখে এই দণ্ডবিধানের কথা শুনিয়া দুরাত্মা ফ্রেন্সিস্ হতচেতন হইয়া রক্ষকগণের বাহুতে পতিত হইল। কিন্তু মহারাণী এই দণ্ড হইতে এই দুরাত্মাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। তিনি জানিতেন যে, এইরূপ ভাবে তাহাকে মার্জ্জনা

করাতে আরো অনেক হতভাগ্য ব্যক্তি এই গুরুতর পাপ-কার্য্যানুষ্ঠানে উৎসাহিত হইবে, তথাপি তাঁহার জীবন ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া এক ব্যক্তির প্রাণ নাশ হয়, কোমলপ্রাণা ভিক্টোরিয়া ইহা প্রার্থনীয় মনে করিলেন না। ফ্রেন্সিস্ প্রাণ দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইল।

যে দিবস মহারাণী এইরূপ ভাবে দুরাত্মা ফ্রেন্সিস্‌কে ক্ষমা করিলেন,তাহার পর দিবসই—৩রা জুলাই রবিবার, বিন্স নামক আর এক ব্যক্তি তাঁহার প্রাণ নাশ করিবার চেষ্টা করিল। মহারাণী প্রিয়তম মাতুল রাজা লিওপোল্ড্ সমভিব্যাহারে উপাসনা মন্দিরে যাইতেছিলেন; এমন সময় এই হতভাগ্য ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী পিস্তল ছুঁড়িবার চেষ্টা করিল। সৌভাগ্যক্রমে এই পিস্তল ধ্বনিত হইল না। এই ঘটনার পরেই মহারাণীর আদেশ অনুসারে রাজহত্যা-প্রয়াসীদিগের দণ্ড-সম্বন্ধীয় বিধান পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য পার্লেমেণ্টে প্রস্তাব উপস্থিত হইল। তদানীন্তন প্রচলিত রাজবিধি অনুসারে এই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিগণের প্রাণদণ্ড হইত; এবং এই দণ্ডের লোভেই অনেক হতভাগ্য আত্মবিদ্বেষী দীন দুঃখী ব্যক্তি মহারাণীকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়া আপনাদের দুঃখময় জীবন সাঙ্গ করিতে চেষ্টা পাইত। বিন্সের বিচারের

পূর্ব্বেই এই সম্বন্ধীয় প্রচলিত রাজবিধান পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজহত্যা-প্রয়াসীদিগের জন্য অনধিক সাত বৎসর কাল দ্বীপান্তর বাস, বা অনধিক তিন বৎসর কাল কারাবাসের বিধান প্রবর্ত্তিত হইল।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সুপ্রসিদ্ধ সংগীতাধ্যাপক মেণ্ডেল্‌সন্ রাজকুমার এল্‌বার্ট এবং তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বকিংহাম্ রাজবাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। ইহার সহিত আচার আচরণে মহারাণীর সারল্য ও নিরহঙ্কারভাব বিশেষ প্রকাশিত হইয়াছিল। ফলতঃ যেমন শৈশবে, তেমনি যৌবনে, এবং সেইরূপ বার্দ্ধক্যে আজীবন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আচার ব্যবহারে কোনও অহঙ্কার বা অসৌজন্য প্রকাশ পায় নাই, সঙ্গীতাধ্যাপক মহাশয়ও মহারাণীর চরিত্রের এই ভাব বিশেষরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। মেণ্ডেল্‌সন্ লিখিয়াছেন ঃ—রাজকুমার এল্‌বার্ট শনিবার অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি তদনুসারেই ঐ সময়ে উপস্থিত হইলাম। রাজকুমার তখন একাকী বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার অর্‌গ্যান্ যন্ত্র দেখিবার জন্য যাইতেছিলাম, এমন সময় মহারাণীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিন ঘণ্টাকাল মধ্যে

তিনি ক্লেরমোণ্ট রাজবাটীতে যাত্রা করিবেন"—বলিয়াই সহসা তাঁহার সঙ্গীত পুস্তকের পত্রাবলি গৃহ মধ্যে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিয়া—"একি?—কি ভয়ানক বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে।"—এই বলিয়া নতজানু হইয়া বিক্ষিপ্ত পত্রাবলি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাজকুমার এল্‌বার্টও তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন, এবং আমিও যে অলস হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম তাহা নহে। অতঃপর রাজকুমার এল্‌বার্ট তাঁহার অর্‌গ্যানের "ষ্টপ" গুলি আমাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন এবং মহারাণী ইতিমধ্যে সঙ্গীত পুস্তকের পত্রাবলি সুশৃঙ্খলা করিতে নিযুক্ত হইলেন। আমার অনুরোধে রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ অর্‌গ্যান্ বাদন করিলেন। আপনার কার্য্য শেষ করিয়া মহারাণী তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন, এবং মনোনিবেশ পূর্ব্বক অর্‌গ্যান্ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে স্বামীর দক্ষতা দৃষ্টে তাঁহার প্রাণে যে বিশেষ আনন্দ হইতেছিল, ইহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইল। রাজকুমারের বাদন শেষ হইলে আমাকে অর্‌গ্যান্ বাজাইতে হইল। আমি একটী ধর্ম্ম সঙ্গীত বাজাইলাম। কিন্তু আমি এই সঙ্গীতটীর অর্দ্ধেক গাহিতে না গাহিতে তাঁহারা উভয়ে আমার সঙ্গে যোগ দান করিলেন। ইতিমধ্যে রাজ-

কুমার আর্ণেষ্টও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি কোনও নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়াছি কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, মহারাণী বলিলেন যে, তিনি আমার রচিত সঙ্গীত গাহিতে বড় ভালবাসেন। তদুত্তরে রাজকুমার বলিলেন,—"ইহাঁর নিকটে তোমার একটী সংগীত করা উচিত।" আর একটু কাকুতি মিনতির পরে সংগীত পুস্তক এখনও ক্লেরমোণ্টে প্রেরিত না হইয়া থাকিলে, মহারাণী একটী সংগীত গাহিতে স্বীকৃত হইলেন। রাজকুমার সংগীত পুস্তকের অন্বেষণে গমন করিলেন, কিন্তু শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। তখন মহারাণী স্বয়ং তাহার অন্বেষণে গমন করিলেন। মহারাণী চলিয়া গেলে রাজকুমার আমার হস্তে একটী সুন্দর অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আপনি এইটী স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ করেন, তাঁহার (ভিক্টোরিয়ার) এই প্রার্থনা।" এই অঙ্গুরীতে মহারাণীর নাম ও দানের বৎসর অঙ্কিত ছিল। অতঃপর মহারাণী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"লেডী— চলিয়া গিয়াছেন এবং আমার সমুদায় দ্রব্যজাত তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। ইহা বড়ই ত্যক্তজনক।" এই শেষ কথা শুনিয়া আমার বড়ই আমোদ হইল। আমি তখন সবিনয়ে বলিলাম,—এই দুর্ঘটনার জন্য আমাকে নিরাশ করা উচিত হইবে না। আশা করি মহারাণী দয়া

করিয়া অপর কোনও সংগীত গাহিবেন।” তদনন্তর স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া রাজকুমার বলিলেন,—“আচ্ছা, তিনি গুরু রচিত একটী সংগীত গাহিবেন।”

ইতিমধ্যে রাজকুমার আর্ণেষ্টের সহধর্ম্মিনীও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা পাঁচজনে মিলিয়া তখন বহুসংখ্যক কুটুরী ও বারিন্দা অতিক্রম করিয়া মহারাণীর বসিবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজমাতা লুইসাও আসিয়া এখানে আমাদিগের সঙ্গে যোগ দান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাণী সংগীত আরম্ভ করিলেন।”

মহারাণীর আশ্চর্য্য সংগীত-শক্তি দেখিয়া সংগীতাধ্যাপক মেণ্ডেল্‌সন্‌ বিস্মিত ও প্রীতি হইলেন। অতঃপর মেণ্ডেল্‌সন্‌ স্বয়ং একটী সংগীত করিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় মহারাণী বারম্বার বলিতে লাগিলেন যে, তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে আসিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বিশেষ সুখী ও কৃতার্থ হইবেন।

এই বৎসর গ্রীষ্মকালে ডিউক্‌ অব্‌ অর্‌লিন্সের অকালমৃত্যুতে ফরাসীস্‌ রাজপরিবার ও রাজদরবার তীব্রতর শোকের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইল। মহারাণীর মাতামহ-বংশের সঙ্গে ফরাসীস্‌ রাজপরিবারের বিবিধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই প্রিয়দর্শন কুটুম্বের অকালমৃত্যুতে রাজকুমার এল্‌বার্ট এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিশেষ ক্লেশ পাইলেন;

এবং শোকদগ্ধ ফরাসি-রাজপরিবারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে যথা সাধ্য সরল সহানুভূতি দানে সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশে শরৎকালে উভয়ে ফরাসী দেশ গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়া রাজ-দম্পতিকে এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। খাদ্য দ্রব্যের তখনও অগ্নিমূল্য চলিতেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের শিথিলতা নিবন্ধন শ্রমজীবীগণেরও বেতন হ্রাস হইতেছিল। মহারাণী ১১ই আগষ্ট দিবসে পার্লেমেণ্ট মহাসভা ভঙ্গ করিবার সময়, স্বকীয় বক্তৃতায়, উপস্থিত সভ্য মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যে নিয়মপরতন্ত্রতা ও যে সুশৃঙ্খলতা ভিন্ন কোনও সমাজের লোকেরা আপনাদিগের পরিশ্রমলব্ধ সুখ ও অর্থাদি আপনারা শান্তিতে উপভোগ করিতে পারে না,—যাহা না থাকিলে কোনও সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, —সেই নিয়মতন্ত্রতার ও সেই সুশৃঙ্খলতার ভাব যাহাতে দেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়,—আপনারা সকলে দৃষ্টান্ত এবং প্ররোচনা দ্বারা তাহার চেষ্টা দেখিবেন বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।" কিন্তু পার্লেমেণ্ট মহাসভা ভঙ্গ হইবার অব্যবহিত পর দিবসেই ম্যাঞ্চেষ্টারে ও অপরাপর ব্যবসা-প্রধান নগর নগরীতে

অসন্তুষ্টচিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল শ্রমজীবীগণ একত্রিত হইয়া সাধারণ প্রজাবর্গের উপরে এবং বিশেষতঃ ব্যবসায়ীদিগের উপরে অযথা অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহাদের ব্যবসায়-স্থল ভূমিসাৎ করিয়া দিতে লাগিল। প্রমত্ত-বেগে দলে দলে যাইয়া তাহাদিগের ব্যবসায়ের যন্ত্রাদি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। ম্যাঞ্চেষ্টারবাসিগণের প্রাণ আতঙ্কে পূর্ণ হইল। নগর মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উত্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে ইতিপূর্ব্বেই বাষ্পীয় শকট-পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। লণ্ডন নগরীতে এই দুঃসংবাদ পৌঁছিবামাত্র বহু সংখ্যক সেনা ম্যাঞ্চেষ্টারাভিমুখে প্রেরিত হইয়া দ্বিঘণ্টাকাল মধ্যে গিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সেনা-মণ্ডলী এবং শ্রমজীবীগণের মধ্যে কথঞ্চিৎ মারামারি হইয়া উভয় পক্ষেরই কিঞ্চিৎ প্রাণহানি হইল। গবর্ণমেণ্ট সেনাবলে শ্রমজীবীগণকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে দমন করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের প্রাণ হইতে অসন্তোষভাব বিদূরিত হইল না। বর্মিংহাম্, প্রেষ্টন্ প্রভৃতি স্থানেও ইত্যাকার দুর্ঘটনা ঘটিল। ক্রমে এই রাজ-দ্রোহীগণের দলপতিদিগকে ধৃত করিয়া যথোপযুক্ত দণ্ড-বিধানে তাহাদিগের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া, স্যার্ রবার্ট পিল্ দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া মহারাণীকে জ্ঞাপন করিলেন।

ইংলণ্ডের ন্যায় স্কট্‌লণ্ডের পশ্চিম প্রান্তেও দ্রোহী-ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু এই সময়েই মহারাণী স্কট্‌লণ্ড পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন এবং তত্রত্য অধিবাসীগণ যেরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিল, তাহা দেখিয়া এই সকল অশান্তি ও দ্রোহী ভাবের মূলে কোনও প্রকারের গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে বলিয়া বোধ হইল না। ২৯এ আগষ্ট তারিখে মহারাণী রাজকুমার এল্‌বার্ট এবং রাজবাটীর বহুসংখ্যক পরিচারিকা ও কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে জলপথে স্কট্‌লণ্ড যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরী সমূহে গভীর রাজভক্তির উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাণী যথাসময়ে স্কট্‌লণ্ডের রাজধানী এডিন্‌বরা নগরীতে উপনীত হইলে, প্রজামণ্ডলীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। এই উপলক্ষে নগরবাসীগণ মহা মহোৎসবে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। সায়াহ্নে সমগ্র নগরী অসংখ্য আলোকমালা-ভূষিত হইয়া প্রিয়তমা মহারাণীর প্রতি সরল ও গভীর প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিল। স্কট্‌লণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন ও অতি দূরতম স্থান হইতে বহুসংখ্যক নরনারী অশেষ অর্থব্যয় বহন ও পথ কষ্ট সহ্য করিয়া, কেহ বা বাষ্পীয় পোতারোহণে, কেহ বা বাষ্পীয় শকটারোহণে, কেহ ডাক শকটারোহণে এবং কেহ বা

পদব্রজে শত শত যোজন অতিক্রম করিয়া, মহারাণীর স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্ত্তি সন্দর্শন লাভাশায় রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ ভাবে সরল স্কট্‌লণ্ডবাসিগণের এই অকৃত্রিম প্রীতি ও গভীর শ্রদ্ধা ভক্তির নিদর্শন পাইয়া, কোমল-প্রাণা ভিক্টোরিয়ার প্রাণে পরম আনন্দ লাভ হইয়াছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্কট্‌রাজধানী এডিন্‌বরা পরিত্যাগ করিয়া ঐ মনোরম পার্ব্বতীয় প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিলেন। টে-মাউথ নামক স্থানে স্থানীয় ভূম্যধিকারী যথোচিত সমারোহ সহকারে রাজ-দম্পতির অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু রাজকীয় অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনাদির কোলাহল ও জাঁকজমক অপেক্ষা মহারাণী ভিক্টোরিয়া সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের উপত্যকা, অধিত্যকা ও নির্ঝরিণী-শোভিত গভীর নির্জ্জনতার লীলাভূমিতে একাকিনী বা কেবলমাত্র প্রিয়তম স্বামী সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া প্রকৃতির পরম মনোহর রূপরাশি দর্শনে বিশেষ তৃপ্ত হইতেন। গ্রাম্য জীবনের সরলতা ও মধুরতার ছবিতেও তাঁহার সরল প্রাণ বিশেষ আকৃষ্ট হইত। টে-মাউথে মহারাণী ভূম্যধিকারী মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া একদা তাঁহার প্রাসাদ সংশ্লিষ্ট ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে দুগ্ধ-শালায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং এই

স্থানে অতি সরল ভাবে উপস্থিত দাসীদিগের সঙ্গে কিয়ৎ-ক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ এবং রুটী ভোজন করিয়া আপনার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে তাহাদিগকে বিস্ময়ানন্দে আপ্লুত করিয়াছিলেন।

স্কট্‌লণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মহারাণী সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটনের গ্রাম্য-প্রাসাদ ওয়ামার "কেসেলে" কিছুদিন গিয়া বাস করেন। বৃদ্ধ সেনাপতি যথোচিত শ্রদ্ধাভক্তি ও সমারোহ সহকারে রাজ-দম্পতির অভ্যর্থনা করিলেন। এই স্থানে মহারাণী একাকিনী বা স্বামী সঙ্গে প্রায়শঃই গ্রাম্য পথে ঘাটে ভ্রমণ করিয়া গ্রামবাসিদিগকে বিস্ময়ানন্দে পুলকিত করিতেন। একদা স্বামী স্ত্রীতে ভ্রমণ করিতে করিতে আপনাদিগের বাসস্থান হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে শ্রান্ত হইয়া উভয়ে একটী বৃদ্ধ মৎস্যজীবীর কুটীরে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলেন, এবং তাহার তনয়ার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিয়া তাহাদিগকে পরম আপ্যায়িত করিলেন। কি ছোট কি বড় কাহারও প্রতি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আচার আচরণে কখনও সহৃদয়তা বা সৌজন্যের কিছুমাত্র অভাব দৃষ্ট হয় না। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও তিনি ক্ষুদ্রতম ও দরিদ্রতম প্রজামণ্ডলী মধ্যে গমন করিয়া

তাহাদিগের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতে, বা তাহাদিগের প্রতি ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই, বা তাহাতে আপনার পদহানি হইবে ভাবিয়া সঙ্কুচিত হন নাই।

বৃদ্ধ সেনাপতি ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটনের অতিথিরূপে ওয়ামার "কেসেলে" বাস করিবার সময়, একদা ভীষণ ঝড় উত্থিত হইয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী ডিল্ নামক স্থানে, একখানি বিপদাপন্ন বৈদেশিক সমুদ্র তরণীর সাহায্যার্থ তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া, চারিজন ডিল্বাসী নাবিক জলমগ্ন হইয়া পরলোকগত হয়। এই সংবাদ শ্রবণ করিবা মাত্র এই হতভাগ্য নাবিকগণের পরিবারের সাহায্যার্থ মহারাণী দুই শতাধিক মুদ্রা প্রেরণ করিয়া তাহাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন।

এই স্থানে অবস্থানকালে মহারাণী আফগান এবং চীন যুদ্ধের অবসানের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। লর্ড এলিন্‌বরা কলিকাতায় পৌঁছিয়াই যথোচিত দৃঢ়তা সহকারে আফগানিস্থানে ইংরাজ-আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ইংরাজ বন্দিদিগের মধ্যে যাঁহারা বিবিধ ক্লেশ ও অশেষ অত্যাচার সহ্য করিয়া তখনও জীবিত ছিলেন তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন। লর্ড

অক্‌লণ্ডের অপরিণামদর্শিনী রাজনীতি বহু অর্থ ব্যয়, ও বহু রক্তপাত করিয়াছিল,—তাহার কৃপায় আফগান-বন্ধু বিদ্বান বর্ণেসের দেহ আফগান ছুরিকাঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছিল—বীর-স্বভাব মেকনার্টন বিশ্বাসঘাতকতার ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া অপঘাতে জীবনলীলা সংবরণ করিয়া জিঘিংসা-বৃত্তি-প্রবল আফগানগণের জিঘিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিলেন,—সহস্র সহস্র ইংরাজ ও ভারতবাসী সৈন্য নির্ম্মমভাবে হত হইয়াছিল—লেডী সেল-প্রমুখ ইংরাজ মহিলাগণ আফগান কারাগারে অশেষ কষ্ট যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন,—শাহা শূজা দুই দিবসের জন্য আফগান সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আফগান ছুরিকাঘাতে গতায়ু হইয়াছিলেন—ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের রাশি রাশি অর্থ অপব্যয় হইয়াছিল, এবং আফগান পরাক্রমে ইংরাজ আধিপত্য কাবুল হইতে অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছিল। কিন্তু এখন জালালাবাদে আহম্মদখাঁর পরাভবে, কাবুলের পুনরধিকারে, আফগানিস্থানে ব্রিটীশ-সিংহের প্রতাপ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল সত্য, কিন্তু এই জয়লাভও ফলতঃ ইংরাজের পক্ষে ঘোরতর পরাভব হইল। যে দোস্ত মহম্মদকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড অক্‌লণ্ড চারি বৎসর পূর্ব্বে শাহা শূজাকে আফগান রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছিলেন,—যে দোস্ত মহম্মদ ইংরাজ হস্তে আত্ম-

সমর্পণ করিয়া ভারতে বন্দী ছিলেন, লর্ড এলেন্‌বরা সেই দোস্ত মহম্মদকেই আফগান সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইলেন! আফগান রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও শাসনাদিতে ইংরাজের হস্তক্ষেপ করিলে তাহা হইতে কদাপি যে কুফল ভিন্ন সুফল উৎপন্ন হইতে পারে না, লর্ড অক্‌লেণ্ডের অবিমৃষ্য আফগান-নীতির পরাভবে তাহাই প্রমাণিত হইল,—১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এই আফগান যুদ্ধের ইতিহাস ইংরাজগণকে এই শিক্ষাই দিল। হায়! হায়! ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যদি এই শিক্ষা হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন, কত অর্থ ব্যয়ের ও কত রক্তপাতের পথ চিরদিনের মত অবরুদ্ধ হইয়া যাইত!

যে দিবস, যে দূতমুখে আফগান-যুদ্ধের অবসান-সংবাদ মহারাণীর কর্ণগোচর হইল, সেই দিবস সেই দূত মুখেই চীনে-ইংরাজে সন্ধি স্থাপন-বার্ত্তাও তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল। এই সন্ধি-পত্র দ্বারা চীন সাম্রাজ্যের পাঁচটী প্রধান প্রধান বন্দরে ইংরাজ বণিকগণের বাণিজ্য করিবার অধিকার লব্ধ হইল। এতন্নিবন্ধন ইংলণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্যের শিথিলতা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইতে পারে ভাবিয়া ইংরাজগণের আরো সমধিক আনন্দ হইল।

যাহাদের পরিশ্রম, সাহস, যুদ্ধনৈপুণ্য এবং স্বার্থত্যাগ গুণে এই সকল জয়লাভ হইয়াছে, এই সুখকর সংবাদ শ্রবণে

মহারাণীর প্রাণ সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। রাজকুমার এলবার্টের পরামর্শ মতে চীন ও আফগান যুদ্ধের যোদ্ধাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিবার উদ্দেশে উপযুক্ত রৌপ্য ও স্বর্ণ পদক প্রস্তুত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ রাজকর্ম্মচারীগণের নিকট রাজাজ্ঞা প্রেরিত হইল। কিন্তু মহারাণীর আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই লর্ড এলেন্‌বরা আপনার আনন্দোৎসাহে ভারতীয় সেনা-মণ্ডলীর জন্য সেইরূপ পুরস্কার-পদক অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। সুতরাং কেবল চীন-যুদ্ধ-জয়ী সেনাগণই ইংলণ্ডে নির্ম্মিত পদকসমূহ প্রাপ্ত হইল।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে মহারাণীর তৃতীয় সন্তান (দ্বিতীয়া কন্যা) ভূমিষ্ঠ হইলেন। যথাসময়ে এই নবজাত রাজকুমারীর নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া তাঁহার এলিস্ নাম রাখা হইল।

ইহার অল্পদিন পরেই মহারাণীর খুল্লতাত, ডিউক্ অব্ ক্যাম্ব্রিজের কন্যা রাজকুমারী আগষ্টার পরিণয় ক্রিয়া সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইল। মহারাণীর অন্যতম খুল্লতাত হানোভার-পতি এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ-পত্র স্বাক্ষর করিবার সময় হানোভারের মহারাজার নিতান্তই ইচ্ছা হইল যে, মহারাণীর অব্যবহিত পরেই তিনি স্বনাম স্বাক্ষর করেন এবং এই উদ্দেশে তিনি আগ্রহাতিশয়

সহকারে মহারাণীর বামে গিয়া দাঁড়াইলেন। রাজ-কুমার এল্‌বার্টের পূর্ব্বে তিনি স্বনাম স্বাক্ষর করেন, ইহাই তাঁহার গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। মহারাণীও তাহা সবিশেষ বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় স্বাক্ষর গ্রহণার্থ তাঁহার হস্তে লেখনী প্রদান করিতে উদ্যত হইবা মাত্র,মহারাণী দ্রুতপদে সরিয়া গিয়া রাজকুমার এল্‌-বার্টের নিকটে দাঁড়াইলেন এবং ধীরভাবে আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া প্রিয়তম পতির হস্তে লেখনী অর্পণ করিলেন। দাম্ভিক আত্মগৌরবান্বেষায়ী ডিউক্ অব্ কম্বারলেণ্ডের সাধ পূর্ণ হইল না!

এই সময় পর্য্যন্ত সম্মুখ-যুদ্ধ দ্বারা ব্যক্তিগত বিবাদ বিসম্বাদ ভঙ্গ করিবার প্রথা ইংলণ্ড হইতে বিদূরিত হয় নাই। রাজকুমার এই অসভ্য কুপ্রথা দেখিয়া বড়ই মর্ম্মপীড়িত হইলেন, এবং ক্রমে তাঁহার আধিপত্যে ও চেষ্টায় অল্পকাল মধ্যেই বর্ব্বরতার এই শেষ চিহ্ন ইংলণ্ড হইতে লুপ্ত হইল।

এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মহারাণী ফরাসীস্-রাজ লুই ফিলিপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সমুদ্রপারে ইউ নামক স্থানে গমন করিলেন। ফরাসী রাজা এবং তাঁহার পরিচারক-বর্গ যথোচিত সমাদরে মহারাণী ও রাজ্ঞীপতির অভ্যর্থনা করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে মহারাণী প্রিয়তম

মাতুলকে দেখিবার জন্য বেলজিয়মে গমন করেন। পরে, বৎসরের শেষভাগে, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী স্যার রবার্ট পীল্-প্রমুখ বহুসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর প্রজাগণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে পরমাপ্যায়িত করিলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষভাগে রাজকুমার এল্‌বার্টের পিতৃবিয়োগ হইল। প্রিয়তম পিতার মৃত্যু সংবাদে রাজকুমার এল্‌বার্টের প্রাণে অতি গুরুতর যাতনা হইল। কিন্তু প্রেমময়ী সহধর্ম্মিনীর সস্নেহ সহানুভূতিতে তিনি এই দুঃসময়ে অনেক সান্ত্বনা লাভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ব্যারণ্ ষ্টকৃমারকে রাজকুমার আপনার মানসিক অবস্থা বিবৃত করিয়া লিখিলেন,—"ভিক্টোরিয়া আমার সমুদায় দুঃখ যাতনা অনুভব করেন, এবং তৎসমুদায়ের ভাগিনী হইয়া তাহাদের তীব্রতা নাশ করিয়া থাকেন। ভিক্টোরিয়ার অমূল্য প্রেমের উপরে আমর সমগ্র জীবন নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে ভাব আছে, তাহাতে আর এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোনও সুখ আমাদের প্রার্থনীয় নাই। আমাদের যোগ হৃদয়ের ও আত্মার যোগ, এবং তাই বলিয়াই এই যোগ এত মহৎ ও উদার। আমরা আশা করি, আমাদের এই সম্বন্ধ হইতেই আমাদের বালক বালিকাগণ ভবিষ্যতে সুখী হইবার মূলমন্ত্র শিক্ষা করিবে।"

মহারাণীও স্বামীর প্রিয়বন্ধু ব্যারণকে লিখিলেন ;—"হায়, এই সময়ে আপনি আমাদের নিকটে থাকিলে কতই না সান্ত্বনা পাইতাম। আমার প্রিয়তম এখানে এত নির্জ্জনে বাস করিতেছেন,—এবং তাঁহার শোক এত গভীর ও এত তীব্র যে, আপনার সহবাসে তিনি নিশ্চয়ই বিস্তর সান্ত্বনা পাইতেন। তিনি বলেন এখন আমিই তাঁহার সর্ব্বে সর্ব্বা। (অস্পষ্ট লেখার জন্য কিছু মনে করিবেন না—অশ্রুজলে আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইতেছে) হায়! আমি এইরূপে তাঁহার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া তাঁহাকে সুখ ও শান্তি দিতে পারিলে কতই না সুখী হই! কিন্তু আমি স্বয়ংই এত ক্লিষ্ট ও অধীর হইয়া পড়িয়াছি যে, তাঁহাকে এই গুরুতর সময়ে উপযুক্তরূপে সান্ত্বনা দিতে পারিব না বলিয়া আমার প্রাণে আশঙ্কা হইতেছে।"

ইহার কিছুদিন পরে রাজকুমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বিধবা বিমাতা এবং সর্ব্বোপরি পুত্রশোকাতুরা হতভাগিনী পিতামহীকে দেখিবার জন্য স্বীয় মাতৃভূমি সেক্সকোবার্গ যাত্রা করিলেন। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীতে এই প্রথম বিচ্ছেদ হইল; এবং স্বভাবতঃই এই প্রথম বিচ্ছেদের তীব্র শোকাঘাতে কোমল-প্রাণা ভিক্টোরিয়া বিশেষ ক্লিষ্ট হইলেন। ২৮এ মার্চ্চ রাজকুমার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। তৎপর দিবসে মহারাণীর একজন পরিচারিকা,

ভিক্টোরিয়ার তদানীন্তন অবস্থা বিবৃত করিয়া লিখিয়াছিলেন, "মহারাণী আদর্শ সহধর্ম্মিণীর মত স্বামী-বিরহ-যাতনা সহ্য করিতেছেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রাণে গুরুতর ক্লেশ হইতেছে। বিচ্ছেদ-যাতনায় তিনি একরূপ মুহ্যমতী হইয়া আছেন। কিন্তু তথাপি এমন নিঃস্বার্থ ভাবে তিনি তাঁহার পিতৃভুমি দর্শনার্থ গমন করিতে স্বামীকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন,—এবং রাজকুমারের রাজবাটী পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত এমন ধৈর্য্য ও প্রফুল্লতা সহকারে তাঁহার সঙ্গে আলাপ প্রলাপাদি করিয়াছিলেন, এবং এমন হাসিমুখে স্নেহভরে তাঁহাকে বিদায় দিয়াছেন যে, তাঁহার অসাধারণ আত্মসংযম দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি।"—এই প্রেমই যথার্থ স্বর্গীয় পদার্থ! ইহাতে ভাবের গভীরতা আছে—প্রাণে সুখদুঃখের উচ্ছ্বাস আছে, হৃদয়ে পরম তৃপ্তি আছে; কিন্তু ভাবুকতার স্বার্থপরভাব নাই,—আসক্তির অন্যায় আব্দার নাই। ভিক্টোরিয়ার বৈবাহিক জীবনের যে চিত্র যখনই আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে, তখনই প্রকৃত পতিপরায়ণতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তে প্রাণ আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি ভক্তি ভারে নত হইয়া পড়িতেছে। লণ্ডন হইতে ডোবার পৌঁছিয়াই রাজকুমার এলবার্ট মহারাণীকে পত্র লিখিলেন;—

প্রাণপ্রতিমে,—এই পর্য্যন্ত আমরা অতি দ্রুত-

গতিতে ও নিরাপদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু জোয়ারের অশিষ্টাচার নিবন্ধন আমাকে অপরাহ্ন তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত এস্থানে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। আমাদের জোয়ার ভাঁটা গণনায় ভ্রম হইয়াছিল। আমি এই সময়টা অতি সুখে তোমার নিকটে কাটাইতে পারিতাম ভাবিয়া বড়ই ক্লেশ হইতেছে। প্রিয়তমে, এখন তুমি মাধ্যাহ্নিক জলযোগ করিতে যাইবার আয়োজন করিতেছ। আমি কাল যে স্থানে বসিয়া তোমার সঙ্গে একত্রে জলযোগ করিয়াছিলাম, সে স্থানটী আজ তুমি শূন্য দেখিবে। কিন্তু তোমার হৃদয়ে অবশ্য আমার ঐ স্থান শূন্য হইবে না। অন্ততঃ আমি এই জাহাজে আমার প্রাণের ভিতরে তোমার আধ্যাত্মিক সহবাস উপভোগ করিতেছি।

"আমি পুনরায় তোমাকে মিনতি করিয়া বলিতেছি—ধৈর্য্যশীলা হইও;—বিষণ্ণতাকে প্রশ্রয় দিও না। যথাসাধ্য কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে থাকিতে চেষ্টা করিও। এখনই আমাদের বিচ্ছেদের অর্দ্ধ দিবস কাটিয়া গিয়াছে। তুমি যখন এই পত্রখানি পাইবে তখন এক দিবস অতিবাহিত হইবে। আর ত্রয়োদশ দিবস,—তার পরেই আমি পুনরায় তোমার প্রেমালীঙ্গন লাভ করিয়া সুখী হইব।"

তোমার একান্ত অনুগত এল্‌বার্ট।

১১ই এপ্রেল রাজকুমার উইণ্ডজর্ রাজবাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং এই পঞ্চদশ দিবসের বিচ্ছেদে এই প্রেমিক দম্পতীর প্রাণে যে গুরুতর যাতনা হইয়াছিল, মিলনে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক সুখ ও আনন্দ হইল। প্রিয়তমা পত্নীর পাশে বসিয়া রাজকুমার আপনার দৈনন্দিন-লিপি-পুস্তকে লিখিলেন ;—"১১ই সমুদ্র পার হইয়া সায়াহ্ন ছয় ঘটিকার সময় উইণ্ডজরে পৌঁছিয়াছি। মহা আনন্দ।"

ইহার অল্প দিন পরেই একটী কার্য্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহৃদয়তার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল। রাজবাটীতে প্রতিদিন বহুল পরিমাণে রুটী ও অপরাপর খাদ্য দ্রব্য উদ্বৃত্ত হইয়া অযথা নষ্ট বা ব্যয়িত হইত। রাজ-স্বভাব-সুলভ অমিতব্যয়িতা ও অসাধাবনতা নিবন্ধন বহুকাল হইতেই এইরূপ ভাবে বহুল পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যাদি নষ্ট পাইত। মহারাণীর দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলে তিনি আপনার বাটীর উদ্বৃত্ত রুটী ও অপরাপর খাদ্য দ্রব্যাদি উইণ্ডজর নগরীর ভিন্ন ভিন্ন দরিদ্র-নিবাসে প্রতিদিন প্রেরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, তদনুরূপ বন্দোবস্ত করিতে আদেশ করিলেন। এখন হইতে রাজ-প্রসাদ ভোজনে বহুসংখ্যক দরিদ্র লোকের আরাম ও তৃপ্তি সাধিত হইতে লাগিল।

ইহার অল্প দিবস পরেই অকস্মাৎ রুশ-সম্রাটের আশু লণ্ডন আগমনবার্ত্তা শ্রবণে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ইংলণ্ডের রাজদরবার এবং মন্ত্রিসমাজ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। সম্রাট নিকলাস অগ্রে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়া পরে আপনার আশু আগমন-বার্ত্তা মহারাণীকে জ্ঞাপন করেন। মহারাণী যথোচিত ভদ্রতা ও সমারোহ সহকারে রুশ-সম্রাটের অভ্যর্থনা করিলেন। রুশ-সম্রাটের ইংলণ্ড পরিদর্শন ও তৎসম্পর্কিত ইংরাজ রাজদরবারের কার্য্য কলাপ ও আমোদ প্রমোদাদির বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সম্রাটের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে মহারাণী তাঁহার প্রিয়তম মাতুল রাজা লিওপোল্ড্‌কে লিখিয়াছিলেন ;—

"তাঁহার স্বভাব চরিত্রে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা আমি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি নাই ; এবং আমার বোধ হয়, তাঁহার প্রকৃত প্রকৃতি আমাদের ভাল করিয়া জানা নাই। তাঁহাকে স্বকীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন হইতে বিরত করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন পদার্থ কিছুই নাই। তাঁহাকে খুব চতুর বলিয়া বোধ হইল না ;—তাঁহার মানসিক বৃত্তি সমূহও মার্জ্জিত নহে। তাঁহার শৈশব-শিক্ষা-বিধানে কোনও যত্ন করা হয় নাই। রাজনীতি এবং যুদ্ধাদি সম্বন্ধীয় বিষয়েই তাঁহার অতীব আগ্রহ জন্মে,—শিল্প প্রভৃতি কোমলতর বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র মতি নাই। কিন্তু

তিনি অতিশয় সরল ; এমন কি স্বেচ্ছাচার-শাসনকেই এক মাত্র উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী ভাবিয়া তিনি তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতাতেও যার পর নাই সরল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি যে সকল লোমহর্ষণ ব্যক্তিগত দুঃখযাতনা উৎপাদন করেন, তাহার সম্বন্ধে নিজে কিছুই জানেন না। কারণ আমি দেখিলাম যে, তাঁহার অধীনস্থ লোকেরা যে সকল অতীব ঘৃণনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তৎসমুদায় সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ......তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি সুখী নহেন। তাঁহার অপরিমেয় ক্ষমতা ও পদগৌরবের ভারে যেন তিনি নিয়ত নিপীড়িত হইতেছেন। তাঁহার মুখে প্রায় হাসি দেখা যায় না। এবং যখন তিনি হাসেন তখনও তাহা কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

রুশীয়ার সম্রাট সম্বন্ধে মহারাণীর উপরোক্ত মতামত দৃষ্টে তাঁহার স্বকীয় উদারতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রুশিয়ার সম্রাটের ইংলণ্ড পরিদর্শনের অল্প দিবস পরে, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট দিবসে, মহারাণীর চতুর্থ সন্তানের (দ্বিতীয় পুত্র) জন্ম হইল। মাসান্তে, ৬ই সেপ্টেম্বর দিবসে, যথারীতি নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া, এই নবজাত রাজকুমারকে এল্‌ফ্রেড্‌ নামে অভি

T. N. DEB
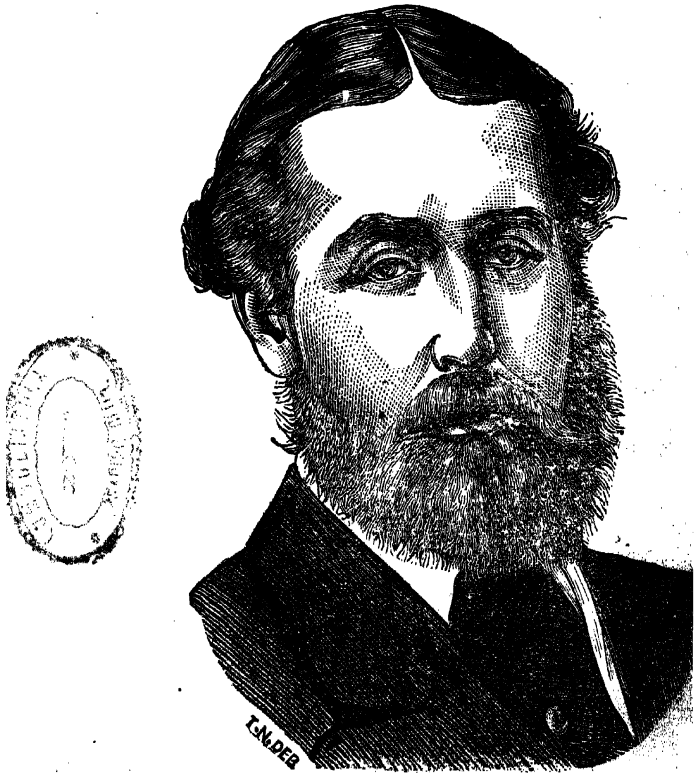
রাজকুমার এল্‌ফেড ডিউক অঁব্ এডিনবরা।

হিত করা গেল। ইনিই আমাদের বর্ত্তমান রাজকুমার ডিউক্ অব্ এডিনবরা। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর ভারত আগমনে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে মহা সমারোহ হইয়াছিল।

শরৎকালে মহারাণী রাজদরবারের কোলাহল হইতে কিয়দ্দিবসের জন্য বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করিবার জন্য সপরিবারে স্কট্‌লণ্ডের অন্তর্গত ব্লেয়ার কেসেলে গিয়া বাস করিলেন। মহারাণী স্কট্‌লণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিলে, অল্পদিন পরেই ফরাসীস্ রাজা লুই ফিলিপি ইংরাজ রাজদরবারে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই সকল রাজকীয় অতিথি সৎকারে একদিকে যেমন মহারাণীর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী প্রজাবর্গের সদ্ভাব ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; অপরদিকে সেইরূপ উরূপায় রাজনৈতিক শান্তি রক্ষার পথও বিশেষ প্রশস্ত হইতে লাগিল।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মহারাণী ওয়াইট্ দ্বীপস্থ ওসবোর্ণ্ নামক ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া তথায় একটী ক্ষুদ্র ও সুন্দর আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিলেন। রাজদরবারের কোলাহলের মধ্যে নিয়ত বাস করিয়া ভিক্টোরিয়ার শান্তি-প্রিয় হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত না। রাজকুমার এল্‌বার্টও যার পর নাই গ্রাম্য জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্যই রাজধানীর নিকটে, অথচ তাহার লোকারণ্য, আমোদ

কোলাহল এবং রাজধানী-বাস-জনিত কার্য্য-ব্যস্ততা হইতে দূরে, এই অভিনব সম্পত্তিটী ক্রীত হইয়া, রাজদম্পতীর একটী আরাম ও সুখের স্থান রচিত হইল।

ভিক্টোরিয়া আপনার সহচরী ও পরিচারিকাবর্গের সঙ্গে সতত অতি সদ্ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদিগকে অতি সরলভাবে ভালবাসিতেন। কিন্তু তন্মধ্যে কুমারী লিডেল্ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহের পাত্রী ছিলেন। এই বৎসর জুন মাসে কুমারী লিডেলের বিবাহ স্থির হইল। এই শুভ বার্ত্তা শ্রবণে মহারাণী তাঁহাকে নিম্ন-লিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিলেন।

ওস্‌বোর্‌ণ—২৯এ জুলাই ১৮৪৫।

প্রিয়তমা জর্জ্জিয়ানা,—শ্রীযুক্ত বুলুম্‌ফিল্‌ডের সঙ্গে তোমার বিবাহ স্থির হইয়াছে,—অদ্য প্রাতে, তোমার পত্রে এই সংবাদ জানিয়া, আমরা বিস্ময়ানন্দে পুলকিত হইলাম। তুমি কোনও অসমঞ্জস ব্যবহারে দোষী হইয়াছ বলিয়া আমরা মনে করি না। তোমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া আমাদের মত সুখী হইও, এই আশীর্ব্বাদ করি। তোমাকে আমি আর কি আশীর্ব্বাদ করিব? আমাদের দাম্পত্য সুখ অপেক্ষা জগতে অধিক সুখ আছে বা পাওয়া যায় বলিয়া কল্পনাও করিতে পারি না।"

এই পত্রখানির প্রতি পংক্তি যেন কোমল-প্রাণা ভিক্টোরিয়ার প্রাণের গভীর ভালবাসা ও সদ্ভাব এবং তাঁহারা দাম্পত্য জীবনের পরম সুখের ইতিহাস প্রচার করিতেছে।

এই বৎসর শরৎকালে মহারাণী পতি সমভি-ব্যাহারে জর্ম্মাণ দেশে ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে এই উপলক্ষে প্রিয়তম পতির বাল্য জীবনের বিবিধ সুখকর স্মৃতিপূর্ণ জর্ম্মাণ নগর নগরী দর্শনে এবং তাঁহার প্রিয়তম পরিবারবর্গের স্নেহ ও প্রীতি লাভে মহারাণীর অশেষ আনন্দ হইয়াছিল।

এই উপলক্ষে প্রুসিয়ার মহারাজা অতি সদ্ভাব সহকারে ব্রূল রাজবাটীতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এবং তাঁহার প্রিয়তম পতিরত্নের অভ্যর্থনা করিলেন। একটী রাজকীয় ভোজে মহারাণীর অভ্যর্থনার্থ বক্তৃতা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"ইংরাজ এবং জর্ম্মাণ হৃদয়ে একটী কথায় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে, সেই ভীষণ যুদ্ধের দিনে,—সেই অত্যদ্ভূত বিজয় ঘোষণা করিবার সময়—ওয়াটার্‌লুর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ইংরাজ এবং জর্ম্মাণ রসনা সেই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল; এবং সেই দুর্দ্দিনে যে সকল পরিশ্রম করা গিয়াছিল তাহার ফলস্বরূপ অদ্য ত্রিংশতিবর্ষকাল পূর্ণ শান্তি উপভোগ করিয়া,—সেই কথাটী জর্ম্মাণ দেশে, আমাদের পুণ্য

সলীলা রাইণ নদীর তীরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে!—সেই নামটী ভিক্টোরিয়া। ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা গ্রেট্‌-ব্রিটেন্‌ এবং আয়র্‌লণ্ডের অধীশ্বরীর সম্মানার্থ তাঁহার স্বাস্থ্য পান্‌ করুন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং তদীয়া সুপ্রসিদ্ধ পতি দীর্ঘজীবী হউন!"

কথিত আছে যে, এই বক্তৃতার শেষভাগে প্রূশিয়ার মহারাজা যখন তাঁহার নাম করিলেন, তখন ভিক্টোরিয়া মস্তক ঈষদ্‌ অবনত করিয়া তাঁহার প্রত্যভিবাদন করিলেন,—কিন্তু যখন প্রিয়তম পতির নাম হইল, তখন তিনি আপনার মস্তক বিশেষ নত করিয়া প্রাণপ্রতিমের প্রতি গভীর প্রেম ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

সেক্সকোবার্গ সেল্‌ফিল্‌ডাধিপের গ্রীষ্মকালীয় আবাস-স্থান রসেনো-রাজবাটীতে মহারাণী প্রিয়তম পতির ষড়-বিংশজন্মতিথি-উৎসব সম্পন্ন করিলেন। এই স্থানে রাজকুমার এল্‌বার্টের জন্মতিথি উৎসব সম্পাদন করিতে ভিক্টো-রিয়ার প্রাণে নিরুপম আনন্দ হইল। তিনি এই দিবস আপনার দৈনন্দিন-লিপি-পুস্তকে লিখিলেন,—"আমার প্রিয়তম পতির স্বদেশে ও জন্মস্থানে, এইরূপ ভাবে যে অদ্য এই উৎসব সম্পন্ন করিতে পারিব আমি কখনও এ আশা করি নাই। অদ্য এস্থলে তাঁহার জন্মোৎসব করিয়া আমার প্রাণে যে কি আনন্দ হইল বলিতে পারি

না। এই সুখের জন্য আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভরে নত হইয়া পড়িতেছে।”

১০ই সেপ্টেম্বর দিবসে মহারাণী এবং রাজকুমার এল্‌বার্ট উইণ্ড্‌জর রাজবাটীতে উপনীত হইলেন। এস্থলে “প্রস্ফুটিত গোলাপের মত চারিটী সবল, সুস্থ ও প্রফুল্লমুখ বালক বালিকা তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিল।” জর্ম্মাণ দেশ পরিদর্শন করিয়া মহারাণী লিখিয়াছেন যে,—তিনি এই উপলক্ষে যেরূপ সুখ ভোগ করিয়াছেন, জীবনে এরূপ সুখ অতি অল্পই উপভোগ করিতে পাইয়াছেন।

১৮৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শীতঋতুতে আয়র্লণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া অশেষ প্রজাহানি হইতে লাগিল। আইরিশ্‌ প্রজাগণ ইংরাজ ভূম্যধিকারিবর্গের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইয়া চিরদারিদ্র্য-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। একটী দুর্বৎসরের অর্থাভাব উপযুক্তরূপে বহন করিতে পারে, ভূম্যধিকারিগণের কৃপায় তাহাদের এমন সম্বল থাকিত না। ইহার উপরে শস্য হানি হইয়া দেশে ভাষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বহুকাল হইতেই বিবিধ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া দেশে অসন্তোষের অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল। ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড প্রতাপে প্রজাদ্রোহের অগ্নি বাত্যাতাড়িত দাবানলের মত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ভূম্যধিকারিগণ এবং তাঁহাদিগের

অধীনস্থ অত্যাচার-প্রিয় কর্ম্মচারীগণের হত্যাকাণ্ড আয়র্ল্যণ্ডে দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। এদিকে ইংলণ্ডেও অভিনব লৌহবর্ত্ম সম্বন্ধীয় প্রমত্ততায় অনেক লোকের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া ছিল। তাহারা এতদর্থে রাশি রাশি অর্থ প্রদান করিয়া অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। শস্যের শুল্ক পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিষয়ক আন্দোলন নিবৃত্তি করাও অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে চারিদিকে অশান্তি ঘটাইতেছে দেখিয়া এবং স্বদলের মতভেদে বিতুষ্ট হইয়া স্যার্ রবার্ট পীল্ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মন্ত্রিপদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে মহারাণী উদারনৈতিক সম্প্রদায়ের তদানীন্তন নেতা লর্ড জন্ রসেল্‌কে মন্ত্রিসমাজ গঠন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু জন্ রসেল্ মন্ত্রিসমাজ গঠনে সক্ষম হইলেন না। পীল্ কাজে কাজেই মন্ত্রিপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অবিলম্বে শস্যের শুল্ক সম্বন্ধীয় বিধান বর্জ্জিত করিয়া দেশের প্রজাসাধারণের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। কিন্তু পীলের এই কার্য্যে তাঁহার রক্ষণশীল বন্ধুগণ অনেকেই নিরতিশয় ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ মে দিবসে, মহারাণীর চতুর্থী কন্যা রাজকুমারী হেলেনা জন্ম গ্রহণ করিলেন।

ইহার অল্প দিবস পরেই পীল্-মন্ত্রি-সমাজ আইরিশ্ প্রজাদ্রোহ নিবারণার্থ একটী অতি কঠোর বিধান পার্লেমেণ্ট সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু পার্লেমেণ্টে এই বিধান অগ্রাহ্য হওয়াতে, পীল্ পদ-ত্যাগ করিলেন।

স্যার রবার্ট পীল্ এবং তাঁহার সহযোগী লর্ড এবারডিনের পরামর্শ ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রাণে বড়ই যাতনা হইল। ইহাঁদিগের পদ ত্যাগের পর দিবস তিনি প্রিয়তম মাতুল, রাজা লিওপোল্ড্‌কে লিখিলেন,—"গত কল্য আমি একটী অতি ক্লেশকর দিন অতিবাহিত করিয়াছি। স্যার রবার্ট পীল্ এবং লর্ড এবারডিন্ হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে। ইহাতে আমাদের ও আমার দেশের অতি গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহারা উভয়ে এত ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন যে, আমিও আমার ভাব-বেগ সম্বরণ করিতে পারি নাই। ইহাঁরা যে পাঁচ বৎসর কাল আমার সঙ্গে ছিলেন, তন্মধ্যে এমন একটী কাজও করেন নাই, যাহা আমার এবং আমার দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস হয় নাই। কেবল স্বদলের উপকারের জন্য তাঁহারা একটী কাজও করেন নাই।.........জীবন পথে এইরূপ ভাবে এই সকল হিতকর সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়া বস্তুতঃই অতি ক্লেশ-

কর ব্যাপার।" ইহার প্রতিকথায় যেন মহারাণীর উদার প্রকৃতির ছবি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। পাঁচবৎসর পূর্ব্বে পীল্, বলিতে গেলে, তাঁহার একরূপ চক্ষুশূল ছিলেন। কিন্তু গুণগ্রাহিণী মহারাণী ক্রমে পীলের ও তাঁহার সহযোগীগণের গুণাবলির পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের প্রতি এত অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবতী হইলেন যে, যে মন্ত্রিসমাজের পদ প্রাপ্তিতে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যার পর নাই ক্লিষ্ট ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই পদ-ত্যাগে এখন আবার এত দুঃখিত ও পীড়িত হইলেন।

পীল্ পাঁচ বৎসর কাল রাজমন্ত্রি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই পাঁচ বৎসরকালে ইংলণ্ডে অনেক রাজ-নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের সূচনা হইয়াছিল। মহা-রাণী ভিক্টোরিয়া অতি শুভ মুহূর্ত্তে ইংরাজ রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম কতিপয় বৎসর কাল রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির স্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। তখন কি রক্ষণশীল, কি উদারনৈতিক যখন যে দলই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া-ছেন, তখনই তাঁহারা সময়গুণে আপনাদিগের চিরন্তন ভাব স্বভাব ও প্রাচীন ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া, যেন এক অদৃশ্য ও অদম্য শক্তির তাড়নায় এই উন্নতি স্রোতের সহায়তা করিয়াছেন। মেল্‌বোর্‌ণ্ মন্ত্রিসমাজের শাসনাধীনে

যে সংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছিল, পীলের অধীনে তাহা অধিকতর বল ও আধিপত্য লাভ করিল। (১) বাণিজ্যগত রক্ষণশীলতা ইংরাজ কৃষকগণের একদেশদর্শী স্বার্থের মুখ চাহিয়া শ্রমজীবীগণের অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করিতেছিল। বৈদেশিক শস্য ও খাদ্য দ্রব্যাদির উপরে এত গুরুতর শুল্ক আদায় করা হইত যে, দুঃখী শ্রমজীবীগণ কোনও মতে আর আপনাদের সামান্য আয় দ্বারা সুখে স্বচ্ছন্দে আপনাদিগের ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সঙ্কুলন করিতে পারিত না। বৈদেশিক শস্যাদি অতি সুলভে পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও, তাহাদিগকে এই গুরুতর শুল্কের কৃপায় অগ্নিমূল্য দিয়া দেশীয় শস্য ক্রয় করিতে হইত। পীল্ এই শস্যের শুল্ক তুলিয়া দিয়া ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বাধীন-বাণিজ্যের ন্যায়সঙ্গত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। (২) পীলের শাসন সময়ে আইন দ্বারা পাথরিয়া কয়লার খনিতে স্ত্রীলোকের কর্ম্ম করিবার প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। এই সকল খনিতে শ্রমজীবীনী রমণীগণের উপর সতত ভয়াবহ অত্যাচার হইত। ভূগর্ভে, সুরঙ্গপথে রাশি রাশি কয়লা বহন করিয়া ইহাদিগকে দিবারাত্রি পশুর মত পরিশ্রম করিতে হইত। কখনও কখনও কটিবন্ধের সঙ্গে শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়া কয়লার বোঝা সকল ভারবাহী বলী-

বর্দ্দের মত টানিয়া নিতে হইত। এই সকল অমানুষিক অত্যাচারে ও পরিশ্রমে ইহাদের প্রকৃতি বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। অনেক স্ত্রীলোকের মধ্যে স্ত্রীত্বের চিহ্ন সকল একেবারে লুপ্ত হইয়া তাহাদের নগ্ন দেহ পুরুষ-দেহ তুল্য দেখাইত। পীল্-মন্ত্রিসমাজ ইংরাজ শ্রমজীবীনীগণকে এই নৃশংস শ্রম হইতে মুক্ত করিলেন। (৩) পীলের শাসন সময়ে ইংলণ্ডে লৌহবর্ত্মের প্রতি সর্ব্ব প্রথম লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং এই বাণিজ্যের দ্বারা বিশেষ লাভবান হইবার আশায় যদিও বহু লোকে অযথা অর্থব্যয় করিয়া শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল,—তথাপি ইংলণ্ডের অন্তর্বাণিজ্যের মূলাধার স্বরূপ রেলপথের উন্নতি ও প্রবর্ত্তনার জন্য পীল্-মন্ত্রিসমাজ অল্পাধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। (৪) ইহুদীগণ ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিবিধ নাগরিক সমিতিতে শেরিফ হইতে পারিতেন, কিন্তু সমিতির সভাপতির বা কমিটীর সভ্যের, বা এল্ডারম্যানের পদ লাভ করিতে পারিতেন না। এই সকল পদ গ্রহণ কালে পদগ্রহণার্থীর খৃষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে বলিয়া একটী প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে হইত। পীল্ ইহুদীদিগের এই রাজনৈতিক অক্ষমতা দূর করিবার উদ্দেশে, উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা-পত্র হইতে ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় অংশটী তুলিয়া দিয়াছিলেন। (৫) আয়রলণ্ডবাসী

রোমান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বালকগণের উচ্চশিক্ষা বিধানার্থ মেমুথ্ কালেজ নামে একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। পীল্ এই বিদ্যালয়ের রাজকীয় বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে উদারনীতির পক্ষ সমর্থন করেন। (৬) আয়র্‌লণ্ডে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারার্থ কোনও বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে অসম্পর্কিত বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় অবলম্বন করেন। (৭) পূর্ণবয়স্ক শ্রমজীবীগণের দৈনিক পরিশ্রমের ঊর্দ্ধতন কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া এবং শ্রমজীবী বালক বালিকাগণের শিক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেন। (৮) পীলের শাসন সময় ওয়েল্‌সের দীনহীন অধিবাসীগণ রাজপথের শুল্কের আধিক্যে অসন্তুষ্ট হইয়া গুরুতর প্রজাদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল। ইহাদের প্রমত্ত অত্যাচারে দেশে মহা অশান্তি উপস্থিত হইল। পুলিষগণ শান্তি রক্ষায় অপারগ হইয়া উঠিল দেখিয়া সৈন্য দ্বারা ইহাদিগকে দমন করা হইল। কিন্তু কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ঘটিলে রাজদ্রোহীদিগকে গুরুতররূপে শাসিত ও দণ্ডিত করিয়া তাহাদের দুঃখ ক্লেশের প্রতি যেমন ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হইত, এবার সেরূপ হইল না। অপরাধীদিগকে অতি লঘু দণ্ড বিধান করা হইল, এবং তাহাদের অসন্তোষের কারণ

নিবারণে গবর্ণমেণ্ট যত্ন করিতে লাগিলেন। ভিক্টোরিয়া রাজত্বে দশ বৎসরকাল মধ্যে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থার কি পরিবর্ত্তন ও শাসন-নীতির কি উন্নতি হইয়াছিল, এই ঘটনা হইতে তাহা অতি বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়।

পীল্-শাসনে স্বরাষ্ট্রে যেমন এইরূপ বিবিধ উন্নতির সূচনা ও সূচিত উন্নতির শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, পররাষ্ট্রে সেইরূপ উদারনীতি অবলম্বিত হইতে পারে নাই। আফগান যুদ্ধ ও চীন যুদ্ধের ফলাফলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাপার সম্বন্ধে দোষ যাহা তাহা পূর্ব্বতন মন্ত্রিসমাজেরই ছিল। পীল শাসনাধীনে ভারতের সিন্ধু প্রদেশ ইংরাজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের এই পররাষ্ট্র-হরণ-নীতি পীল্-শাসনের ইতিহাসে একটী অতি গুরুতর কলঙ্ক। অকারণে আমীরগণের নিকট হইতে সবলে সিন্ধুদেশ অপহরণ করাতে যে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের গুরুতর অন্যায় হইয়াছিল, ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মান ও গৌরব রক্ষার্থ তাঁহারা এই কার্য্যের কোনও তীব্র প্রতিবাদ করিলেন না। স্বরাষ্ট্র নীতি বিষয়ে উদার ও প্রশস্তচেতা হওয়া সহজ; পররাষ্ট্র সম্বন্ধে এইরূপ

উদারতা শিক্ষা করা বহু শতাব্দীর কার্য্য। অতি মহাপুরুষ ব্যক্তি না হইলে এই সকল বিষয়ে ন্যায়ের সরল দণ্ড ধারণ করিয়া সকল কথা মীমাংসা করা সাধ্যপর নহে।

কিন্তু অক্কনেল্ প্রভৃতি আইরিশ্ স্বদেশহিতৈষীগণের কারাদণ্ড পীল্-শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কলঙ্ক। অক্কনেল্ পার্লেমেণ্ট মহাসভার ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে স্বদেশবাসীগণের ন্যায্য-প্রাপ্য রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিবার চেষ্টায় ক্রমাগত বিফল প্রযত্ন হইয়া, অবশেষে আপনার বল বিক্রম দেখাইবার জন্য আয়র্লণ্ডে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। আয়র্লণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লক্ষ লক্ষ লোক আকাশতলে সম্মিলিত হইয়া রাজনৈতিক অধিকার লাভের উপায় উদ্ভাবন-চেষ্টা করিতে লাগিল। অক্কনেলের অগ্নিময়ী বক্তৃতায় সমগ্র আইরিশ্ দেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অনুচরগণের পদভরে আইরিশ্ ভূমি কাঁপিয়া উঠিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এইরূপ বিরাট সভার অধিবেশন দেখিয়া গবর্ণ-মেণ্টের প্রাণে আতঙ্ক উপজাত হইল। এই সকল সভার অধিবেশন নিষেধ করিয়া রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল। এই নিষেধ অমান্য করিবার অপরাধে অক্কনেল্ প্রমুখ আইরিশ্ নেতৃবর্গ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, প্রকাশ্য বিচারালয়ে রাজদ্রোহীতা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কারা-

দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিন্তু পার্লেমেণ্টের লর্ড সভা এই অন্যায় দণ্ড বিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অব্রুনেল্ ও তাঁহার সঙ্গীগণকে মুক্তি দান করিলেন।

এই স্থলে আর একটী মাত্র ঘটনা উল্লেখ-যোগ্য। স্যার রবার্ট পিলের কর্ম্মগ্রহণকালে মহামতি গ্লাডেষ্টোন্ রক্ষণশীল সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন এবং পিলের অধীনে প্রথমতঃ ব্যবসা বাণিজ্য বিভাগের সহকারী সভাপতির কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে, তাঁহার অব্যবহিত ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী আর্ল অব্ রিপণের কর্ম্মত্যাগে, গ্লাডেষ্টোন ব্যবসা বাণিজ্য বিভাগের সভাপতিরূপে মন্ত্রি-সমাজে প্রবেশ করিলেন। স্যার রবার্ট পিলের মন্ত্রিত্বকালে রাজস্ব বিষয়ে অতি বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; এবং মহামতি গ্লাডেষ্টোনই এই উন্নতির প্রধান ও মূল কর্ত্তা ছিলেন।

পিলের পদত্যাগে লর্ড জন্ রসেল্ প্রধান মন্ত্রিপদে বৃত হইয়া, পাঁচ বৎসর কাল পরে, পুনরায় উদারনৈতিক-গণের মস্তকে ইংলণ্ডের শাসন ভার অর্পিত হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অন্তর্জ্জাতীয় প্রদর্শনী।

সমগ্র উরূপা খণ্ডকে ভীষণ বিপ্লব তরঙ্গে আন্দোলিত করিয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ জন্ম গ্রহণ করিল। বহুদিন হইতেই ফরাসীপতি লুই ফিলিপির নীচমনা শাসন প্রণালীতে ফরাসীসগণ নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইতেছিল। তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র ছিল—প্রবঞ্চনা, শঠতা, এবং মিথ্যা ব্যবহার; তাঁহার স্বরাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র ছিল,—স্বেচ্ছাচারিতা এবং অন্যায় অত্যাচারে প্রজামণ্ডলীর ন্যায়সঙ্গত অভিলাষ ও ইচ্ছা সমূহকে দমন করা। কিন্তু এই সকল দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও যদি ফরাসীপতি আপনার বুদ্ধিবলে বা বাহুবলে ফরাসীস্ নামের প্রতি বিদেশীয় লোকের মনে শ্রদ্ধা বা ভয় সঞ্চার করিতে পারিতেন, তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহার অপর সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিত। দেশে সুখ ও শান্তির অভাব,—বিদেশে সম্মান ও সুখ্যাতির অভাব,—এই উভয়বিধ অভাব-বোধে ফরাসী জাতিকে ক্রোধে প্রমত্ত করিয়া তুলিল। ভীষণ বিপ্লব তরঙ্গে ভীষণতর বিপ্লবাভ্যস্তা পারী নগরী থরহরি কম্পিত হইয়া উঠিল। লুই ফিলিপি আসন্ন বিপদে ভীত ও ত্রস্ত হইয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। তাঁহার পলায়নে বিপ্লবাগ্নি সমধিক প্রবলতর বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

বৈপ্লবিক ভাবের ঘোরতর সংক্রামকতা গুণ আছে। পারীসের বৈপ্লবিকভাব বৈদ্যুতিক বেগে উরূপার অপরাপর রাজ্যে প্রসৃপ্ত হইয়া পড়িল। সমগ্র উরূপা এক মহাবিপ্লবের তেজে যেন প্রধূমিত হইতে লাগিল্।

বেলজিয়মের অধিবাসীগণ এই অভিনব বৈপ্লবিক ভাবে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। রাজনৈতিক আন্দোলন-তরঙ্গে বেলজিয়ম পতির সিংহাসন কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু রাজা লিওপোল্ড্ অশেষ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, উদার রাজনীতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ও ভক্তি ছিল। প্রজাগণের বৈপ্লবিক ভাব দেখিয়া তিনি সবলে তাহাকে দমন করিতে চাহিলেন না। মূর্খ সেই রাজা যে প্রজাসাধারণের উচ্ছ্বসিত ভাব ও উদ্দীপ্ত উচ্চাশাকে এইরূপ ভাবে বাহুবল প্রয়োগে দমন বা বিনাশ করিবার চেষ্টা পায়! বুদ্ধিমান লিওপোল্ড্ তাহা করিলেন না। তিনি প্রজা সাধারণকে সরল ভাবে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য তাহারা ব্যগ্র হইয়া থাকিলে, তিনি স্বয়ংই স্বেচ্ছায় বেলজিয়মের সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। রাজার মুখে এমন উদার কথা উরূপা আর কখনও শ্রবণ করে নাই। বেলজিয়মাধিপের উদার বাক্যে বেলজিয়মবাসীগণ বিস্মিত হইল,— মুগ্ধ হইল, এবং তাহার বশীভূত হইয়া প্রসন্ন

মুখে, এক বাক্যে, তাহারা আপনাদিগের আদর্শ নৃপতির পক্ষ অবলম্বন করিল। লিওপোল্‌ডের উদারতা দ্বারা পরাভূত হইয়া সমুদায় ঘোরতর বৈপ্লবিকভাব ও মত বেল-জিয়ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

ইংলণ্ডে ফরাসীস বিপ্লবের সংবাদে ও দৃষ্টান্তে চার্টিষ্ট সম্প্রদায় পুনরায় সোৎসাহে আপনাদিগের মস্তক উত্তোলন করিলেন। লোকে নবপ্রবর্ত্তিত ইন্‌কম্ ট্যাক্স দিতে অস্বী-কৃত হইল এবং মন্ত্রি সমাজের উপর গুরুতর আক্রমণ করিতে লাগিল। আয়র্‌লণ্ডে "যুন আয়রলণ্ড" সম্প্রদায় তাঁহাদিগের মাতৃভূমির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা লাভ করিবার উদ্দেশে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। এই সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের মধ্যে ওব্রাইন, ডেভিস, প্রভৃতির নাম আইরিশ ইতিহাসে, ও আইরিশ হৃদয়ে চিরদিন বিরাজ করিবে। চার্টিষ্টগণ কিছুকাল আন্দোলনের পর, আপনাদিগের উৎসাহে ও মত্ততায় এবং রাজ-পুরুষগণের অবিমৃষ্যকারিতায় কিছুকাল পর্য্যন্ত দেশের শান্তি ভঙ্গ করিয়া, ক্রমে শান্ত হইলেন। আইরিশ আন্দোলনকারীগণের মধ্যে ওব্রাইন ও মিয়াগার নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইয়া মুক্তি লাভ করিলেন, এবং মিচেল্ চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু এই বিচার বা অবিচারে দেশে শান্তি স্থাপিত হইল না। আজি

পর্য্যন্ত আইরিশ আন্দোলন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের গুরুতর কলঙ্কের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে।

এই সমুদয় আন্দোলন ও অশান্তির মধ্যে, মহারাণীর চতুর্থ কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলেন। ১৩ই মে দিবসে বকিং-হাম রাজবাটীতে যথারীতি নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া তাঁহার লুইসি নাম রাখা হইল। ইহার অল্প দিবস পরেই মহারাণী প্রিয়তম মাতুলকে লিখিলেন,—"কোথায় কি হইতেছে, সকলই আমি শুনিতাম,এবং আমি সততই রাজ-নৈতিক বিষয়ের চিন্তা করিতাম ও কথাবার্ত্তা কহিতাম। কিন্তু এই সকল আন্দোলন এবং গণ্ডগোল সত্ত্বেও আমি যার পর নাই শান্ত, স্থির,এবং নির্ভয় ছিলাম। বৃহৎ ঘটনা-বলীতে মানুষকে শান্ত ও সুস্থির করে,—কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েই আমার বিরক্তি ও উৎকণ্ঠার উদয় হইয়া থাকে।"

শরৎ সমাগমে মহারাণী সপরিবারে পুনরায় স্কটলণ্ড যাত্রা করিলেন। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ রাজপরিবারের এত অনুরাগ ভাজন হইয়া উঠিয়াছিল যে, বৎসরের কিয়-দংশ প্রকৃতির এই প্রিয়তম লীলাভূমিতে বাস করিয়া সুখ ও শান্তি উপভোগ করিবার লোভে, মহারাণী বাল-মোরেল্ দুর্গ ক্রয় করিলেন। যেমন বকিংহাম ও উইণ্ডজর রাজবাটী, সেইরূপ ওজবোর্ণ্ এবং বাল্‌মোরেলও ইংলণ্ডে-

শ্বরীর একটী প্রধান বাসস্থান হইয়া দাঁড়াইল। ২৮এ সেপ্টেম্বর রাজপরিবার বালমোরাল পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র পথে লণ্ডন যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ভীষণ ঝড় উত্থিত হইয়া রাজকীয় সমুদ্র তরণীর নিকটে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা জলমগ্ন হইয়া গেল। রাজকুমার এল্‌বার্ট সর্ব্ব প্রথমে এই জলমগ্ন তরণী খানিকে দেখিতে পাইলেন। এই ভয়াবহ দৃশ্য দর্শনে মহারাণী অতিশয় ক্লিষ্ট হইলেন। তাঁহার আদেশে রাজকীয় তরণীর গতিবেগ প্রশমিত করিয়া একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি নামাইয়া দেওয়া হইল। এই ডিঙ্গি খানি তিনটী স্ত্রীলোককে জল হইতে উদ্ধার করিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তন্মধ্যে দুইটীই মৃতা ছিল। ঝড় অতি প্রচণ্ডবেগে বহিতে লাগিল দেখিয়া এবং জলমগ্ন লোকদিগকে উদ্ধার করা একেবারে অসম্ভব জানিয়া রাজকীয় তরণী-পরিচালক মহাশয় আপনার গন্তব্য পথে তরণী পরিচালনা করিলেন। কিন্তু কোমল-প্রাণা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রাণে তাহাতে বড়ই ক্লেশ হইল। মহারাণী স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"সেই ভীষণ মুহূর্ত্তের ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করা অসাধ্য। আমরা কিছু উপকার করিতে পারিয়াছিলাম, ইহা ভাবিলেও প্রাণে সান্ত্বনা লাভ করা যায়। আমাদের তরণী সেখানে আর অধিকক্ষণ রাখিলেও এতদপেক্ষা আর অধিক কিছু করা

যাইতে পারিত না। কিন্তু তথাপি আমাদের সকলেরই মনে হয়, আমরা তথায় থাকিলে হয়ত কিছু করিতে পারিতাম। এই ভীষণ দৃশ্য প্রতিনিয়ত আমার চক্ষের উপরে ভাসিতেছে।"

ইহার পরবর্ত্তী নবেম্বর মাসে মহারাণীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান সচিব লর্ড মেল্‌বোর্‌ণ্‌ পরিণত বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই তিনি রাজনৈতিক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে মহারাণীর প্রাণে স্বভাবতঃই বিশেষ ক্লেশ হইল। মেল্‌বোর্‌ণ্‌ সম্বন্ধে মহারাণী আপনার দৈনন্দিন লিপি পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"এই পরম নিঃস্বার্থ ও অনুরক্ত বন্ধুর মৃত্যুতে আমার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইয়াছে। আমার রাজত্বের প্রথম আড়াই বৎসরকাল ষ্টক্‌মার ও লেজেন্‌ ব্যতীত ইনিই আমার একমাত্র বন্ধু ছিলেন, এবং ইহাঁর সঙ্গে আমার প্রতিদিন দেখা সাক্ষাৎ হইত। সমস্ত দিনই আমি ইহাঁর কথা কহিতাম, ও ইহাঁর বিষয় ভাবিতাম।"

এই দেশব্যাপী বিপ্লব তরঙ্গে উরূপা যখন আন্দোলিত হইতেছিল, ভারতেও তখন ভীষণ সমর তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি ভারতশাসনের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার সর্ব্বগ্রাসিনী

রাজনীতির আতঙ্কে সমগ্র ভারতখণ্ড কম্পিত হইয়া উঠিল। লর্ড ডাল্‌হৌসি ভারতে ছয় মাস কাল বাস করিতে না করিতে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শিখ-গৌরব চিলিন্‌ওয়ালার সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র ইংরাজ সেনা শিখ হস্তে নিহত হইল। কিন্তু যুদ্ধ-নিপুণ ও কৌশল-প্রিয় ইংরাজের সঙ্গে কেবল স্বাভাবিক সাহস ও বীরত্ব গুণে শিখগণ অধিক দিন সমকক্ষতা রক্ষা করিতে পারিবে কেন? ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে পঞ্জাব প্রদেশ ইংরাজের করকবলিত হইল; পঞ্জাব কেশরী রণজীৎ সিংহের হতভাগ্য পুত্র দলিপ সিংহ সামান্য বৃত্তিলাভে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন!

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি দিবসে মহারাণী পার্লেমেণ্টের সভা আরম্ভ করিলেন। এই উপলক্ষে স্বকীয় বক্তৃতায় তিনি পঞ্জাব যুদ্ধ ও এই প্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করেন!

এই বৎসর ১৯এ মে দিবসে হামিল্‌টন্‌ নামে এক ব্যক্তি মহারাণীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইহারও সন্ধান ব্যর্থ হইয়া যায়। যথারীতি ইহার বিচার হইয়া, সপ্ত বৎসর দ্বীপান্তর-বাসের আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

শরৎ সমাগমে মহারাণী আয়র্লণ্ডে গমন করিয়া আই-

রিশ্ প্রজা সাধারণের রাজভক্তিলাভে বিশেষ প্রীত হই-লেন। আয়র্লণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মহারাণী স্কট্লণ্ডে গমন করিলেন। রাজপরিবার কিরূপ ভাবে এই পার্ব্বত্য নিবাসে জীবন যাপন করিতেন, গ্রেভিলের ক্ষমতাশালিনী লেখনী তাহার একটী অতি মনোরম চিত্র রাখিয়া গিয়াছে। গ্রেভিল্ লিখিয়াছেন—"তাঁহাদিগের জীবনে রাজকীয় জাঁক জমকের লেশ মাত্র দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা যে এখানে কেবল সাধারণ ভদ্রলোকের মত বাস করেন,তাহা নহে; এখানে তাঁহারা অতি ক্ষুদ্র ভদ্রপরিবারের মত বাস করেন। বাড়ীটী ছোট, ঘরগুলি ছোট, পরিচারক ও ভৃত্য সংখ্যাও অতি অল্প। এখানে কোন সিপাহী সান্ত্রী নাই; একটীমাত্র কনেষ্টবল রাজপরিবারের ও মহারাণীর রক্ষকরূপে বাড়ীর চারি-দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। পরিচারক ও পারিচারিকার মধ্যে মহারাণীর দুইজন সহচরী, যুবরাজের একজন শিক্ষক, শিশু রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের একজন শিক্ষয়িত্রী এবং অপর দুইজন লোক—এই ছয় ব্যক্তি মাত্র এখানে আছেন। তাঁহারা অতি সরল ও শান্ত ভাবে এস্থানে বাস করেন। রাজকুমার এলবার্ট প্রত্যহই প্রাতে শীকার করিতে যান; মধ্যাহ্নে জলপানের সময় বাড়ী ফিরিয়া আসেন, এবং অপরাহ্নে সকলে সান্ধ্যবায়ু সেবনার্থ পদব্রজে কিম্বা শকটারোহণে ভ্রমণে নির্গত

V

রাজকুমার আর্থার ডিউক অব্ কনট।

হন। মহারাণী সমস্ত দিনই এক একবার ঘরে যান, ও এক একবার বাহিরে আসেন এবং নিকটস্থ পর্ণকুটীরে গিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে গল্প করেন।"

এই বৎসরের শেষভাগে মহারাণীর পিতৃব্য-পত্নী রাণী এডিলেড্ পরলোক গমন করিলেন। পিতৃব্যপত্নীকে ভিক্টোরিয়া অতিশয় ভালবাসিতেন। ইহাঁর মৃত্যুতে তাঁহার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইল। ইহার অল্প দিবস পরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা মে দিবসে, মহারাণীর সপ্তম সন্তানের জন্ম হইল। ১লা মে সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা বীর-স্বভাব ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটনেরও জন্মদিন। এই জন্য সুপ্রসিদ্ধ ডিউকের নামানুসারে এই নবজাত রাজকুমারের আর্থার নাম রাখা হইল। ইনিই আমাদের বর্ত্তমান অন্যতম সেনাপতি ডিউক অব্ কনট্।

ডিউক অব্ কনটের জন্মের অতি অল্প দিবস পরেই লেপ্টেনাণ্ট পেট্ নামক একজন উচ্চ বংশীয় সেনাপতি যষ্ঠি হস্তে মহারাণীর উপর গুরুতর আক্রমণ করিল। মহারাণীর বৃদ্ধ খুল্লতাত ডিউক অব্ ক্যাম্বি জ এই সময়ে রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন। পীড়িত খুল্লতাতকে দেখিয়া মহারাণী রাজবাটী প্রত্যাগমনকালে, পেট্ সহসা তীরবেগে রাজকীয় শকটাভিমুখে ধাবিত হইয়া, একখণ্ড যষ্ঠি দ্বারা তাঁহার মস্তকে ও মুখে গুরুতর আঘাত করিল। এই

হতভাগ্য ব্যক্তি কি উদ্দেশে মহারাণীকে আহত করে, তাহা প্রকাশ পায় নাই। কেহ কেহ তাহার উন্মাদ রোগ প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু বিচারকগণ এই কথা অগ্রাহ্য করিলেন, এবং পেটের প্রতি সপ্ত বৎসরকাল দ্বীপান্তর বাস করিবার দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

শিল্পের উন্নতি বিধানে রাজকুমার এল্‌বার্টের প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের শিথিল অবস্থা দূর করিয়া ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের দুরবস্থা মোচনের জন্য কোনও বিশেষ উপায় অবলম্বন করাও নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্প ও বাণিজ্য দ্রব্যাদি একত্রিত করিয়া, তাহাদের পরস্পরের তুলনায় স্বদেশের শিল্প ও বাণিজ্যাদির উন্নতি সাধনোদ্দেশে, মহারাণী প্রিয়তম স্বামীরত্নের সৎপরামর্শানুসারে একটী সুবিশাল অন্তর্জ্জাতীয় প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই এই গুরুতর ব্যাপারের আয়োজন চলিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে এইরূপ অন্তর্জ্জাতীয় প্রদর্শনী আর কুত্রাপি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং এই সর্ব্ব প্রথম অনুষ্ঠানে কত পরিশ্রম, কত অর্থ ব্যয় এবং কত চিন্তা নিয়োগ করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। বৈদেশিক লোকেরা সহজে যে এইরূপ কার্য্যে সহানুভূতি প্রদান করিবে, তাহা

আশা করা যায় নাই। সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের মতামত গ্রহণ করিতে হইল এবং স্থানে স্থানে অশেষ কষ্টে ও অনেক প্ররোচনার পরে এই মহা মেলায় যোগ দান করিবার জন্য তাহাদিগের সম্মতি লাভ করিতে হইল। ইংলণ্ডেও এই উদার অনুষ্ঠানের অনেক বিরোধী ছিলেন। হাইড্‌পার্কের সুপ্রশস্থ ময়দানই এই অভিনব প্রদর্শনীর এক মাত্র উপযোগী ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু পার্লেমেণ্ট এই স্থান এই উদ্দেশে নিয়োজিত করিতে গুরুতর অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, ক্রমে এই সকল বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজকুমারের প্রাণের আশা পূর্ণ হইল।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে বিবিধ শিল্প ও বাণিজ্য দ্রব্যজাত লণ্ডনের এই মহামেলা গৃহে আসিয়া একত্রিত হইতে লাগিল। যুদ্ধ বিগ্রহে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার প্রবল রণমত্ততার মধ্যে শোণিতাক্ত কলেবরে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছে;—পরস্পরকে বিনাশ করিবার উদ্দেশে, বা পরস্পরের সর্ব্বস্ব হরণ করিবার লোভে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার সম্মিলিত হইয়া ভ্রাতৃরক্তে ভূপৃষ্ঠকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে; কিন্তু বন্ধুভাবে, ভ্রাতৃভাবে, পরস্পরের নিকট হইতে বিবিধ উন্নতিকর বিদ্যা শিক্ষা করিবার ও পরস্পরকে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দিবার উদ্দেশে,

জগতের জাতি সমূহের এই প্রথম সম্মিলন হইল। জগতের সর্ব্ব প্রথম অন্তর্জ্জাতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠাতা বলিয়া রাজকুমার এল্‌বার্টের নাম, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা মে দিবসে মহারাণী ভিক্টোরিয়া মহা সমারোহ সহকারে, নবরচিত সুপ্রসিদ্ধ স্ফটিক-প্রাসাদে, এই প্রথম অন্তর্জ্জাতীয় মহামেলার আরম্ভ সূচনা করিলেন।

এই মহতী ঘটনা সম্বন্ধে মহারাণী স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময় রাজকীয় শকটরাজি রাজবাটী হইতে নির্গত হইল। গ্রীণ্‌ পার্ক এবং হাইড্‌ পার্ক উভয় স্থল এক সুবিস্তৃত লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছিল, এবং এই অসংখ্য লোক মণ্ডলীর সোৎসাহ আনন্দধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত হয়, ততদূর পর্য্যন্ত হাইড্‌ পার্কের এমন দৃশ্য আমি আর কদাপি দেখি নাই। আমাদের শকটারোহণ কালে, একটু বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু আমরা স্ফটিকপ্রাসাদে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে পুনরায় সূর্য্যদেব মেঘমুক্ত হইয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির অসংখ্য পতাকা-মালা-শোভিত সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদোপরি আপনার উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন।

"দ্বারদেশ হইতে, সিংহদ্বারের লৌহশলাকারাজির মধ্য দিয়া, বিবিধ বৃক্ষ-পুষ্প-প্রতিমূর্ত্তি-শোভিত এবং অসংখ্য-লোক-পূর্ণ সেই মহামেলা-গৃহের আভ্যন্তরীণ দৃশ্যের সামান্য আভাস পাইয়া আমার প্রাণে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল এবং হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। সেই দৃশ্যের সেই ভাব আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমরা মুহূর্ত্তকালের জন্য সভামণ্ডপের পার্শ্বস্থ একখানি কুঠুরিতে গিয়া আমাদিগের গাত্রস্থ শাল রাখিয়া আসিলাম। এখানে মা এবং মেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। অপরাপর রাজকুমারগণ বহির্ভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন। কতিপয় মুহূর্ত্ত মধ্যে আমরা সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। এল্‌বার্ট আমাদের অগ্রে অগ্রে গেলেন। ভিকী (জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী) তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া গেল; এবং বার্টি (জ্যেষ্ঠ রাজকুমার) আমার হাত ধরিয়া চলিল। সভামণ্ডপের মধ্যস্থলে,—স্ফটিক নির্ঝরিণীর সম্মুখে, আমাদের সিংহাসনের নিকটে আসিয়া চারিদিকে সেই পরম মনোহর ও মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য যেন অদ্ভুত ইন্দ্রজালের মত বোধ হইতে লাগিল। কোনও ধর্ম্মমন্দিরের কোনও উপাসনায় প্রাণে যে ধর্ম্মভাব ও কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয় নাই, এই দৃশ্যে সেই ধর্ম্মভাবের ও কৃতজ্ঞতার উদয় হইল। কর্ণভেদী করতালি-ধ্বনি; অসংখ্য মুখের বিমল

আনন্দরেখা; প্রদর্শনী গৃহের অত্যাশ্চর্য্য পরিসর; বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, জীবপ্রতিকৃতি, এবং নির্ঝরিণী প্রভৃতির আশ্চর্য্য সমাবেশ; দ্বিশত বাদ্যযন্ত্র ও ছয় শত কণ্ঠ মিলিত অর্‌গ্যানের গম্ভীর মধুর ঐকতান—এবং আমার প্রিয়তম স্বামীরত্ন সমগ্র জগতের শিল্প বাণিজ্যাদির এই মহা সম্মিলনক্ষেত্র এবং এই শান্তি-উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠাতা;—এই সকল বস্তুতঃই অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী বিষয়। ঈশ্বর, প্রিয়তম এল্‌বার্টের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। অদ্যকার এই গৌরবমালা-ভূষিত আমার প্রিয়তমা মাতৃভূমির উপরে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক! এই সকল দেখিয়া সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসুখদাতা পরমেশ্বরের প্রতি প্রাণ গভীর কৃতজ্ঞতাভারে আপনি অবনত হইয়া পড়ে।”

“জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে পর, এল্‌বার্ট আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া, প্রদর্শনীর কমিশ্যনরগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া আমার সমক্ষে তাঁহাদের বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলেন। আমিও তাহার সংক্ষেপ উত্তর প্রদান করিলাম। অতঃপর কাণ্টারবারীর প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় একটী সংক্ষেপ ও উপযোগী প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে সকলে মিলিয়া প্রদর্শনী দর্শনে চলিলাম। আমরা স্বস্থানে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলে, এল্‌বার্ট লর্ড ব্রেডেল্‌-

বেণ্‌কে প্রদর্শনী আরম্ভ ঘোষণা করিতে বলিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মহারাণীর আদেশে এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইল।"......বলা বাহুল্য যে আমি যার পর নাই সুখী হইয়াছিলাম। এই দিবসের ঘটনায়, আমার প্রিয়-তম স্বামীর সফল-চেষ্টায় এবং আমার প্রজাবর্গের সদ্ব্যবহারে আমার প্রাণে বিশেষ আত্মশ্লাঘার উদয় হইয়াছিল। এই দৃশ্য আমার স্মৃতিপট হইতে কদাপি মুছিয়া যাইবে না, যে ইহা একবার দেখিয়াছে তাহার স্মৃতিপট হইতে কদাপি ইহা মুছিয়া যাইতে পারে না। এল্‌বার্টের নাম অমর হইয়াছে; এবং স্বাধীন বাণিজ্য-বিরোধী ও নীচমনা অভিজাতগণ এই সম্বন্ধে যে সকল বিপদ, আশঙ্কা ও অনিষ্ট পাতের জঘন্য ও অত্যদ্ভুত জনরব প্রচার করিয়াছিল—তাহাদের মুখ বন্ধ হই-য়াছে। এল্‌বার্ট গত বৎসর যে বলিয়াছিলেন "প্রদর্শনী খোলা হইলে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ইহ জীবনে আমাদিগের উপর যে সকল সুখ সৌভাগ্য বর্ষণ করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি প্রাণে গভীর কৃতজ্ঞতার উদয় হইবে,—তাহার সত্যতা অদ্য প্রমাণিত হইয়াছে।

"এই দিবসের আর একটী সুখকর ঘটনা এস্থলে বিবৃত না করা আমার উচিত হইবে না। অদ্য আমা-দের প্রিয় বালক আর্থারের জন্ম দিন। এই উপলক্ষে

তাহার "ধর্ম্ম-পিতা" বৃদ্ধ ডিউক অব্ ওয়েলিংটন্ অপ-রাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, আর্থারকে একটী স্বর্ণ-পেয়ালা এবং কতক-গুলি খেলেনা উপহার দিয়াছেন। আর্থার্ তাঁহাকে একটী ফুলের তোড়া দিল।

"অদ্য বৈকালিক আহারান্তে আমরা কভেণ্ট গার্ডেন নৃত্যশালায় গীতাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। আমি অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম,—কিন্তু আমরা উভয়েই নিরতিশয় সুখী হইয়াছিলাম,—এবং কৃতজ্ঞতা-ভরে আমাদের উভয়ের হৃদয়ই নিরতিশয় অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। ঈশ্বর বাস্তবিকই আমাদের পরম স্নেহশীল ও করুণাকর পিতা।"

এই অন্তর্জ্জাতীয় সম্মিলনী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের একটী অতি প্রধান ঘটনা। রাজকুমার এল্-বার্ট আপনার জীবনে অপর কোনও প্রকারের সৎকার্য্য না করিয়া থাকিলেও কেবল এই মহা ব্যাপারের অনু-ষ্ঠাতা বলিয়াই তাঁহার নাম জগতে চিরস্মরণীয় থাকিত। মহারাণীর জীবনে বস্তুতঃই ইহা "সর্ব্বাপেক্ষা সুখের ও আত্মপ্রসাদের দিন।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈবাহিক জীবনের শেষভাগ।

ফরাসিস্ রাষ্ট্র বিপ্লবের তরঙ্গে অরলীন্স বংশীয় রাজা লুই ফিলিপির সিংহাসন ভাসিয়া গেল বটে, কিন্তু দেশ হইতে সাম্রাজিকতা একেবারে বিদূরিত হইল না! ফরাসীস্ জন-সাধারণ লুই ফিলিপিকে সিংহাসন-তাড়িত করিতে যে বিশেষ উৎসুক ছিল, তাহা নহে; পারীর অধিবাসিগণই এই বিপ্লবের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন,—তাঁহারাই লুই ফিলিপির শাসন নীতিতে বিতুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং পরে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া ফরাসীস্ রাজ্যে প্রজাতন্ত্র-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ক্রমে বোনাপার্টির বংশধর লুই নেপোলিয়ান এই নবজাত প্রজাতন্ত্রের শীর্ষস্থানে, প্রতিনিধি সভার সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির বংশধর, বৈজিক গুণেই হউক, কিম্বা পিতৃব্যের দৃষ্টান্ত হইতেই হউক,—রাজকীয় চক্রান্তে অতিশয় পটু ছিলেন। কুটচক্রান্তগুণে ক্রমে তিনি ফরাসী-প্রজা-প্রতিনিধি সভায় স্বদলের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, ফরাসী সৈন্যগণকে স্বকরতলস্থ করিয়া, বিপক্ষীয়গণকে একে একে কলে কৌশলে স্থানান্তরিত বা নিহত করিয়া,

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর দিবসে, প্রকৃত পক্ষে ফরাসীস্ প্রজাতন্ত্র বিনাশ করিয়া, স্বয়ং দশ বৎসর কালের জন্য ফরাসীস্‌রাজ্যের স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট হইলেন এবং ক্রমে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইতে না হইতে ফরাসী সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হইলেন। লুই নেপোলিয়ানের এই কার্য্যে মহারাণীর সরল প্রাণ যার পর নাই ক্লিষ্ট ও বিতুষ্ট হইল। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তিনি প্রধান মন্ত্রি স্যার জন্ রসেল্‌কে লিখিলেন ;—"পারী নগরীতে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তৎশ্রবণে মহারাণী অতি বিস্মিত ও উৎকন্ঠিত হইয়াছেন। ফরাসী রাজধানীতে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি লর্ড নরমাণ্‌বি কঠোর নিরপেক্ষতা সহকারে এই ব্যাপার সন্দর্শন করেন, এবং তিনি এমন কোনও বাক্য ব্যবহার না করেন যাহাতে এই ব্যাপারের পোষকতা করিতেছেন বলিয়া বোঝা যাইতে পারে,—ইহাই মহারাণীর বিশেষ ইচ্ছা।"

লুই নেপোলিয়ানের ফরাসী-সিংহাসন অধিকারে ইংরাজ জাতির প্রাণে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্ মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে ইংরাজ-সমুদ্রতীর পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া বহিরাক্রমণ হইতে উপযুক্ত রূপে ইংলণ্ডের আত্মরক্ষা করিবার অক্ষমতার প্রতি ইংরাজ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তখন হইতেই সৈন্য-বল বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছিল। লুই নেপোলিয়ানের ফরাসী সিংহাসন গ্রহণে এই চেষ্টার বিশেষ বলবৃদ্ধি হইল। এই উপলক্ষে ইংলণ্ডে সর্ব্ব প্রথমে ইচ্ছা-সৈন্যের সূত্রপাত হইতেছিল, এমন সময় (১৮৫২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে) পার্লেমেণ্ট মহাসভায় পরাস্থ হইয়া উদারনৈতিক মন্ত্রিসমাজ পদত্যাগ করিলেন। ইহাঁরা প্রায় ছয় বৎসরকাল রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাঁদিগের শাসনাধীনে কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক সংস্কার সাধনের বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। লর্ড জন্ রসেল্ এইরূপে মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করিলে লর্ড ডার্ব্বী তৎপদে বৃত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ডিজ্রেলী এই উপলক্ষে লর্ড ডার্ব্বীর অধীনে রাজস্ব সচিবের পদ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিসমাজে প্রবেশ করিলেন। ডার্ব্বী-মন্ত্রিসমাজ কতিপয় মাস মধ্যেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তৎপরে লর্ড এবারডীন্ প্রধান মন্ত্রির পদ গ্রহণ করিলেন, এবং মহামতি গ্লাড্ষ্টোন্ তাঁহার অধীনে রাজস্ব সচিবের পদে নিযুক্ত হইলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেল দিবসে মহারাণীর অষ্টম সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলেন। যথা সময়ে যথারীতি এই নবজাত রাজকুমারের নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া তাঁহার নাম লিওপোল্ড্ রাখা হইল।

এই বৎসর শেষ হইতে না হইতেই রুশীয় সৈন্য তুরস্ক-সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ক্রমে রুশে তুরস্কে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। ইতিহাসে ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ক্রিমীয়-যুদ্ধ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। রুশভীতি এবং ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য রুশের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিরোধ করিবার ইচ্ছা কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই ইংলণ্ডের প্রাণে অল্পাধিক জাগ্রত হইয়াছিল। রুশে তুরস্কে এই সমর বাধিয়া উঠিলে, দুর্ব্বলতর তুরস্কের সাহায্যার্থ ইংলণ্ড এবং ফরাসী উভয়ে একত্রিত হইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু লর্ড এবারডীন্ যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, এবং লর্ড পামারষ্টোন্ যুদ্ধের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এবারডীন্ প্রধান মন্ত্রী, তাঁহার সহযোগীগণের মধ্যেও কেহ কেহ যুদ্ধ-বিরোধী ছিলেন। (মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন্ এবারডীনের রাজস্ব সচিব ছিলেন; তাঁহার শান্তি-প্রিয়তা চিরপ্রসিদ্ধ।) বিশেষতঃ এই মন্ত্রিসমাজে লর্ড পামারষ্টোন্ পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন না। কিন্তু যুযুৎসু ইংরাজ-মণ্ডলী যুদ্ধপ্রিয়, রুশ-বিদ্বেষী, ফরাসী-বিদ্বেষী, ইংরাজ-জাতির গৌরব-বৃদ্ধি-প্রয়াসী পামারষ্টোন্‌কে পর-রাষ্ট্র সচিবরূপে এই গুরুতর সময় ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করিতে দেখিবার জন্য অতিশয় উৎসুক

হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে পামারষ্টোন্ পররাষ্ট্র সচিবের পদে নিযুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, সহযোগিগণের সঙ্গে গুরুতর মনোবাদ উপস্থিত করিয়া একেবারে মন্ত্রিপদ পরিত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে সিনোপ নামক স্থানে চতুঃসহস্রাধিক তুরস্ক, রুশীয় যুদ্ধপোতের আক্রমণে কালকবলে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং এই ভীষণ দুর্ঘটনার সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছিল। তুরস্কীয় সেনাগণ এই স্থান হইতে বারম্বার লোকবলের জন্য আর্ত্তনাদ করিয়াছিল। কিন্তু তুরস্কের গবর্ণমেণ্ট কিম্বা তত্রত্য ইংরাজ এবং ফরাসী রাজপ্রতিনিধিগণ, কেহই এই আর্ত্তনাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তাঁহাদের অসাবধানতা এবং ঔদাসীন্য নিবন্ধন, এই চারি সহস্র প্রাণী অকালে নির্ম্মম ভাবে নিহত হইল। এই দুঃসংবাদ শ্রবণে ইংরাজমণ্ডলী ক্রোধে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। এই বিষম সময়ে পামারষ্টোন্ পদত্যাগ করিলেন। এই শেষোক্ত সংবাদে ইংরাজ সাধরণের ক্রোধানল সমধিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মহারাণী এবং রাজকুমার এল্‌বার্টের চক্রান্তে এই সুদক্ষ ও লোকপ্রিয় সচিব কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, বলিয়া অলীক জনরব দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ রাজকুমার এল্‌বার্ট লর্ড পামারষ্টোন্ এবং জন সাধারণের মত-বিরুদ্ধে মহারাণী এবং মন্ত্রি-

সমাজকে পরিচালিত করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধনে, এবং লোকচক্ষে ইংলণ্ডকে হীন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন,—এই মিথ্যা ভাব দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া রাজকুমারকে প্রজা সাধারণের নিরতিশয় ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাত্র করিয়া তুলিল। এই সকল ঘটনায় মহারাণীর প্রাণে যে বিষম যাতনা হইতে লাগিল, তাহা সম্যকৃরূপে বর্ণনা করা যায় না। রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক উভয় সম্প্রদায়ই রাজকুমারের ঘোরতর বিরোধী হইয়া পড়িলেন। রাজকুমার এই সময়ে প্রিয়বন্ধু ব্যারণ ষ্টকৃমারকে লিখিলেন,—"লোকের বিশ্বাস-প্রবণতা সম্বন্ধে আর একটী মাত্র কথা এখানে বলিব। আপনি শুনিয়া অবাক্ হইয়া যাইবেন যে, আমি কারারুদ্ধ হইয়াছি বলিয়া দেশশুদ্ধ লোকে বিশ্বাস করিয়াছিল। এমন কি মহারাণী স্বয়ংই কারারুদ্ধ হইয়াছেন,—একথাও তাহারা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সহস্র সহস্র লোক আমরা কারাগারে নীত হইতেছি, এই দৃশ্য দর্শনাশায়, টাওয়ারের চতুঃপার্শ্বে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিল।" মহারাণী আপনার প্রধান সচিব লর্ড এবারৃডীনকে লিখিলেন,—"রাজকুমার এবং মহারাণী উভয়ে একাত্মা, রাজকুমারকে আক্রমণ করাতে মহারাণীকে আক্রমণ করা হইতেছে, এবং মহারাণীকে এই কথা বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার প্রজামণ্ডলীর মধ্যে কোনও সম্প্রদায়

যে, তাহাদের উন্নতিকল্পে রাজকুমারের অক্লান্ত পরিশ্রমের এই পুরস্কার প্রদান করিবে, তিনি ইহা স্বপেও ভাবেন নাই।" কিন্তু ক্রমে রাজকুমার এই সকল অপবাদ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, মহাসভায় প্রকাশ্যভাবে, রাজকুমারের বিরুদ্ধে প্রচারিত এই সমুদায় অপবাদের অলীকতা প্রমানিত হইল। ইহাতে মহারাণীর প্রাণে যে কি আনন্দ হইল, বর্ণনা করা যায় না। অপনাদের বিবাহের চতুর্দ্দশ বার্ষিক উৎসবের দিনে মহারাণী প্রিয়তম স্বামীর পরম বন্ধু ব্যারণ্ ষ্টকমারকে লিখিলেন,—"এই শুভদিনে আমাদের প্রাণ বিমল আনন্দে এবং কোমলতর ভাব সমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। চতুর্দ্দশটী সুখ-শান্তি পূর্ণ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এবং আমি আশা করি ঈশ্বর-কৃপায় আরো বহুকাল এইরূপ সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত হইবে; এবং এখন যেমন, বার্দ্ধক্যেও তেমনি ঐকান্তিক প্রেমসহকারে পরস্পারের সঙ্গে দৃঢ়তম বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া আমরা পরম সুখী হইতে পারিব। বিপদ পরীক্ষা আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা যদি পরস্পরের নিকটে থাকি, তবে এই সকল বিপদ পরীক্ষা অতি তুচ্ছ কথা।"

ওয়াটারলু যুদ্ধের পরে সমগ্র উরূপাখণ্ড ত্রিংশতি বৎসরকাল একরূপ অব্যাহত শান্তি-সুখ উপভোগ করিয়া,

রুশ-তুরস্কের এই আধুনিক অসদ্ভাব নিবন্ধন পুনরায় ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। ইংলণ্ড এবং ফরাসীদেশ একত্র মিলিত হইয়া তুরস্কের সাহায্যার্থ রুশীয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। ক্রিমীয়ক্ষেত্রে সমগ্র ইংরাজ জাতির চিন্তা-স্রোত কেন্দ্রীভূত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বকীয় সৈন্য দলের দুঃখ ক্লেশের ভাবনায় মহারাণীর কোমল প্রাণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ফরাসীস্‌গণের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপিত হওয়াতে রাজকুমার শরদের প্রথমভাগে ফরাসী রাজ্যের নবপ্রতিষ্ঠিত সম্রাট লুই নেপোলিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পারী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার অল্প দিন পরেই মহারাণী সপরিবারে বাল্‌মোরেল্‌ যাত্রা করিলেন। এই স্থানে আল্‌মার যুদ্ধে ইংরাজ ও ফরাসী সেনার জয় লাভ সংবাদ মহারাণীর নিকট পৌঁছিল। ইহার কিছু দিন পরে ইঙ্কারম্যানের সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে রুশসেনার পরাভব-বার্ত্তা ইংলণ্ডে পৌঁছিল। তৎপরে উপযুক্ত খাদ্যাভাবে, ঋতুর প্রখরতায়, এবং রোগের প্রাদুর্ভাবে, ক্রিমীয়ায় ইংরেজ সেনাগণের অশেষ ক্লেশের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কোমল প্রাণা মহারাণীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহারাণী সেনাপতি লর্ড র‍্যাগ্লানকে লিখিলেন,—"সৈন্যগণের ক্লেশ, ঋতুর কঠোরতা, অবারিত রোগ-

প্রাবল্য,—এই সকল সংবাদ আমার এবং রাজকুমারের প্রাণে বড়ই ক্লেশ ও উৎকণ্ঠা উৎপাদন করিতেছে। আমার সেনাগণ যত বীরত্বের পরিচয় দিতেছে, যত অধিকতর ধৈর্য্য সহকারে এই সকল কষ্টরাশি সহ্য করিতেছে,—ততই এই সকল ক্লেশ আশু শেষ হইতেছে না দেখিয়া আমাদের প্রাণে যাতনা হইতেছে। আমি আশা করি যে সৈন্যগণকে যাহাতে অকারণে, অথবা যাহাদের উপর তাহাদের সমুদায় অভাব পূর্ণ করিবার ভার তাহাদের অসাবধানতা বা ঔদাসীন্য নিবন্ধন, কোনও কষ্ট সহ্য করিতে না হয়, লর্ড র‍্যাগ্লান্ তৎপ্রতি বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।"

ক্রিমীয় যুদ্ধে নিযুক্ত সেনাগণের দুঃখক্লেশে মহারাণীর প্রাণে এত ক্লেশ হইতে লাগিল যে, সিবাষ্টপোলের আক্রমণ কালে, লর্ড কার্ডিগ্যাণ তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উইণ্ডজর রাজবাটীতে মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে,—মহারাণীর বালক বালিকাদিগের মধ্যে একজন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনাকে শীঘ্রই ফিরিয়া গিয়া সিবাষ্টোপোল অধিকার করিতে হইবে; নতুবা ইহাতে মা মারা পড়িবেন।"

এই বৎসর ৩রা মার্চ্চ দিবসে মহারাণী পতি সমভিব্যাহারে ক্রিমীয়-প্রত্যাগত আহত ও বিকলাঙ্গ সৈনিক-

গণকে দেখিবার জন্য চ্যাথাম নগরীতে গমন করেন। ইহার অল্প দিবস পরে ক্রিমীয় যুদ্ধে হত সেনাপতিগণের বিধবা পত্নী ও অনাথ সন্তানসন্ততিগণের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে অনেকগুলি চিত্রপট বিক্রীত হইল; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর স্বহস্ত-অঙ্কিত এক খানি চিত্রপট ছিল। এই পটখানি বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল।

মহারাণী শরৎসমাগমে যথারীতি ব্যালমোরেলে গমন করিলেন। এই পার্ব্বত্য নিবাসে প্রুশিয়ার যুবরাজ, রাজকুমার ফ্রেডারিক্ উইলিয়াম, মহারাণীর অতিথি ছিলেন। মহারাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে আপনার একমাত্র পুত্রের শুভ বিবাহ হয়, প্রুশিয়ার মহারাজার প্রাণে এই ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রাজকুমারী তখনও কেবল মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন। সুতরাং বিবাহের উপযুক্ত বয়স হয় নাই বলিয়া এবং বিবাহ সম্বন্ধে আপনাদের কন্যাকে উপযুক্ত স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত মনে করিয়া রাজকুমার এল্‌বার্ট এই প্রস্তাবে সহসা সম্মতি প্রদান করিলেন না। আপনাদের বিবাহ যেমন সরল ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আপনাদের পুত্রকন্যাগণের বিবাহও সেইরূপ প্রেমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহারা উৎকৃষ্টতম ও গভীরতম দাম্পত্য সুখের অধিকারী হউন, ইহাই মহারাণী এবং তাঁহার

প্রিয়তম পতির প্রাণের ঐকান্তিক বাসনা ছিল। সুতরাং রাজকুমারী যতদিন না প্রুশিয়ার যুবরাজের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার প্রাণ স্বাভাবিক আকর্ষণে রাজকুমারের প্রতি ধাবিত হয় কি না; ইহা যত দিন না ঠিক বুঝিতে পারা গিয়াছে, ততদিন মহারাণী এবং তাঁহার প্রিয়তম পতি তৎসম্বন্ধে কোনও মতামত প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। কিন্তু প্রুসিয়ার যুবরাজ স্বয়ং রাজ-দরবারে অতিথি হইয়া অল্পদিন মধ্যেই সরল-প্রাণা বালিকা রাজকুমারীর হৃদয় অধিকার করিয়া, আপনি আপনার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া লইলেন। রাজকুমারীর ভালবাসা যুবরাজের উপর পতিত হইয়াছে, এবং তিনি তাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছেন,—এই সংবাদ শ্রবণে মহারাণীর প্রাণে পরম পরিতোষ লাভ হইল।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ক্রিমীয় যুদ্ধের অবসান হইল। এই যুদ্ধে অশেষ লোক-ক্ষয়, ও বহুল অর্থ-ব্যয় করিয়াও ইংলণ্ড বিশেষ লাভবান হইতে পারে নাই। অপিচ এই উপলক্ষে ইংরাজের দুর্ব্বলতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক যুদ্ধাবসানে রুশ, তুরস্ক, ফরাসী ও ইংরাজ, সকলেই শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। সেনাগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যা-

বৃত্ত হইলে মহারাণী আপনার স্বাভাবিক সহৃদয়তা সহকারে আহত, রুগ্ন, এবং বিকলাঙ্গ সেনাদিগকে দেখিতে গিয়া তাহাদের দুঃখে আপনার গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন এবং যথাযোগ্য পুরস্কারাদি বিতরণ করিয়া তাহাদিগের পরিতোষ সম্পাদন করিলেন।

শরৎ সমাগমে যথারীতি মহারাণী সপরিবারে ব্যালমোরেলে গমন করিলেন। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ব্যালমোরেলের প্রাচীন বাড়ীটী ভগ্ন করিয়া, নূতন রাজবাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বাটীর সঙ্গে মহারাণীর জীবনের অনেক সুখ দুঃখের কাহিনী অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। এই বৎসর মহারাণী সর্ব্বপ্রথম বাষ্পীয় যানারোহণে ব্যালমোরেল গমন করিলেন। এই স্থানে রাজপরিবার সামান্য ক্ষুদ্র ভদ্র পরিবারের মত বাস করিতেন,—গ্রেভিলের লেখনী-অঙ্কিত চিত্রে, পাঠক তাহা দেখিয়াছেন। কিন্তু কেবল যে আপনাদিগের মধ্যে, আপনাদের বাটীতেই তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারের রাজকীয় রীতি নীতি ও জাঁকজকম বিবর্জ্জিত হইয়া, সরল, ও সুমধুর জীবন যাপন করিতেন, তাহা নহে। পাড়াপ্রতিবাসীদিগের সঙ্গেও সতত সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আপনাদিগের উচ্চ প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাদিগের সরল ও গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিতেন। ব্যালমোরেলে রাজ-

কীয় প্রাসাদের সন্নিকটেই অনেকগুলি গরিবের পর্ণ-কুটীর ছিল। মহারাণী ব্যালমোরেল বাসকালে সর্ব্বদা এই সকল পর্ণ-কুটীরবাসীগণের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই স্থানে রাজবাটীর নিকটে একটীমাত্র দোকান ছিল, এবং মহারাণী আপনার সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের মধ্যে এই দোকানেই কেবল জিনিষপত্র ক্রয় করিবার জন্য কখনও কখনও যাই-তেন। মহারাণী তাঁহার দৈনন্দির লিপি পুস্তকে লিখিয়া-ছেন,—"এল্‌বার্ট এল্‌ফ্রেডকে লইয়া সমস্ত দিনের জন্য বেড়াইতে গেলেন; আমি বালিকাদ্বয় ও লেডী চার্চ্চহিল্ সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ দোকানে গিয়া দরিদ্র লোকদিগকে উপহার দিবার জন্য কিঞ্চিৎ দ্রব্যজাত ক্রয় করিলাম। অতঃপর আমরা শ্রীমতী ফার্‌কহার্সনের বাড়ীতে গেলাম। তিনি আমাদিগকে চতুপার্শ্বস্থ কুটীরগুলি দেখাইয়া, কুটীরবাসীদিগের নিকট আমার পরিচয় প্রদান করিবার উদ্দেশে, আমাকে তথায় লইয়া গেলেন। পথিমধ্যে আমরা একটী অতি জরাজীর্ণগ্রস্থা বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলাম। তাহার দুরবস্থার কথা জানিতে পাইয়া, আমি তাহাকে একটী গরম পেটীকোট্ প্রদান করিলাম দেখিয়া তাহার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল; এবং সে আমার করমর্দ্দন করিয়া আমাকে সুখী করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার

প্রাণ গলিয়া গেল। অতঃপর আমি একটী অশীতিপরা বৃদ্ধার ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরে প্রবেশ করিলাম। এই বৃদ্ধা গাম্ভীর্য্য ও আত্ম-মর্য্যাদা সহকারে আমার অভ্যর্থনা করিল, এবং পরে আমাদের সাক্ষাতে বসিয়া সুতা কাটিতে লাগিল। আমি তাহাকেও একটী গরম পেটিকোট দিলাম। সে বলিল—"ইহকাল এবং পরকালে ঈশ্বর আপনার এবং আপনার সন্তান সন্ততি ও আত্মীয় স্বজন সকলের সঙ্গে থাকুন, এবং পরম প্রভু আপনার জীবনের কাণ্ডারী হইয়া আপনাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন্!" অতঃপর আমরা শ্রীমতী গ্রাণ্টকে দেখিতে গেলাম। ইহাঁর কুটীরখানি অতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, আমি ইহাঁকে একটী পোষাক ও একখানি রুমাল দিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"আপনি আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়,—আপনি সততই আমার প্রতি সদয়। আমি প্রতি বৎসর যত বৃদ্ধ হইতেছি, ততই আপনি আমাকে অধিক দান করিতেছেন।" আমি কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলাম। তিনি বলিলেন—"আপনাকে এমন সুন্দর দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইতেছি।" তাঁহার চক্ষে জল ছিল, এবং ভিক্কির বিবাহের কথা শুনিয়া সে আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে ভাবিয়া,—বলিলেন,—"আমার বড় দুঃখ হইতেছে। আমার বোধ হয় তাঁহার নিজেরও খুব দুঃখ হইতেছে।"........এই সকল

সরল স্বভাব লোকদিগের ভালবাসা বস্তুতঃই মর্ম্মস্পর্শী ও সুখকর।"

মাহরাণী ভিক্টোরিয়া অতিশয় সরল আগ্রহ সহকারে সর্ব্বপ্রকারের সৎকার্য্যের যথোচিত সমাদর করিতেন। ক্রিমীয় যুদ্ধে আহত ও রুগ্ন সেনাগণের দুঃখক্লেশভার লাঘব করিবার উদ্দেশে সুপ্রসিদ্ধা নরহিতৈষিণী কুমারী নাইটিঙ্গেল্, অলৌকিক ধৈর্য্য ও উৎসাহ সহকারে সেই বন্ধুর রণক্ষেত্রে অহর্নিশ ঔষধ ও পথ্য হস্তে শিবিরে শিবিরে ভ্রমণ করিয়া, সেই ভীষণ স্থানেও স্বর্গের মধুরিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে নাইটিঙ্গেল্ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, মহারাণী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া, ব্যালমোরেলের পার্ব্বত্য রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। এই স্থানে এই দেব-প্রকৃতি রমণীর সহবাসে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়া মহারাণী আপনাকে পরম কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মহারাণীর মাতুলকন্যা রাজকুমারী সার্‌লোটের বিবাহ হইল। নানা কারণে মহারাণী প্রিয়তমা ভগিনীর শুভ বিবাহে গমন করিতে পারিলেন না। কিন্তু রাজকুমার এল্‌বার্ট এক দিবসের জন্য খুল্লতাতের রাজধানীতে গমন করিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে প্রিয়তম মাতুল রাজা লিওপোল্‌ডকে লিখিলেন—

"এই বিবাহে উপস্থিত থাকিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার প্রিয়তম স্বামী সেখানে উপস্থিত থাকাতে, আমার বোধ হইতেছে যেন আমিও সেখানে উপস্থিত আছি। সেখানে কি কি ঘটিতেছে তাহা আমি কল্পনা চক্ষে দেখিতে প্রয়াস পাইতেছি। আমার প্রিয়তম স্বামীকে আপনাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া আমি আপনাদের প্রতি আমার গভীর ভালবাসার এবং প্রিয়তম সার্লোটকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছার যে প্রমাণ প্রদান করিয়াছি, আর তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ কিছু প্রদান করিতে পারিতাম না। কারণ আমিই তাঁহাকে যাইতে জেদ করিয়াছিলাম এবং তাহাতে যে আমায় কত ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে, অথবা তিনি দূরে থাকিলে আমি যে কত অসহায় ও বন্ধুহীন বোধ করি,—এবং কত ঔৎসুক্য সহকারে যে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পল পল করিয়া সময়-গতি গণনা করিয়া থাকি, আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না। তিনি যখন আমা হইতে দূরে থাকেন, তখন এই বহুসংখ্যক সন্তানসন্ততি আমার নিকট কিছুই নহে বলিয়া বোধ হয়,—তখন মনে হয় যেন পরিবারের সমুদায় জীবন্ত ভাব চলিয়া গিয়াছে।"

ইহার পরবৎসরের প্রথম ভাগেই মহারাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে প্রুসিয়ার যুবরাজ

ফ্রেডারিক উইলিয়মের শুভ পরিণয় কার্য্য মহা সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইল। বিবাহান্তে প্রিয়তমা তনয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইতে মহারাণীর প্রাণে স্বভাবতঃই অতি গুরু-তর যাতনা হইল। রাজকুমারীর শ্বশ্রূ-আলয়ে গমন করি-বার দিবস রাজবাটীতে একটী চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। অষ্টাদশ বর্ষকাল যে পিতা মাতার স্নেহে পালিত হইয়াছেন, আশৈশব যে সকল ভ্রাতা ভগিনী তাঁহার আহার নিদ্রা এবং ক্রীড়া সহচর ছিলেন, যে দাস দাসীগণ এই দীর্ঘকাল নানাভাবে তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিয়াছে, তাঁহা-দের সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহসা অপরিচিত দেশে, অপরিচিত সমাজে, অপরিচিত ও অভিনব বন্ধুবান্ধবগণের স্নেহ মমতা লাভাশায় গমন করা, রমণী জীবনে একটী অতি গুরুতর পরীক্ষার দিন। বিশেষতঃ রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার মত সপ্তদশ বা ষোড়শবর্ষীয়-বালিকার পক্ষে এতদপেক্ষা কঠোরতর পরীক্ষা জীবনে অতি অল্পই উপ-স্থিত হইয়া থাকে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে ইংরাজ বণিক কোম্পানির প্রভুশক্তি ভারতক্ষেত্রে কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রচণ্ড দাবানলের মত ক্রমে মীরাট হইতে দিল্লী, দিল্লী হইতে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌ হইতে পাটনায়;—পঞ্জাব হইতে উত্তর পশ্চিমে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে বেহারে, বেহার হইতে বাঙ্গালায়;—আর্য্যর্ষি প্রদেশ হইতে আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে মহারাষ্ট্রে,মহারাষ্ট্র হইতে দাক্ষিণাত্যে,—এই ভীষণ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া, প্রচণ্ড তেজে শত বৎসরের পরিশ্রমে ও কষ্টে প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ বণিকের ভারত সাম্রাজ্যকে ভস্মীভূত করিবার উপক্রম করিল। প্রমত্ত সিপাহীগণের তরবারি সমক্ষে কত ইংরাজ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, নৃশংস অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া সদলবলে প্রাণত্যাগ করিল; কত ইংরাজ মহিলা অসহায় বিধবা, কত অনাথা কুমারী, কত পিতৃমাতৃহীন শিশু সন্তান, প্রমত্ত ভারত সেনার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নির্ম্মমভাবে নিহত হইল,—কত ভাণ্ডার লুট হইল, কত সুরম্য হর্ম্ম্য ভূমিসাৎ হইল,—কত নগর নগরী ছারখার হইবার উপক্রম হইল,—কত নাগরিক পয়োপ্রণালী

विक्टोरिया ।

নরশোণিত বহন করিয়া চলিল,—কত শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র শুক্ল-কৃষ্ণ নরদেহে ভীষণতম শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হইল,—ইতিহাস তাহার সাক্ষী,—ইংলণ্ড এইমাত্র ক্রিমীয় যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া একটু আরাম ও বিশ্রাম লাভ করিতেছিল, এমন সময় তাহাকে পুনরায় ভারতের ভীষণ সমর-সংবাদে অঙ্গসঞ্চালন করিয়া গাত্রোত্থান করিতে হইল।

ভারতের সিপাহী যুদ্ধের দুঃসংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিবার সময় মহারাণী ব্যাল্‌মোরেলে ছিলেন। এই পার্ব্বত্য নিবাসের শান্তি-মধুরতার মধ্যে এই গুরুতর অশান্তির সংবাদ শ্রবণে তাঁহার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইল। ক্রিমীয় যুদ্ধের ভাবনা দূর হইতে না হইতে পুনরায় গুরুতর ভাবনার ভার তাঁহার মস্তকে পতিত হইল।

ক্রিমীয় যুদ্ধের অবসানে ইংরাজ মন্ত্রিসমাজ ইংরাজ করদাতাগণের করভার হ্রাস করিবার উদ্দেশে ক্রিমীয় যুদ্ধোপলক্ষে সংগৃহীত সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস করিয়াছিলেন। মহারাণী এবং রাজকুমার এল্‌বার্ট আপনাদিগের অসাধারণ উদারতা সত্ত্বেও জাতীয় গৌরব রক্ষার্থ বহুসংখ্যক সেনা পরিবৃত থাকার ও সতত বহুসংখ্যক সেনা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখার নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং পার্লেমেণ্টের এই কার্য্যে মহারাণীর যার পর নাই

বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সুযোগ পাইলেই তিনি মহাসভার এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই সৈন্য সংখ্যা হ্রাসের অব্যবহিত পরেই ভারত হইতে এই ভীষণ সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিল। ভারত সাম্রাজ্য গতপ্রায়; মন্ত্রিসমাজ গভীরভাবে তাহার রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। মহারাণী এই বিষয়ে এত অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন যে, ভারত হইতে প্রায় প্রত্যেক নূতন সংবাদ প্রাপ্তিতে তিনি মন্ত্রিসমাজকে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি এই বিষয়ে তাঁহার মন্ত্রিসমাজের সঙ্গে মহারাণীর কিঞ্চিৎ মতভেদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল। মহাণীর বোধ হইল যেন ভারতের এই সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত বল ও বিক্রম মন্ত্রিগণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। ভারতীয় সংবাদাবলী অতিরঞ্জিত বলিয়া তাঁহাদিগের বোধ হইতেছিল। সুতরাং তাঁহারা অল্পাধিক ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছিলেন। মহারাণী মন্ত্রিসমাজের এই ঔদাসীন্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রধান মন্ত্রি লর্ড পামারষ্টোন্‌কে পত্র লিখিলেন। তদুত্তরে পামারষ্টোন্‌ মহারাণীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ভিন্ন, অপর কোনও দেশের কোনও মন্ত্রী সেই দেশের মহারাজা বা

মহারাণীকে তদনুরূপ পত্র লিখিতে পারিতেন না। পামারষ্টোন্ লিখিলেন,—"মহারাণী পার্লেমেণ্টের সভ্য হইলে যেরূপ ভাবে তিনি প্রধান মন্ত্রির কোনও কার্য্যের সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিতে পারিতেন, ঠিক সেই ভাবে এই চিঠি খানা লেখা হইয়াছে, লর্ড পামারষ্টোন্ যথোচিত সম্মান সহকারে মহারাণীকে এই কথা জ্ঞাপন করিতেছেন; এবং মহারাণীর অনুমতি পাইলে একথা বলিতে পারেন যে, মহারাণী যে কমন্স সভার সভ্য নহেন, যাহাদের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হয়, ইহা তাঁহাদের পক্ষে বস্তুতঃই অতি সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ তাঁহা হইলে তাঁহাদিগকে তর্কযুদ্ধে একজন অতি বলবান্ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রতি-যোগীতা করিতে হইত।"—এই বলিয়া ভারতে সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী আপনার মন্তব্য ব্যক্ত করিলেন। তদুত্তরে মহারাণী এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে কিরূপ সামরিক নীতি অবলম্বন করা উচিত তাহা বিশদ ভাষায় বিবৃত ও তর্কযুক্তি দ্বারা সমর্থিত করিয়া, একখানি অতি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন এবং মন্ত্রিসমাজের বিচারার্থ তাহা তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করিলেন। এইরূপ ভাবে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে মহা-রাণী অতি আগ্রহ সহকারে আপনার মন্ত্রিসমাজকে

প্রকৃত উপায় অবলম্বনার্থ প্রণোদিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

অসহায় ইংরাজগণের উপর সিপাহীদিগের অত্যাচারে ইংরাজসমাজ ভারতবাসীগণের উপরে একেবারে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিলেন। বিদ্রোহের বেগ যত প্রশমিত হইতে লাগিল, এই সকল প্রতিহিংসা-প্রবণ ইংরাজদিগেরও রক্ত-পিপাসা তত বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ সমগ্র সিপাহীশ্রেণীকে সবংশে নিপাত করিবার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন,—কেহ বা অন্য প্রকারের ভীষণতর উপায়ে তাহাদিগকে তাহাদিগের দুষ্কর্ম্মের জন্য দণ্ডিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

বিচক্ষণ-বুদ্ধি লর্ড ক্যানিং এই সকল নৃশংস মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার স্বদেশবাসীগণের এই সকল মনোভাব জ্ঞাপন করিলে, মহারাণী তদুত্তরে লিখিলেন,—"ভারতবাসীদিগের প্রতি এবং বিশেষতঃ—দোষী নির্দ্দোষী, শত্রু মিত্র এবং সৎ অসৎ নির্ব্বিশেষে সিপাহীগণের প্রতি ইংলণ্ডের জন-সাধারণেও অখৃষ্টানুভাব প্রকাশ করিতেছে, দেখিয়া, সম্পূর্ণরূপে লর্ড ক্যানিংএর মত মহারাণীর প্রাণেও যে যাতনা এবং ক্রোধভাবের উদয় হইতেছে,—ইহা তিনি সহজেই বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু সম্ভবতঃ এই ভাব

অধিক দিবস স্থায়ী হইবে না। নিরপরাধী অবলা এবং কোমলমতি শিশুগণের উপর যে অকথ্য অত্যাচার হইয়াছে, তাহার বিবরণ শুনিয়াই লোকের মনে এই ভীষণ ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে। এই সকল ভীষণ নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠাতা-গণের পক্ষে কোনও দণ্ডই অযথারূপে কঠোর হইতে পারে না; এবং এইরূপ কঠোর দণ্ডবিধান করিবার সময় প্রাণে ক্লেশ হইলেও সমুদায় দোষী ব্যক্তি-দিগকে ন্যায়ের কঠোরতম শাসনে শাসিত করিতে হইবে। কিন্তু জাতি সাধারণের প্রতি—দেশের শান্ত অধিবাসী-গণের প্রতি—যে সকল সুহৃদ্ ভারতবাসী আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, ইংরাজ পলাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, এবং আমাদের প্রতি বিশ্বস্থ ছিলেন—তাঁহা-দিগের সকলের প্রতি যার পর নাই সদয় ব্যবহার করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে জানিতে দেওয়া উচিত যে, তাম্র চর্ম্মের প্রতি আমাদের কোনও ঘৃণা নাই—বিন্দু মাত্রও নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সুখী, সন্তুষ্ট, এবং বর্দ্ধিষ্ণু দেখাই তাঁহাদের রাজ্ঞীর প্রাণের প্রবলতমা ইচ্ছা।"

সিপাহী যুদ্ধের অবসানে পার্লেমেণ্টের নিয়োগানু-সারে, ভারতে ইংরাজ বণিক্ কোম্পানীর আয়ুঃশেষ হইয়া, মহারাণী সাক্ষাৎভাবে ভারত-শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে প্রচারিত তাঁহার ঘোষণাপত্র ভারতশাসনের

সর্ব্ব প্রকার রাজনৈতিক সংস্কারের ভিত্তি ভূমি হইয়া রহিয়াছে।

ইংলণ্ডে মন্ত্রিগণই প্রায় সমুদায় রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন বলিয়া, এই ঘোষণা পত্রও তাঁহাদেরই রচিত, এরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এই ঘোষণা পত্রের যে যে অংশ অদ্য ভারতবাসীর কর্ণে অমৃত সঞ্চার করে, ইহার যে যে কথাগুলির উপর ভারত-সন্তান তাঁহার ভবিষ্য রাজনৈতিক উন্নতির ও ভারত-শাসন-সংস্কারের প্রিয়তম আশা প্রতিষ্ঠিত করেন,—তৎসমুদায়ই মহারাণীর বিশেষ ইচ্ছায় ও আদেশে তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মহারাণী প্রুসিয়া রাজ্যে জামাতৃ দর্শনে গমন করেন। তথায় এই ঘোষণা পত্রের পাণ্ডুলিপি তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু এইরূপ একটী গুরুতর বিষয়ে যেরূপ ভাবে, যেরূপ ভাষায়, এই ঘোষণা পত্র লিখিত হওয়া উচিত ছিল; এই পাণ্ডুলিপি সেইরূপ ভাবে, ও সেইরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া মহারাণীর বোধ হইল না। রাজকুমার এল্‌বার্ট স্বকীয় দৈনন্দিন-লিপি-পুস্তকে তৎসম্বন্ধে লিখিলেন, —“বর্ত্তমান আকারে কখনই এই ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইতে পারে না।” এই ঘোষণা পত্র সম্বন্ধে মহারাণীর আপত্তি সমূহ অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়া,

লর্ড মাম্‌স্‌বারীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানির সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী লর্ড ডার্ব্বীর নিকট লণ্ডনে প্রেরিত হইল।

"ভারতের ঘোষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে মহারাণীর কি কি আপত্তি আছে, তৎসমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লর্ড ডার্ব্বীকে জ্ঞাপন করিবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। লর্ড ডার্ব্বী স্বয়ং তাঁহার সুমার্জ্জিত ভাষায় এই ঘোষণা পত্রখানি রচনা করিলে মহারাণী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন। দেশব্যাপী ভীষণ আত্ম-দ্রোহের অবসানে; সাক্ষাৎভাবে তাহাদের মাতৃভুমির শাসনভার গ্রহণ করিবার সময়; মহারাণীর রাজত্বের ভাবী-কালে যে সমুদায় প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে,সেই সকল প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়া; কি নীতি অবলম্বনে তিনি রাজ্য শাসন করিবেন, তাহা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য; তাঁহার কোটী কোটী পূর্ব্ব দেশীয় প্রজাবর্গের নিকটে এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইতেছে, এই সকল কথা উজ্জ্বলরূপে স্মরণ রাখিয়া যেন এই পত্রখানি রচনা করা হয়। বিশেষতঃ এই ঘোষণাপত্র একজন রমণীর নামে প্রচারিত হইতেছে, এই কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিয়া ইহা লিখিত হয়, মহারাণীর এই বিশেষ অনুরোধ। এইরূপ একটী ঘোষণাপত্রের প্রতি পংক্তির মধ্য দিয়া উদারতার এবং ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার ভাব বহির্গত

হওয়া প্রার্থনীয় এবং এতদ্দ্বারা যে ভারতবাসীগণ মহা-রাণীর ইংরাজ প্রজাবর্গের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সমান অধিকার ভোগ করিয়া, সভ্যতার পদাঙ্কচারী সর্ব্ব প্রকারের সুখ সম্পদ লাভ করিবে, এই ঘোষণা পত্রে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ইহা তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।"*

পূর্ব্ব প্রেরিত পাণ্ডুলিপি মহারাণীর অভিলাষ অনু-সারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে তাঁহার সমক্ষে পুনরুপস্থিত হইল। ইহাতে আর মহারাণী কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলেন না; কেবল, ইহার শেষ-ভাগে—"সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদিগকে এবং আমা-দিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণকে, আমাদের প্রজাবর্গের হিতার্থ এই সকল সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার উপ-যোগী বল বিধান করুন, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা।"—এই কথাগুলি মহারাণী স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন।

---

* "The Queen has asked Lord Malmesbury to explain in detail to Lord Derby her objections to the draft of Proclamation for India. The Queen would be glad if Lord Derby would write it himself in his excellent language, bearing in mind that it is a female sovereign who speaks to more than a hundred millions of Eastern people on assuming the direct government over them, and after a bloody civil war, giving them pledges which her future reign is to redeem, and explaining the principles of her government. Such a document should breathe feelings of generosity, benevolence, and religious toleration, and point out privileges which the Indians will receive in being placed on an equality with the subjects of the British Crown, and the prosperity following in the train of civilisation."

ষোড়শ অধ্যায়।

মৃত্যু-শয্যা পার্শ্বে।

কুক্ষণে ইংরাজ রাজ-পরিবার ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে পদার্পণ করিলেন। নব-বর্ষের আনন্দোৎসব সাঙ্গ হইতে না হইতে মহারাণীর স্নেহময়ী জননীর গুরুতর শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী স্যার জর্জ্জ কুপারের পরলোক হয়। ইনি রাজমাতা ও রাজপরিবারের একজন অতি পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, এবং সতত অনুগত সন্তানের ন্যায় রাজমাতার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। ইহাঁর মৃত্যুতে রাজমাতা লুইসার প্রাণে বড়ই ব্যাথা লাগিল। এই শোকে তাঁহার জরাজনিত জীর্ণতা বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ইহার উপরে, ১৫ই মার্চ্চ দিবসে সহসা প্রবল জ্বরের প্রকাশ হইল। সহজেই তাঁহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসকগণ ভীত হইলেন।

তাঁহার পীড়ার সংবাদ রাজবাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র মহারাণী, প্রিয়তম পতি এবং কুমারী এলিস্ সমভিব্যাহারে, মাতৃদর্শনে গমন করিলেন। রাজমাতা তখন উইণ্ডজর রাজবাটীর সন্নিকটে ফ্রগমোর নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজকীয় শকট দ্রুতগতিতে ফ্রগ-

মোরের নির্জ্জন প্রাসাদ-দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। একেবারে মাতৃ-শয্যা-পার্শ্বে গমন করিতে মহারাণীর সাহস হইল না। তাঁহাকে নীচে রাখিয়া রাজকুমার এল্‌বার্ট রাজমাতা লুইসার শয্যা গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যে প্রিয়তম পতিকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া, মহারাণী মাতার নিদারুণ অবস্থার বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হইলেন, এবং কম্পিত-হৃদয়ে সোপানাবলী অধিরোহণ করিয়া মাতার শয্যা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। এখানে, এই অন্ধকার গৃহে, একখানি সোফাতে রাজমাতা শয়ানা; তাঁহার শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু মুখভাবে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না। প্রিয়তমা জননীকে এরূপ অবস্থায় দর্শন করিয়া কোমলপ্রাণা মহারাণীর প্রাণে বর্ণনাতীত যাতনা হইতে লাগিল। মহারাণী স্নেহময়ী জননীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া নতজানু হইয়া বসিলেন; এবং তাঁহার অবশপ্রায় হস্তখানি চুম্বন করিয়া আপনার গণ্ডদেশে স্থাপন করিলেন। ইহাতে রাজমাতা একবার মাত্র চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা তনয়া ভিক্টোরিয়া যে তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহাকে আদর করিতেছেন, তাঁহার সুমধুর স্নেহ সম্ভাষণ লাভ করিবার আশায় অনিমেষলোচনে বিষাদভরে

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার মুখের একটী স্নেহমাখা কথা,—তাঁহার চক্ষের একটী স্নেহমাখা দৃষ্টি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন,—ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; তাঁহার আর সে জ্ঞান নাই। মহারাণীর প্রাণে অসহ্য যাতনা হইতে লাগিল। শোক-বেগে হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। প্রাণের উচ্ছ্বসিত শোকবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, মহারাণী বাহিরে গিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়া-ছেন—"আমি ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কোনও আশা নাই কি?' তাঁহারা বলিলেন,—"নাই।"...মহারাণী জননীর শয্যাপার্শ্বে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস প্রত্যূষে রাজকুমার আসিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম ও যথাসাধ্য আহারাদি করাইবার উদ্দেশে, অতি অল্পক্ষণের জন্য লইয়া গেলেন। কিন্তু অবিলম্বে মহারাণী পুনরায় প্রিয়-তমা মাতার রোগশয্যা-পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং একখানি ক্ষুদ্র পাদপীঠে উপবেশন করিয়া, আপনার হস্তদ্বয় মধ্যে মাতার অবশপ্রায় হস্ত খানি ধারণ করিয়া, অনিমেষ লোচনে, তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ সমূহের ক্রমিক প্রকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সার্দ্ধ নয় ঘটিকার সময় রাজমাতা লুইসা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ভিক্টোরিয়া বজ্রাহত তরুর

ন্যায় ভূশায়িনী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। প্রিয়তমের সস্নেহ সহানুভূতিতে এই নিদারুণ শোকের মধ্যেও পতিগতপ্রাণা ভিক্টোরিয়ার প্রাণ কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল। বৎসর শেষ হইতে না হইতে ভিক্টোরিয়া যখন পুনরায় এতদপেক্ষা সহস্রগুণে তীব্রতর শোকের আঘাতে আহত হইবেন, তখন, রাজকুমার! কে তাঁহাকে আর এমন ভাবে আদর করিবে? তখন এমন ভাবে কে আর তাঁহার দগ্ধপ্রাণ শীতল করিতে যত্ন করিবে?

২৫এ মার্চ্চ তারিখে রাজমাতা লুইসার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ছয় জন মহিলা রাজ-মাতার মৃতদেহ সমাধিক্ষেত্রে বহন করিয়া লইয়া গেলেন, রাজকুমার এল্‌বার্ট ও তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। মহারাণী আপনার তনয়াগণ সমভিব্যাহারে রাজবাটীতে থাকিয়া, এই পবিত্র দিবসে জননীর পারত্রিক মঙ্গল ও শান্তির জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ইহার অল্প দিন পরেই মহারাণী সপরিবারে ওস্‌বোর্‌ণে গিয়া তথায় কিছুকাল বাস করিলেন। অতঃপর রাজপরিবার লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, হেসি ডার্‌মষ্টেডের রাজকুমারের সঙ্গে রাজকুমারী এলিসের শুভ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত

হইল। ইহার কিয়দ্দিবস পরে মহারাণী প্রিয়তমা জননীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহার বার্দ্ধক্যের আবাস-স্থান ফ্রগ্‌মোরে গমন করিয়া পরলোকগতা জননীর পারত্রিক মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া,—এবং মাতার জীবনের সাধুদৃষ্টান্ত ও মাতৃ-স্নেহের কথা ভাবিয়া সমস্ত দিবস নির্জ্জনে অতিবাহিত করিলেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় বৎসর কাল পূর্ব্ব হইতেই রাজকুমার প্রায়শঃ মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করিতে, এবং প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে তৎসম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসর "স্বর্গ আমাদের বাসস্থান," নামে একখানি ধর্ম্মপুস্তক উভয়ে মিলিত হইয়া পাঠ করিলেন, এবং তাহাতে উভয়েই বিশেষ উপকৃত হইলেন। এই পুস্তক পাঠ কালে একদিন রাজকুমার মহারাণীকে বলিলেন;—"কি অবস্থায় যে আমরা পুনরায় উভয়ে মিলিত হইব, জানি না; কিন্তু আমরা যে পরস্পরকে চিনিতে পারিব, এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত একত্র বাস করিব, তৎসম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই।" আর একদিন কথোপকথনচ্ছলে রাজকুমার প্রিয়তম-সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন,—"আমার যে ইহ জীবনের প্রতি নিরতিশয় আসক্তি আছে, তাহা নহে; তুমি ইহার উপর যত নির্ভর কর, আমি তত করি না। আমি যাহাদিগকে ভাল বাসি, তাহাদের আদর, যত্ন

ও সেবা শুশ্রূষা সম্পূর্ণরূপে চলিবে, ইহা জানিতে পারিলে, আগামী কল্যই আমি মরিবার জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইতে পারি।" স্বামী স্ত্রীতে যখন এই সকল পবিত্র ও গম্ভীর বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন তাঁহাদিগকে যে এই বর্ষ শেষ হইতে না হইতেই চির জীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে,—রাজকুমারের এই শেষোক্ত উক্তির সত্যমিথ্যা প্রমাণিত হইবার দিন যে শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহা তাঁহারা জানিতেন না। জানিতেন না বলিয়াই উভয়ে এমন শান্তভাবে এই সকল মর্ম্মভেদী বিষয়ে আলাপ করিতে পারিয়াছিলেন। মানুষ আপনার ভবিষ্যৎ ভাগ্য জানিতে পারে না,—বিধাতার একি চমৎকার বিধান! নতুবা সুখ দুঃখময় জীবনে সুখের দিনেও আগতপ্রায় দুঃখের ভীষণ ছায়া মানব মনে উদয় হইয়া, তাহার আনন্দ ও আহ্লাদকে ঘনতম বিষাদে পরিণত করিত!

রাজপরিবার ব্যাল্‌মোরেল্‌ হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অল্পদিন পরেই রাজকুমার এল্‌বার্টের শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে ভীষণ জ্বররোগে পর্ত্তুগেল রাজ্যের যুবক মহারাজা ও তাঁহার পরিবারবর্গের মৃত্যু সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিল। এই দুঃসংবাদে, এই অসুস্থ অবস্থায় রাজকুমারের প্রাণে কিঞ্চিৎ ভয় হইল। ২৪এ

নবেম্বর দিবসে তাঁহার গাত্রে অত্যন্ত বেদনা বোধ হইতে লাগিল, এবং আপনার দৈনন্দিন লিপি পুস্তকে তিনি লিখিলেন যে, "প্রায় পূর্ব্ববর্ত্তী একপক্ষ কাল রাত্রিতে একবারও চক্ষুমুদ্রিত করিতে পারি নাই।" অথচ এই অসুস্থ শরীরে পর দিবস প্রাতে যুবরাজকে দেখিবার জন্য ক্যাম্ব্রিজ নগরীতে গমন করিলেন। ক্রমাগত তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। কিন্তু এই অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত দৈনিক কার্য্যাদি হইতে বিরত ছিলেন না। ১লা ডিসেম্বর রবিবার দিবসে তিনি যথারীতি উপাসনালয়ে গিয়া উপাসনা করিলেন। তৎপরে একটু একটু জ্বর প্রকাশ পাইতে লাগিল। পর্ত্তুগলের রাজ-পরিবারের কথা মনে হইয়া, ইহাতে মহারাণীর প্রাণে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কিন্তু চিকিৎসকগণ বলিলেন যে সম্ভবতঃ সেরূপ কোনও ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু অবশেষে জ্বর রীতিমত দেখা দিল। ইহাতে পতিগত-প্রাণা ভিক্টোরিয়ার প্রাণে কি যে যাতনা, ভয় ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনা করে কার সাধ্য? ক্রমে ক্রমে রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজকুমার শয্যাগত হইলেন। আপনার জীবনের শেষ রবিবারে রাজকুমার প্রিয়তমা তনয়া এলিস্‌কে একটী সংগীত করিতে বলিলেন। রাজকুমারী এলিস্ অনেক গুলি ধর্ম্মসঙ্গীত করিলেন,—

রাজকুমার করযোড়ে মুদ্রিত নয়নে এই সংগীত শ্রবণ করিলেন। সংগীত শেষ হইল, কিন্তু রাজকুমার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন না। এলিসের মনে হইল পিতা নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু রাজকুমার ভগবদ্ চিন্তা করিতেছিলেন।

ক্রমে রাজকুমারের রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রোগযাতনায় তিনি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী নিকটে আসিবা মাত্র যেন তাঁহার সমুদায় যাতনার উপশম হইত এবং তিনি তাঁহার গণ্ডদেশে হাত দিয়া আদর করিয়া ধীরে ধীরে জর্ম্মান ভাষায় নানা প্রেমের কথা বলিতেন, ও বিবিধ আদরের নামে তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন। রোগ আরো বৃদ্ধি পাইল; রাজকুমারী এলিস্ পিতার নিকটে থাকিয়া অলৌকিক ধীরতা সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী বালিকা বিপদের ঘনমেঘ ঘনতর হইতেছে দেখিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুবরাজ এলবার্টকে সত্বর বাড়ী আসিবার জন্য পাঠ্যস্থান ক্যাম্বিজে পত্র লিখিলেন। কিন্তু পর দিবস প্রাতে রাজবৈদ্য ডাক্তার ব্রাউন, রাজকুমার বিপদোত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া মহারাণীকে আশ্বস্ত করিলেন। এই দিবস প্রাতঃকালে মহারাণী রাজকুমারের মুখে অলৌকিক রূপের ছটা ও এক অভিনব জ্যোতির আবির্ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাজকুমার শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া

ছিলেন, এবং মহারাণীর আগমন লক্ষ্য করিলেন না। চিকিৎসকগণ এখন নিরতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অনুরোধে মহারাণী রাজকুমারী এলিস্‌কে লইয়া রাজবাটীর ছাদে একটু বেড়াইতে গেলেন। কিন্তু সহসা সুদূরে ঐকতান-বাদ্যধ্বনি শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং ত্রস্ত হইয়া পতির রোগশয্যা পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাণী তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন, রাজকুমার তাঁহাকে জীবনের শেষবার আদর করিয়া "প্রিয়তমা পত্নী" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং তাঁহাকে চুম্বন করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে তাঁহার স্কন্ধে আপনার রোগ-ক্লিষ্ট মস্তক স্থাপন করিলেন। রাজপরিবারের সকলে আসিয়া এই বিপদের দুর্দ্দিনে, রাজকুমারের শয্যাপার্শে সমবেত হইলেন। রাজকুমারগণ একে একে জন্ম-সাধ পিতার হস্ত ধরিয়া নত-জানু হইয়া তাহা চুম্বন করিলেন; কিন্তু রাজকুমার এল্‌বার্ট এ সকল লক্ষ্য করিলেন না। মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ভিক্টোরিয়া প্রিয়তম পতির কর্ণের নিকটে অবনত হইয়া বলিলেন,—"তোমার প্রিয়তমা পত্নী আসিয়াছে।" রাজকুমার মস্তক সঞ্চালন করিয়া, তাঁহার কথার উত্তর প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। ক্রমে অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মহারাণী আর হৃদয়ের এই নিদারুণ

শোকবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, একটী বার মুখ ফুটিয়া কাঁদিবার জন্য, কক্ষান্তরে গমন করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই পুনরায় পতির মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে আহূত হইলেন। মহারাণী স্বামীর শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবেশন করিয়া তাঁহার অবশ হস্তখানি ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমতী বিষাদের মত নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যাগণ ও পরিবারবর্গ সকলে নতজানু হইয়া রাজকুমারের মৃত্যুশয্যা বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। সেই মর্ম্ম-বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করে কার সাধ্য? এই সুখী পরিবারকে এমন অকালে এমন ঘনতম বিপদ-ছায়া আসিয়া ঢাকিবে কে জানিত? ভিক্টোরিয়ার প্রফুল্ল-কমল-তুল্য চির-প্রসন্ন মুখ খানিতে এমন অকালে চির জীবনের মত এই গভীর বিষাদরাশি ঢালিয়া দিবে কে জানিত? এই বৃহৎ পরিবারটী মুহূর্ত্ত মধ্যে এরূপ ভাবে অনাথ হইবে কে জানিত? কিন্তু সর্ব্ব নিয়ন্তার নিয়তি খণ্ডন করে কার সাধ্য? সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার পূর্ব্বে রাজকুমারের জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইল! দশ মাস পূর্ব্বে মাতার মৃতদেহ পার্শ্বে মাতৃশোকাহত ভিক্টোরিয়া যে দিন ভূতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, সে দিন রাজকুমার তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন,—আজ এই ভীষণতর, তীব্রতর শোকের দিনে তাঁহার মুখের পানে কে তাকাইবে?—

আজ তাঁহাকে কে মধুর সান্ত্বনা বাক্যে, ও মধুরতর প্রেম-সম্ভাষণে শান্ত করিবে?

"হায়রে শমন কি করিলি?
সোনার সংসার, সুখী পরিবার,
এমন সুখে কেন বিষাদ ঢালিলি?"

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুন্দর জীবনের এই দারুণ বিষাদের চিত্র আর অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ফলতঃ ভিক্টোরিয়ার প্রকৃত জীবন যাহা, রাজকুমার এল্‌বার্টের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও একরূপ শেষ হইয়া গেল! আর তাঁহার সেই প্রসন্নতা, সেই উৎসাহ, সেই উদ্যম,—সেই কিছুই প্রকাশিত হইল না। এখন হইতে সংসারের কার্য্য না করিলে চলে না,—তাই তিনি তাহা করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যে মনোনিবেশ না করিলে কর্ত্তব্য হানি হয়, তাই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নতুবা তাঁহার জীবনের জীবন্ত ভাব, প্রাণের প্রাণতা,—সমুদায় প্রিয়তমের মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারই সমাধি ক্ষেত্রে ভূগর্ভে নিহিত হইল।

পতির মৃত্যুর পরে কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত মহারাণী ভিক্টোরিয়ারও জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং যদিও লিখিয়াছেন,—"এই পরীক্ষার মধ্যে মাতার মৃত্যুজনিত শোকে যে ভীষণ তীব্রতা ছিল, তাহা নাই;—তখন

আমি এত বিদ্রোহী ছিলাম যে, ভগবানের বিধানকে অবনত মস্তকে, শান্তভাবে, বিশ্বাস ভরে গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু এখন আমি আমার এই ঘোরতর বিপদের মধ্যেও কত দয়া ও কত মঙ্গলভাব মিশ্রিত রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি।"—কিন্তু তীব্রতা থাকুক, আর নাই থাকুক, এই নিদারুণ আঘাতে তিনি একেবারে শয্যাশায়িনী হইলেন। যাহা হউক ভগবানের ইচ্ছায় তিনি সত্বরই আপনার নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, এবং অল্পদিন মধ্যে বন্ধু বান্ধব-গণের বিশেষ অনুরোধে ওস্‌বোর্‌ণ্ গমন করিলেন।

এই গভীর শোকের সময়েও মহারাণীর কোমল প্রাণ প্রজাবর্গের সুখ দুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য হইল না। তাঁহার বৈধব্যের অল্পদিন পরে হার্টলি নামক স্থানের কয়লার খনিতে একটী আকস্মিক দুর্ঘটনায় দ্বিশতাধিক লোকের মৃত্যু হইল। এই দুঃসংবাদ শ্রবণে মহারাণী আপনার স্বাভা-বিক সহৃদয়তা সহকারে ওস্‌বোর্‌ণ্ হইতে "হতভাগিনী বিধবা ও মাতাগণের সঙ্গে সরল সহানুভূতি" জ্ঞাপন করিয়া তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পরে বহুকাল পর্য্যন্ত মহারাণী কোনও প্রকাশ্য সভাদিতে যোগদান করিলেন না। পর বৎসর ব্যালমোরেলে গিয়া মৃত স্বামীর অসংখ্য স্মৃতি চিহ্নের মধ্যে বাস করিতে তাঁহার প্রাণে প্রতিনিয়ত কি যাতনা হইতে

যুবরাজ-পত্নী এলেক্‌জেণ্ড্রা।

লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। যখন যাহা ঘটিত, তাহাতেই প্রিয়তম এল্‌বার্টের কথা তাঁহার মনে পড়িত। তাঁহার এই সুদীর্ঘ বৈধব্যে কি পরিবারিক নির্জ্জনতায়, কি রাজকীয় কার্য্য কলাপের সজন কোলাহল মধ্যে,— সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে রাজকুমার এল্‌বার্টের স্মৃতি তাঁহার প্রাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। "হায় আমাকে ভিক্টোরিয়া বলিয়া ডাকে, এমন কেহ আর এখন আমার নিকটে নাই"— এই বলিয়া মহারাণী আপনার বৈধব্যের প্রথম দিনে প্রাণের নির্জ্জনতা ব্যক্ত করিয়াছিলেন! এই গভীর নির্জ্জনতা আজি পর্য্যন্তও তাঁহার প্রাণে বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডেন্‌মার্কের রাজকুমারীর সঙ্গে যুবরাজ এল্‌বার্টের শুভ পরিণয় হইল। বিধবা মহারাণী এই উপলক্ষে উপাসনা মন্দিরের এক নিভৃত কোণে উপবেশন করিয়া প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ কার্য্য সন্দর্শন করিলেন। প্রাণপ্রতিম এল্‌বার্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আনন্দোৎসবে যোগ দান করিতে আর তাঁহার সাধ নাই!

ইহার অল্প দিবস পরে এবারডীন্‌ নগরীতে গিয়া মহারাণী স্বয়ং তাঁহার প্রিয়তম স্বামীর স্মরণার্থ নগরবাসীগণ কর্ত্তৃক রচিত একটী স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিলেন। অতঃপর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী প্রিয়তম স্বামীর মাতৃভূমি কোবার্গে গিয়া তথায় তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

করিলেন। এই উপলক্ষে উরূপার রাজন্য সমাজের মধ্যে অনেকেই কোবার্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাণী তাঁহাদিগকে লিখিলেন যে, ইহা একটী পারিবারিক অনুষ্ঠান, এবং ইহাতে অপরের উপস্থিতি প্রার্থনীয় নহে।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, মহারাণী পাঁচ বৎসরকাল পরে স্বয়ং গিয়া পার্লেমেণ্ট মহাসভার অধিবেশন সূচনা করিলেন। কিন্তু চিরাগত প্রথানুসারে এই উপলক্ষে আর বাদ্যাদি হইল না; মহারাণী রাজকীয় মুকুট এবং পরিচ্ছদাদিও পরিধান করিলেন না, তৎসমুদায় কেবল সিংহাসনোপরি স্থাপিত হইল। স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া যে অনুষ্ঠানে তিনি বিংশতি বৎসরকাল যোগ দান করিয়াছিলেন, সেই অনুষ্ঠানে পূর্ব্বকার সমারোহ সহকারে যোগ দান করিতে সতী ভিক্টোরিয়ার প্রাণ মানিল না!

আজি পর্য্যন্ত মহারাণী ভিক্টোরিয়া পূর্ব্বকার জাঁকজমক ও আনন্দোৎসাহ সহকারে কোনও আমোদ প্রমোদে যোগ দান করেন নাই। প্রেমিকা সতী যে দেশীয়া এবং যে ধর্ম্মাবলম্বিনীই হউন না কেন,—সর্ব্বত্রই তাঁহার বৈধব্য পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যের পরম আদর্শ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আদর্শ জননী।

ভিক্টোরিয়া শৈশবে অতি সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে আপনার শৈশব শিক্ষার প্রকৃত মূল্যও তিনি সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার আপনার সন্তানসন্ততিগণের শৈশব শিক্ষা উপযুক্ত রূপে পরিচালিত করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে যে গভীর আকাঙ্ক্ষার উদয় হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? রাজকুমার এল্‌বার্টও এই বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার জন্ম হইতেই এই গুরুতর বিষয়ের প্রতি রাজ-দম্পতির মন ধাবিত হয়। রাজকুমার প্রিয়বন্ধু অতীব বুদ্ধিমান্ ও বহুদর্শী ব্যারণ্ ষ্টক্‌মারের সঙ্গে এই বিষয়ে গভীর আলোচনা করিয়া ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার কি গভীর দায়িত্ব-বোধ ছিল, তাঁহার চিঠিপত্রাদিতে তাহার বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুবরাজ এল্‌বার্টকে একজন উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে স্থাপন করিয়া, পিতামহীকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিবার সময় রাজকুমার লিখিলেন;—"ইহা একটী অতি গুরুতর কার্য্য, ঈশ্বর আমাদের এই কার্য্যের উপরে তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন্! কারণ

রাজকুমারগণের সৎশিক্ষার উপরে, বিশেষতঃ যাঁহাদের মস্তকে শাসনভার অর্পিত হইবে, তাঁহাদের সৎশিক্ষার উপরেই, বর্ত্তমান সময়ে জগতের মঙ্গল ও উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।”

আপনাদিগের বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভ হইতেই কি প্রণালীতে এবং কি কি মূল সত্যাবলম্বনে তাঁহাদের তনয়তনয়ার শিক্ষাকার্য্য পরিচালিত হইবে, তদ্বিষয়ে এই রাজদম্পতির প্রাণ গভীরভাবে নিবিষ্ট হইয়াছিল। বিচক্ষণ-বুদ্ধি ব্যারণ্ ষ্টকৃমার তাঁহাদের পারিবারিক সর্ব্ব-বিধ বিষয়েই প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন, এই বিষয়েও ব্যারণের পরামর্শ ও মতামত প্রার্থনা করা হইল। ব্যারণ্ রাজকুমার ও রাজকুমারীগণকে নিরতিশয় উদারশিক্ষা প্রদান করিতে উপদেশ দিলেন। মহারাণী মেলবোর্ণেরও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। লর্ড মেলবোর্ণকে মহা-রাণী লিখিলেন,—“আমাদের শিশুসন্তানগণের শিক্ষা লইয়া আমরা নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, এবং তৎ-সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়া অতি কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে।...বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে চলিবে না; কিন্তু কিরূপ ভাবে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহাই বিষম সমস্যা। ষ্টকৃম্যার বলেন যে, কার্য্যবহুলতা নিব-ন্ধন আমরা যখন আমাদিগের সন্তানগণের শিক্ষার

ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারি না, তখন অতি বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত লোকের উপরেই এই ভার অর্পিত হওয়া বিধেয়।......তাহাদের শিক্ষা অত্যন্ত সরল হয়,—তাহাতে রাজকীয় জাঁকজমকের ভাব বিন্দুমাত্র না থাকে; আমাদের বিশেষ ইচ্ছা।" যথাসময়ে লেডী লিটেল্‌টন্‌ এই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। দ্বাদশবর্ষকাল এই উপযুক্ত ও সচ্চরিত্রা ভদ্রমহিলা রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কি সূত্র অবলম্বনে রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের শিক্ষা বিহিত হইবে, মহারাণী সময়ে সময়ে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষকগণের হস্তে অর্পণ করিতেন। এই সকল লিপি হইতে তৎসম্বন্ধে তাঁহার প্রাণের গভীর একাগ্রতা ও মতের উদারতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে মহারাণী একখানি স্মারক-লিপিতে লিখিয়াছিলেন,—"সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় এই যে, তাঁহাদিগের শিক্ষাকার্য্যে রাজকীয় জাঁকজমকের লেশ মাত্র থাকিবে না এবং তাহাদের পাঠের ক্ষতি না করিয়া যত বেশী তাহারা আমাদের সঙ্গে থাকিতে পারে এবং আমাদের উপরে সর্ব্ববিষয়ের অকৃত্রিম ও অটল আস্থা স্থাপন করিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" এই সকল স্মারক লিপিতে মহারাণী বারম্বার

রাজকুমারী ও রাজকুমারগণের ধর্ম্ম শিক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা মাতার জানুপরি উপবেশন করিয়া প্রতিদিন ঈশ্বরোপাসনা শিক্ষা করে,—মহারাণীর প্রাণের গভীর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কার্য্যবাহুল্য নিবন্ধন এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইত না বলিয়া তাঁহার প্রাণে বিশেষ ক্লেশ হইত। জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী সম্বন্ধে মহারাণী আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"আমার কার্য্যবাহুল্য নিবন্ধন উপাসনা করিবার সময় আমি তাহার সঙ্গে থাকিতে পারি না বলিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ হয়।" রাজকুমারীর ধর্ম্ম-শিক্ষার বিষয়ে মহারাণী শিক্ষয়িত্রীকে লিখিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর এবং ধর্ম্মের প্রতি তাহার প্রাণে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিতেই হইবে। এ বিষয়ে আমার প্রাণে কোনও প্রকারের মত-দ্বৈধ নাই। কিন্তু আমাদের স্বর্গীয় পিতা তাঁহার এ জগতের সন্তান সন্ততিগণের প্রাণে যে প্রেম ও নিষ্ঠাভাব বিশেষ বর্দ্ধিত করেন, তাহার প্রাণেও তাহাই জাগ্রত করিয়া দিতে হইবে,—কিন্তু ভয়ের ভাব নহে; এবং মৃত্যু ও পরলোক তাহার নিকট একটা ভীতিপ্রদ ভীষণ ব্যাপার বলিয়া তাহার নিকটে কদাপি চিত্রিত হইবে না। এখনও তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের বিভিন্নতা জানিতে দেওয়া হইবে না, এবং নতজানু হইয়াই কেবল ভগবানের উপাসনা করা যায়, এবং যাহারা নতজানু

হয় না, তাহাদের উপাসনা গভীর, একাগ্র ও নিষ্ঠা-সম্ভূত হইতে পারে না, এরূপ ভাব যাহাতে তাহার প্রাণে উদয় না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।" (Memorandum by the Queen. Martin's Life of the Prince Consort. Vol II. p. 180-81.)

মহারাণী আপনার সন্তানগণের নীতি-শিক্ষা বিধানেও সতত বিশেষ উৎসুক থাকিতেন। তাহাদের অন্যায় অত্যাচার দেখিলে উপযুক্তরূপে শাসন করিতে কদাপি ক্রটী করিতেন না। কথিত আছে একদা দুইজন রাজকুমারী বালস্বভাব-সুলভ চাপল্য নিবন্ধন একটী পরিচারিকার মুখ ও পরিধেয় বস্ত্র বার্ণিশ দিয়া রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। পরিচারিকা রাজবাটীর একস্থানে বার্ণিশ লাগাইতেছিল, রাজকুমারীদ্বয় ঘটনাক্রমে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার ছলে বার্ণিশের তুলিকাখণ্ড আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহার মুখ রঞ্জিত করিয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে এই ঘটনার সংবাদ মহারাণীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি বালিকাদ্বয় সমভিব্যাহারে একেরারে দাস দাসীদিগের বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সকলের সমক্ষে রঞ্জিত-মুখ-দাসীর নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বালিকাদ্বয়কে আদেশ করিলেন। রাজ-

কুমারীগণ অগত্যা মাতৃআজ্ঞায় গুরুতর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিনীতভাবে তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে ইহাঁরা আপনাদিগের মাসিক বৃত্তি হইতে, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, এই পরিচারিকাকে একটী অভিনব পোষাক ক্রয় করিয়া দিতে আদিষ্ট হইলেন। যথাসময়ে রাজকুমারীদ্বয় বাজারে যাইয়া এই পোষাক ক্রয় করিয়া আনিয়া পরিচারিকাকে দান করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ ক্লেশ হইল না, কেবল এরূপ ভাবে দাসীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতেই বড় ক্লেশ হইয়াছিল।

মহারাণী আপনার তনয়তনয়াগণের শিক্ষা-বিধানার্থ ওস্‌বোর্‌ণ্‌ রাজবাটীর অন্তর্ভুত একটী নব-নির্ম্মিত কুটীর তাহাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। রাজকুমার এল্‌বার্টের আদেশানুসারে সুইজার্‌লেণ্ড্‌বাসী কৃষকদিগের কুটীরের অনুকরণে এই কুটীরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কুটীরের নিকটেই প্রত্যেক রাজকুমার ও রাজ-কুমারীর এক একটী পুষ্পোদ্যান ও তরকারির বাগান ছিল। রাজ-তনয় ও রাজতনয়াগণ এই সকল বাগানে আপনারাই রীতিমত মালীর কর্ম্ম করিতেন। এতদ্ব্যতীত রাজকুমারগণের একটী ক্ষুদ্র কারখানা ছিল, তথায় তাঁহারা সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা করিতেন। রাজকুমারীগণের জন্য একটী রন্ধনশালাও ছিল; তথায়

প্রায়শঃই তাঁহারা আপনাদিগের বাগান হইতে তরিতরকারী সংগ্রহ করিয়া, বিবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতেন। মহারাণী স্বয়ং প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য্য অতিশয় ভাল বাসিতেন। শৈশবে ব্রিটীশ মিউজিয়মের জীবপ্রতিকৃতি প্রভৃতি দেখিয়া তিনি কত মনোরম ও হিতকর বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আপনার সন্তানগণের ঐরূপ মনোহর ও উপকারী শিক্ষা বিধানার্থ তিনি তাঁহাদিগের জন্য ওস্‌বোরণে মৃত পশু ও জীব জন্তু প্রভৃতির একটী ক্ষুদ্র প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাদিগের জীবদেহতত্ত্ব শিক্ষা করিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপে মহারাণী সতত আদর্শ জননীর মত আপনার পুত্র কন্যাগণের শিক্ষা বিধানে বিশেষ যত্ন করিতেন। রাজকীয় কার্য্যকলাপাদির ব্যস্ততার মধ্যে অহর্নিশ বাস করিতে বাধ্য না হইলে, তিনি যে আপনার তনয়তনয়াগণকে স্বয়ং অতি সুশিক্ষা দান করিতে পারিতেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই; এবং এই সকল কার্য্যবাহুল্য সত্ত্বেও তিনি এতদর্থে যতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা তাঁহাকে জননী-সমাজের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতে পারি। এ দেশের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডের অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিতা ও সুসভ্যা মাতৃসমাজেও ভিক্টোরিয়ার মত কর্ত্তব্যপরায়ণা, বুদ্ধিমতী জননী অতি বিরল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

আধুনিক ঘটনা।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মহৎ জীবনের আধুনিক ঘটনাবলি অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিলেই চলিবে। প্রিয়তম পতির মৃত্যুর পরে বহুদিবস পর্য্যন্ত তিনি কোনও প্রকাশ্য কার্য্যাদিতে যোগ দান করিলেন না। তৎপরে সর্ব্বপ্রথম ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ব্ল্যাক্‌ফেয়ার্স সেতু উন্মুক্ত করিলেন, এবং পরবৎসর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বৎসর জর্ম্মণী ও ফ্রান্সে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, এবং এই যুদ্ধে তাঁহার জামাতৃদ্বয়কে বিরুদ্ধপক্ষাবলম্বনে পরস্পরের সঙ্গে নিদারুণ শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ অতিশয় ক্লিষ্ট হইল। এই যুদ্ধের সময়ে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা এলিস্‌ প্রতিদিন স্বয়ং ডারম্‌ষ্টেডের চারিটি সৈনিক চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিয়া রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষার তত্ত্বাবধান করিতেছেন শুনিয়া বিবিধ দুর্ভাবনার মধ্যেও পরোপকারিণী মহারাণীর প্রাণ পরম পরিতোষ লাভ করিল। পরবৎসর মহারাণী স্বয়ং পার্লেমেণ্ট মহাসভার অধিবেশনের সূচনা করিলেন। কিন্তু এই দশ বৎসরকালেও তাঁহার বৈধব্য যাতনার তীব্রতা বিশেষ হ্রাস হয় নাই। এই উপ-

লক্ষে এই স্থলে মৃত স্বামীকে স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রাণে এত যাতনা হইল যে, প্রধান মন্ত্রী যখন তাঁহার হইয়া রাজকীয় বক্তৃতা পাঠ করিতেছিলেন, তখন মহারাণী বিষণ্ন-মুখে, অবনত দৃষ্টিতে, নিশ্চল ভাবে, প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়াছিলেন। এই বৎসর মার্চ্চ মাসে রাজকুমারী লুইসী, মহারাণীর সুপ্রসিদ্ধ প্রজা লর্ড লোরেণের সঙ্গে পরিণীতা হইলেন। মহারাণী এই উপলক্ষে স্বয়ং কন্যা দান করিলেন। ইহার পরবৎসর প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ যুবরাজ এল্বার্টের নিদারুণ জ্বর-রোগ হইল। যে রোগে একাদশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণ-প্রতিম পতির জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়াছিল, প্রিয়তম পুত্রকে সেই ভীষণ রোগাক্রান্ত দেখিয়া মহারাণীর প্রাণে যে কি ভয় ও ভাবনার উদয় হইল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। মহারাণী পুত্রের রোগ শ্রবণ মাত্র তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে, ঈশ্বর কৃপায়, যুবরাজ বিপদুত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে সুস্থতা লাভ করিলেন। তাঁহার রোগ-মুক্তি নিবন্ধন সমগ্র ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারী দিবসে মহা মহোৎসব হইল। এই উপলক্ষে মহারাণীর আদেশানুযায়ী ইংলণ্ডের প্রত্যেক উপাসনালয়ে বিশেষ উপাসনা হইয়া, যুবরাজের রোগ-মুক্তির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। ইহার পর দিবস আর্থার অক্নার্ নামক একটী আইরিশ্

যুবক মহারাণীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। বিচারে ইহার বাতুলতা প্রমাণিত হইলে, তাহাকে বাতুলালয়ে প্রেরণ করা হইল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশ্ রাজধানীতে গ্রেণ্ড্-ডচেস্ মেরীর সঙ্গে দ্বিতীয় রাজকুমার ডিউক্ অব্ এডিনবরার পরিণয় হইল। মহারাণী যথোচিত সমারোহ সহকারে মধুর স্নেহ সম্ভাষণে নবীনা পুত্রবধূর অভ্যর্থনা করিলেন।

আপনার জীবনে মহারাণী নিদারুণ বৈধব্য যাতনার তীব্রতা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছিলেন বলিয়া, অপরের উপরে বৈধব্যের বা বিপত্নীকতার শোকভার নিপতিত হইলে, তাঁহাদের দুঃখে তাঁহার কোমল প্রাণ আপনি ক্রন্দন করিয়া উঠিত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক ডিন্ ষ্ট্যান্লী বিপত্নীক হইলে মহারাণীর প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ হইল। বিশেষতঃ ষ্ট্যান্লীর পত্নী বিবাহের পূর্ব্বে মহারাণীর সহচরী ছিলেন বলিয়া এই দুঃখ আরো সমধিক তীব্র হইল। মহারাণী শোকাহত বন্ধু-পত্তিকে সান্ত্বনা করিয়া পত্র লিখিলেন, এবং ষ্ট্যান্লী-পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থাকিয়া তদন্তে শোকাহত ডিনের সঙ্গে তাঁহার শূন্য গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্ন করিলেন। কিছুকাল পরে মহারাণীর আদেশে ও ব্যয়ে ষ্ট্যান্লী-পত্নীর সমাধিস্থলে একটী উপযোগী স্মৃতি-চিহ্ন নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাণী প্রাণপ্রতিম পতির স্মরণার্থ কেন্‌সিংটন রাজউপবনের সন্নিকটে, এবং পরে এডিন্‌বরা নগরীতে এক একটী মনোহর স্মৃতি-চিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিলেন।

রাজত্বের প্রথম ভাগে লর্ড মেল্‌বোর্ণ্ যেরূপ মহারাণীর প্রিয়তম বন্ধু ও সচিব ছিলেন, এই সময়ে মিষ্টার ডিজ্রেলিও সেইরূপ তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ও সচিব হইলেন। ডিজ্রেলির বিষয় বুদ্ধি বিলক্ষণ ছিল; কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়েও যে ধর্ম্ম ও নীতির সূত্র অবশ্য প্রতিপাল্য, ইহা তিনি বড় বিশ্বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার মন্ত্রিত্ব সময়ে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে ঘৃণনীয় সাম্রাজিকতার প্রথম বিকাশ দৃষ্ট হইল। তাঁহার শাসনকালে, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, মহারাণী ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন। ডিজ্রেলি যে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে; কিন্তু টোরী দলপতিরূপে তিনি প্রভূত আধিপত্য উপভোগ করিতেন। কেবল আত্মগৌরব বৃদ্ধির ইচ্ছা ব্যতীত অপর কোনও বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সারল্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার একজন সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের অপর কোনও রাজমন্ত্রী এরূপ শঠতাচরণ করেন নাই। তিনি জাতিতে ইহুদী ছিলেন, এবং ইংলণ্ডের

প্রধান মন্ত্রী হইলেও তাঁহার মধ্যে ইংরাজ চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী প্রায় কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু কি যাদু-প্রভাবে জানি না, মহারাণী তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্তা ছিলেন; এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী উদারচেতা ও নিষ্ঠাবান্‌ মহামতি গ্লাডষ্টোনের প্রতি তিনি কখনও কখনও অসদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া জনরব আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডিজ্রেলীর মৃত্যুতে মহারাণীর প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইল। তিনি ডিজ্রেলীর সমাধিস্থানে আপনার বন্ধুত্বের উপহার স্বরূপ একটী স্মৃতি-চিহ্ন নির্ম্মাণ করিয়া স্বনামে তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী পুনরায় নিদারুণ শোকাহত হইলেন। রাজকন্যাগণ মধ্যে সম্ভবতঃ রাজকুমারী এলিস্‌ই মহারাণীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্রী ছিলেন, তিনি যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবতী ছিলেন তাহা সুবিদিত। এই বৎসর ১৪ই ডিসেম্বর দিবসে তাঁহার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিনে রাজকুমারী এলিস্‌ পঞ্চত্রিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে জীবনলীলা পরিসমাপ্ত করিলেন। হেসির রাজপরিবারে নিদারুণ ডিপ্থিরিয়া রোগ প্রবেশ করিয়া, সর্ব্বপ্রথমে মহারাণীর দৌহিত্রী রাজকুমারী মেরির পরলোক হইল। রাজকুমারী এলিস্‌ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে প্রাণপ্রতিম স্বামী এবং প্রিয়তম

সন্তানগণের সেবা শুশ্রূষা করিয়া, আপনার তনয়ার মৃত্যুর দুই সপ্তাহকাল পরে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের মৃত্যুতে সমগ্র সভ্য জগৎ শোকগ্রস্ত হইল। গারফিল্ড একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সৎসাহস, তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান, তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাব, তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, তাঁহার অলৌকিক নিঃস্বার্থতা, ও অপরাজেয়া সত্যনিষ্ঠা চিরদিন পরবর্ত্তী মানবকুলের শিক্ষার স্থল হইয়া রহিবে। তাঁহার অপমৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রাণে অত্যন্ত ক্লেশ হইল। তিনি বৈধব্যের তীব্র যাতনা কাহাকে বলে আপনার জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিতেছিলেন, তাই সরল ও গভীর সহানুভূতি সহকারে, গারফিল্ড পত্নীকে তারযোগে বলিয়া পাঠাইলেন,—"এই সময়ে আপনার দুঃখে আমার প্রাণে যে কি গভীর সহানুভূতি অনুভব করিতেছি, তাহা বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না। ঈশ্বর আপনার প্রাণে সেই বল এবং সেই সান্ত্বনা বিধান করুন, যে বল ও যে সান্ত্বনা তিনি ভিন্ন অপর কেহই আর দিতে পারে না।" অতঃপর মহারাণী স্বয়ং একখানি গভীর সহানুভূতিপূর্ণ লিপি শোকাহতা গারফিল্ড-পত্নীর নিকট প্রেরণ করিলেন।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যখন আমেরিকার তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ প্রেসিডেণ্ট এব্রাহেম্ লিঙ্কন্ এইরূপ ভাবে নর-হন্তা হস্তে নিহত হন, তখনও মহারাণী তাঁহার শোকগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে আপনার গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ইংরাজ রাজদরবার শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। উদারমতী ভিক্টোরিয়াই সর্ব্ব প্রথম আমেরিক্ প্রজাতন্ত্রের সভাপতিকে পৃথিবীর রাজন্য-সমাজের সম্পূর্ণ সমকক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন!

রাজকুমারী এলিসের অকাল মৃত্যুর পাঁচ বৎসর কাল পরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে আপনার কনিষ্ঠ পুত্র রাজকুমার লিওপোল্ডের পরলোকে মহারাণী নিদারুণ পুত্র-শোক প্রাপ্ত হইলেন। পুত্র-শোকাতুরা ভিক্টোরিয়া এই উপলক্ষে আপনার গভীর শোকবেগ সম্বরণ করিয়া নববৈধব্যগ্রস্তা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দিতে নিযুক্ত হইলেন। নিস্বার্থতার এমন মধুর দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যায়? যে দেশের অধিকাংশ জননী পুত্র-শোক প্রাপ্ত হইলে হতভাগিনী পুত্রবধূকে সকল দুঃখের মূল বলিয়া বিষচক্ষে দেখিয়া থাকেন, সে দেশে এই মধুর, এই পবিত্র, এই নিঃস্বার্থভাবের আদর হইবে কি?

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব্বের ফেব্রুয়ারীতে স্কট্-ল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক টলক্

রাজকুমার লিওপোল্ড   ডিউক অব্ এলব্যানি।

পরলোক গমন করিলেন। মহারাণীর সঙ্গে অধ্যাপক টলকের বিশেষ পরিচয় ছিল। মহারাণী সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহাশয়কে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে তিনি অতিশয় ক্লিষ্ট হইলেন; এবং নববৈধব্যগ্রস্তা অধ্যাপক-পত্নীকে লিখিলেন;—

"আপনার প্রিয়তম ও সুবিখ্যাত স্বামীকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম, ভক্তি করিতাম, ভালবাসিতাম; এবং যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় নাই, তথাপি আশা করি আপনি আমাকে আমার মনের ভাবগুলি বলিবার জন্য প্রয়াস পাইতে অনুমতি দান করিবেন। আপনার জন্য আমার হৃদয়ে অতীব যাতনা হইতেছে। আপনি সেই প্রশস্তচেতা, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, সৎসাহসী, মহামতি পুরুষের উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী,— যাঁহার মৃত্যুতে আজ রমণী জীবনের তীব্রতম শোকভার আপনার মস্তকে নিপতিত হইয়াছে! এইরূপ শ্রদ্ধেয় ও বিশ্বাসী বন্ধুর মৃত্যুতে আমার যার পর নাই ক্লেশ হইতেছে। তাঁহার পবিত্র সুন্দর অমায়িক মুখচ্ছবি আর দেখিতে পাইব না; তাঁহার সেই জ্ঞানগর্ভ ও নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিতে পাইব না;—ইহা আমি ভাবিতে পারি না। আপনাকে দেখিবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছি। আমি আশা করি, আপনি অনুগ্রহ

করিয়া আপনার স্বামীর পরিচিতা বলিয়া এবং এ জীবনে অনেক দুঃখ ক্লেশ ও নিদারুণ শোক ভোগ করিয়া, আপনার প্রাণে আজ কি গভীর যাতনা হইতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারি বলিয়া, আমাকে অতি গোপনে, বন্ধুভাবে আপনার বাড়ী যাইতে দিবেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পিতৃশোকগ্রস্ত আপনার বালকবালিকাগণকে আমার সরল ও গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবেন। আগামী কল্য আমার হৃদয় মন আপনার বিষয়ই বিশেষভাবে চিন্তা করিবে। আমি প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আপনার নিকটে থাকিয়া আপনার সহায় ও সম্বল হউন!"

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মহৎ জীবনে যেমন আদর্শ-কন্যা, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ মাতার অনেক লক্ষণ প্রায় সততই প্রকাশ পাইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার চরিত্রে আদর্শ গৃহস্বামিনীর লক্ষণ সমূহও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার উচ্চপদ নিবন্ধন এবং রাজকীয় রীতি নীতি অনুসারে সমুদায় গৃহকার্য্যাদি রাজকীয় কর্ম্মচারীগণের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয় বলিয়া গৃহস্বামিনীরূপে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই সত্য; কিন্তু আপনার পরিচারক ও পরিচারিকাবর্গের সঙ্গে তিনি সতত যেরূপ অমায়িক আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইতে তাঁহার কোমল হৃদয় ও পরদুঃখানুভাবুকতার

বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজবালাগণের জনৈক শৈশব শিক্ষয়িত্রী একদা মাতার নিদারুণ রোগ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মাতৃ-সন্নিধানে গিয়া কিছুদিন বাস করিবার জন্য আপনার কর্ম্মত্যাগ করিলেন। মহারাণী এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমার মাতার সেবা শুশ্রুষার জন্য যতদিন প্রয়োজন হয়, তুমি তাঁহার নিকটে গিয়া থাকিতে পার; তোমার কর্ম্ম-ত্যাগ করিতে হইবে না। তোমার অবর্ত্তমানে রাজকুমার এবং আমি ছেলেদিগের শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিব।" শিক্ষয়িত্রী সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে মহারাণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া মাতৃগৃহে গমন করিলেন। তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হইল, এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে তিনি পুনরায় আসিয়া স্বকার্য্যে বৃত হইলেন। বৎসরান্তে তাঁহার মাতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। শিক্ষয়িত্রী রাজকুমারীদিগকে যথারীতি ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইতে গিয়া, মাতৃশোকে অধীর হইয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারীগণ শিক্ষয়িত্রীর ক্রন্দন-সংবাদ মাতার কর্ণ-গোচর করিবামাত্র মহারাণী আসিয়া শিক্ষয়িত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া সকরুণ স্বরে বলিলেন,—"তুমি আমার অপ-রাধ মার্জ্জনা কর। অদ্য তোমার মাতৃশ্রাদ্ধের দিন, একথা আমি প্রত্যূষে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আজ তুমি

নির্জ্জনে যথেচ্ছা অতিবাহিত কর;—আমি ইহা-দিগকে পড়াইব। কেবল আজ প্রত্যুষেই আমি তোমার মাতৃশ্রাদ্ধের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু একেবারে যে ভুলিয়া যাই নাই—তাহার প্রমাণ এই যে তোমাকে অদ্য উপহার প্রদান করিবার জন্য আমি এই লকেট্‌টী ও এই শোক-চিহ্ন ধারণোপযোগী কঙ্কনখানি আনিয়াছি।" এই লকেটে শিক্ষয়িত্রীর মাতার কেশগুচ্ছ সন্নিবিষ্ট ছিল; এবং এই কঙ্কনে তাঁহার মৃত্যু দিবস মুদ্রিত ছিল।

যেমন ব্যাল্‌মোরেলে সেইরূপ ওস্‌বোরণেও মহারাণী রাজবাটীর নিকটস্থ দীন দুঃখী প্রজাবর্গের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশিয়া বিবিধ বিষয়ে তাহাদিগের সাহায্য করিতেন। ওস্‌বোরণের ধর্ম্মযাজক মহাশয় একদা একজন রুগ্ন স্ত্রী-লোককে দেখিতে যাইয়া, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে একজন শোকবস্ত্র-পরিহিতা ভদ্র মহিলাকে খৃষ্ট ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাইবেল পাঠ করিতে দেখিলেন। অপরিচিতা মহিলাকে দেখিয়া ধর্ম্মযাজক মহাশয় চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া ভদ্রমহিলাটী বলিলেন,—"আপনি এখানে থাকুন। একজন ধর্ম্মযাজকের ধর্ম্মোপদেশে যে শান্তি ও সদুপদেশ লাভ হইবে, আমি এই রোগীকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহি না।" এই বলিয়া ভদ্রমহিলাটী চলিয়া গেলেন। মহারাণী ভিক্টো-রিয়াই এই ভদ্র মহিলা।

আধুনিক রাজনৈতিক ঘটনাবলিও সংক্ষেপে বিবৃত করিলেই চলিবে। ফলতঃ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বরার্ট পিলের মন্ত্রি পদ ত্যাগের পর হইতে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেশের আভ্যন্তরীণ্ সংস্কারাদি বিষয়ে, কি উদারনৈতিক কি রক্ষণশীল, কোনও মন্ত্রি-সমাজই বিশেষ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই শেষোক্ত বৎসর ইহুদীদিগকে পার্লেমেণ্টে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল। অতঃপর দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিস্তারোদ্দেশে মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন্ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একখণ্ড সংস্কার বিধানের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন; কিন্তু মহাসভায় তাহা অগ্রাহ্য হওয়াতে উদারনৈতিকগণ পদত্যাগ করিলেন। লর্ড ডার্ব্বী পুনরায় মন্ত্রিপদে বৃত হইয়া, দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একটী অভিনব সংস্কার বিধান পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করেন। অনেক বাদানুবাদের পর এই বিধান পাশ হইল। ইহার অল্প দিবস পরে উদারনৈতিক মন্ত্রিদলের সাধু চেষ্টায় ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী আইরিশ্ প্রজাবর্গের নিকট হইতে গৃহীত কররাশির অপব্যয়ে আয়র্লণ্ডে একটী রাজকীয় প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসমাজ রক্ষা করিয়া তাহাদিগের উপর যে ঘোরতর অন্যায় অবিচার করা হইতেছিল, তাহার প্রতিবিধান হইল। আয়র্লণ্ডের রাজকীয় ধর্ম্মসমাজ উঠিয়া গেল। এই মহৎ ও উদার

কার্য্যের জন্য আইরিশ্ প্রজাগণ মহামতি গ্লাড্ষ্টোনের নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহামতি গ্লাডেষ্টোন্ প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন, এবং এই ছয় বৎসরকাল ভিক্টোরিয়া রাজত্বের আধুনিক ইতিহাসে বিবিধ জনহিতকর ও উদার-সংস্কারের সাধু চেষ্টার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবে। তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের নিকট হইতে অল্পাধিক সুবিচার লাভ করিয়াছে, নাগরিক ও গ্রাম্য শাসন প্রণালীর উন্নতি ও সংস্কার সাধিত হইয়াছে, স্বাধীন বাণিজ্যের আদর বৃদ্ধি পাইয়াছে, জনসাধারণের শিক্ষার বিশেষতঃ শ্রমজীবীগণের শিক্ষার উৎকৃষ্টতর উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন সময়ে ইতিপূর্ব্বে যে সকল নীতিহীন উপায় অবলম্বিত হইত, তাহার আংশিক প্রতীকার হইয়াছে, এবং ইংরাজ রমণীর রাজনৈতিক অবস্থা উন্নতির জন্য কথঞ্চিৎ চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহার মন্ত্রিত্ব সময়ে লর্ড মেও কর্ত্তৃক ভারতে বর্ত্তমান স্বায়ত্ত শাসনের মূল বীজ সর্ব্বপ্রথমে রোপিত হইয়াছিল। এইরূপ বিবিধ জনহিতকর কার্য্য করিয়া, বিবিধ সংস্কার সাধন ও বিবিধ ভবিষ্য সংস্কারের পথ পরিস্কার করিয়া মহামতি গ্লাড্ষ্টোন্ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্লেমেণ্টে স্বদলের দুর্ব্বলতা দেখিয়া পদত্যাগ করিলে, বেঞ্জামিন্ ডিজ্রেলি

রাজমন্ত্রিপদে বৃত হইলেন। ছয় বৎসর কাল ইনি ইংরাজ-শাসনের শীর্ষস্থানে থাকিয়া ইংলণ্ডের ও ভারতের অশেষ অনিষ্ট সাধন করেন। তাঁহার কৃপায় প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ইংরাজ-রাজনীতিতেও সাম্রাজিকতার পুনরুভ্যুদয় হইল!

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডিজ্রেলীর মন্ত্রিত্ব শেষ হইয়া মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন পুনরায় মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং তাঁহার তৎপরবর্ত্তী ছয় বৎসর কালের মন্ত্রিত্ব ইংলণ্ডে ও ভারতে বিবিধ রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য চির-প্রসিদ্ধ থাকিবে। তাঁহারই কৃপায় আজ প্রায় প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসীই পার্লেমেণ্টে সভ্য মনোনয়ন করিবার অধিকার ভোগ করিতেছে; এবং তাঁহারই বন্ধু ও ভূতপূর্ব্ব সহযোগী মহামতি ভারত বন্ধু লর্ড রিপণের কৃপায়, ভারতের প্রায় গ্রামে গ্রামে আজ অভিনব রাজনৈতিক জীবনের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ভিক্টোরিয়া রাজত্বে অন্যূন নয়জন প্রধানমন্ত্রী রাজ্য শাসনভার বহন করিয়াছেন,—এবং অন্যূন দ্বাদশ জন রাজপ্রতিনিধি ভারত শাসনের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন,—কিন্তু মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোনের অপেক্ষা ইংলণ্ডের অধিকতর হিতৈষী রাজমন্ত্রী আর কেহ ছিলেন না, এবং ভারত বন্ধু রিপণের মত এমন উদার, এমন ধার্ম্মিক, এমন সদাশয় রাজ-প্রতিনিধিকে

সরল শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদান করিয়া ভারতবাসী আর কখনও সুখী ও কৃতার্থ হয় নাই।

অর্দ্ধ শতাব্দীকাল মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংরাজ রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। এই অর্দ্ধ শতাব্দীতে জগতের ইতিহাসে কত ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে,—কত বিপ্লব-তরঙ্গে কত সিংহাসন কম্পিত হইয়াছে,—কত রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে,—কত শাসন প্রণালী বিপর্য্যস্ত হইয়াছে; কত পরাধীন জাতি স্বাধীনতার স্বর্গসুখ আস্বাদন করিয়াছে,—কত স্বাধীন জাতি বিজাতীয় ও বৈদেশিক শাসনের ভীষণ নিগড়-বদ্ধ হইয়াছে; কত ধর্ম্ম বিপ্লব, কত সমাজ বিপ্লব, কত রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুতে কত দেশ আলোড়িত হইয়াছে। কিন্তু এই সমুদায় বিপ্লব, আন্দোলন ও ঘোরতর পরিবর্ত্তনের মধ্যে, সভ্যজগতের মধ্যে কেবল ইংলণ্ড অপ্রতিহত গতিতে বিবিধ উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকের বিপ্লব তরঙ্গ মধ্যে—কেবল ভিক্টোরিয়ার উদার ও মহৎ চরিত্র গুণে,—ইংলণ্ডের রাজ সিংহাসন আজও অটল, অচল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসের অতি গুরুতর সময়ে ভিক্টোরিয়া ইংরাজ সিংহাসন অধিরোহণ করিয়াছিলেন। বহুশতাব্দীর রাজনৈতিক অসাড়তার পরে ইংলণ্ডের জনসাধারণের

IX

ভারত বন্ধু ধর্ম্মশীল মার্কুইস্ অব রিপণ।

মধ্যে তখন নবজীবনের প্রথম প্রবাহ কেবল সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সময়ে রাজকীয় ক্ষমতার বিন্দুমাত্র অপব্যবহার হইলে,—জনসাধারণের এই নব-জাগ্রত আশা ও আকাজ্ক্ষাকে সবলে পদদলিত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা হইলে,—এই বৈপ্লবিক ভাব সমূহ ভীষণতম আকার ধারণ করিয়া দুর্ব্বার পরাক্রমে রাজসিংহাসন ও রাজ্যতন্ত্র শাসন প্রণালী সমুদায় ভাসাইয়া লইয়া যাইত। কিন্তু কেবল ভিক্টোরিয়ার চরিত গুণে এই সমুদায় বিপ্লবান্দোলনের মধ্যে ব্রিটীশ সিংহাসন নিরাপদ রহিয়াছে।

যেমন রাজকীয় জীবনে, সেইরূপ ব্যক্তিগত জীবনেও ভিক্টোরিয়ার চরিতমাধুর্য্য চির বিকশিত রহিয়াছে। এক জন ওয়েল্‌স্ রমণী সত্য সত্যই বলিয়াছেন;—"মহারাণী একজন গুণবতী রমণী, রাণী হইয়া তাঁহার যেমন শোভা হইয়াছে, দরিদ্রের পত্নী হইলেও তেমনই শোভা হইত।"—

"THE QUEEN IS A GOOD WOMAN, QUITE FIT TO BE A POOR MAN'S WIFE AS WELL AS A QUEEN."